সুরলোকে

বঙ্গের পরিচয়।

প্রথম খণ্ড।

"অতোঽর্হসি ক্ষন্তুমসাধু সাধু বা
হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।"

দ্বিতীয় সংস্করণ।

CALCUTTA.

PRINTED BY BEHARY LALL BANNERJEE
AT MESSRS. J. G. CHATTERJEE & CO'S PRESS,
44, AMHERST STREET.
PUBLISHED BY KALIKINKAR CHACKRAVARTI.

1882.

স্বরলোকে

বঙ্গের পরিচয়।

প্রথম খণ্ড।

"অতোর্হসিক্ষন্তুমসাধু সাধু বা
হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।"

দ্বিতীয় সংস্করণ।

CALCUTTA.

PRINTED BY BEHARY LALL BANNERJEE
AT MESSRS. J. G. CHATTERJEE & CO'S PRESS,
44, AMHERST STREET.
PUBLISHED BY KALIKINKAR CHACKRAVARTI.

1882.

সুরলোকে

বঙ্গের পরিচয়।

দেবলোক।

দেবলোকস্থিত মনোরম উদ্যান হেমময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, তাহার অভ্যন্তরে সমতল পন্থানিচয় বিবিধ বর্ণ উজ্জ্বল প্রস্তরে আচ্ছাদিত, সকল পথের উভয় পার্শ্বে শ্যামল দূর্ব্বাদল সমাকীর্ণ ও অবিরল বৃক্ষরাজি স্থাপিত; তত্রস্থ সূর্য্য-কিরণে উষ্ণতা নাই। উদ্যানের শ্যামল দূর্ব্বাক্ষেত্রে কৃষ্ণসার মৃগ, বিচিত্র ময়ূর, ও হরিদ্বর্ণ শুকপক্ষী পরমোল্লাসে বিচরণ, উল্লম্ফন এবং মধ্যে মধ্যে কেলি করিয়া দর্শকদিগের নেত্ররঞ্জন করিতেছে। কিছু দূর অতিক্রম করিয়া উপবনের মধ্যদেশে উপস্থিত হইলে দৃষ্ট হয় এক অনির্ব্বচনীয় পুলকদায়িনী সদ্‌গন্ধযুক্ত মধুর-কল্লোলিনী স্বচ্ছ স্রোতস্বতী মৃদুমন্দ গতিতে বহমান হইতেছে। স্থানে স্থানে চিত্ত-তৃপ্তি-করী বিবিধ কুসুমলতা বৃহৎ বৃহৎ তরু আশ্রয় ও আবৃত করিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে অজস্র-নিষ্কণ্টক-বৃন্ত-গোলাপ বিকসিত হইয়া আছে; যাহার চিত্ত-বিনোদন সৌরভ সমীরণ সহকারে সতত প্রবাহিত হইতেছে। স্বরবান্ কোকিল কলহংস, অপ্সরা কুলের সুললিত সঙ্গীতে স্বর সংযোগ করিতেছে, স্রোতস্বতী তীরবর্ত্তি কুসুমিত তরুলতার প্রতিভা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছে। সেই নানা উৎকৃষ্ট পদার্থ পরিপূরিত স্থানে এক কল্প বৃক্ষ জগতের যাবতীয় সুরস ফলে শোভা পাইতেছে, এই তরু-

তলে হীরকমণ্ডিত পর্য্যঙ্কে, পয়ঃফেণনিন্দিত শুক্ল সুকোমল শয্যায়, প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর বিরাজ করিতেছেন। সেই শান্তিরসাস্পদ অমরাবতী তুল্য, সুখসেব্য প্রদেশে তাঁহার সহিত সন্দর্শন দ্বারা আত্মা চরিতার্থ করিতে অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, জষ্টিস শম্ভুনাথ পণ্ডিত, জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, কিশোরী চাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্রভৃতি মহোদয়গণের উজ্জ্বল আত্মা, ক্রমে ক্রমে উপনীত ও যথোপযুক্ত সম্মানিত হইয়া প্রিন্সকে প্রদক্ষিণ পুরঃসর হেম-ময় দিব্যাসনে উপবেশন করিলেন। নানাবিধ সদালাপের পর প্রিন্স জিজ্ঞাসিলেন, আমার দেহান্ত হইলে বঙ্গভূমি কীদৃশ বেশ-বিন্যাসে ও কীদৃশ ব্যক্তি-বৃন্দে বিভূষিত হইয়াছে, সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে আমার যৎপরোনাস্তি ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে; আপনারা সদয় চিত্তে তৎসমুদয় আমাকে অবগত করিলে আমি যথেষ্ট আনন্দ-লাভ করিব।

সম্বাদ তত্ত্ব।

মৃত বাবু কাশীপ্রসাদের উক্তি।

মহাশয় শ্রবণ করুন।

কলিকাতার বাহ্য দৃশ্য আর সেরূপ নাই। রাজ-পথে গ্যাসের নল, টেলিগ্রাফ্ তারের স্তম্ভ, ময়লানির্গমের ড্রেণ ও স্বচ্ছ-সলিলবাহিনী

লৌহ-প্রণালী সন্নিবেশিত হইয়াছে। গঙ্গায় দুই খান রেলওয়েষ্টীমার, নিয়ত লোক পারাপার করিতেছে। পশ্চিম ও পূর্ব্ব প্রদেশে, অহরহ ট্রেণ যাতায়াত করাতে, কত লোক, কত দ্রব্য দেশান্তরের পথ হইতে ক্ষণ মধ্যে কলিকাতায় উপস্থিত হইতেছে। পুরাতন ডাকঘর নাই, লাল দীঘির পশ্চিমে পূর্ব্বতন সেলাখানার স্থলে এক প্রকাণ্ড ডাকঘর, আর সেই ডাকঘরের স্থানে ছোট আদালতের অট্টালিকা নির্ম্মাণ হইয়াছে। টালা সাহেবের নিলাম ঘরের স্থানে আর এক বৃহৎ অট্টালিকা হইয়া তথায় করেন্সি আফিস ও আগ্‌রা ব্যাঙ্কের কার্য্য চলিতেছে। অস্লার ও বর্‌কিনইয়ং সাহেবের কার্য্য ভূমিতে টেলিগ্রাফের আফিস ও ড্যালহৌসি ইনষ্টিটীয়ুট নামক একটী গৃহ মার্কুইসহেষ্টিং-এর প্রতি মূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে নির্ম্মিত হইয়াছে। উইলস্‌ন কোম্পানির হোটেল এক্ষণে গ্রেটইষ্টারণ হোটেল নামে খ্যাত হইয়াছে। যথায় সুপ্রিম কোর্ট ছিল, তৎপ্রদেশে হাইকোর্টের এক প্রশস্ত বিচারালয় নির্ম্মিত হইয়াছে ; ক্যামক্ ষ্ট্রীটে হেজারবস্তি নামে যে বনাকীর্ণ স্থান ছিল, উহাকে মনোহর অট্টালিকা শ্রেণীতে সুশোভিত করিয়া ভিক্টোরিয়া স্কোয়্যার নাম প্রদত্ত হইয়াছে। মুর্‌গীহাটার ক্ষুদ্র পথ প্রশস্ত হইয়া ক্যানিং ষ্ট্রীট নাম পাইয়াছে। গরাণ হাটার রাস্তার আয়তন বৃদ্ধি হইয়া বীডন্ ষ্ট্রীট নাম পাইয়া মানিকতলাভিমুখে গিয়াছে। উহার দক্ষিণ ও চিৎপুর রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বে বীডন্ স্কোয়্যার নামে এক মনোহর উদ্যান বাঙ্গালি মহাশয়গণের বিচরণার্থে প্রস্তুত হইয়াছে। প্রথমে তাহাতে সুগন্ধি পুষ্প বৃক্ষ সংস্থাপিত হইয়াছিল, সে সকল স্থানান্তরিত করত এক্ষণে তথায় নির্গন্ধ বিলাতী তরু লতা, শোভা সম্পাদন করিতেছে। মলঙ্গার ওয়েলিংটন দীঘি, গ্রথিত হইয়া জলের হ্রদ করা হইয়াছে। ভিতরে হ্রদ, উপরে মৃত্তিকাবৃত বিচরণ স্থান। গঙ্গাতীরে একটী রাস্তা হইয়া আহিরী টোলার ঘাট

হইতে আর্ম্মানি ঘাটের সন্নিকটে আসিয়াছে। পটল ডাঙ্গার কলেজের সম্মুখে গোলদীঘি আর গোলাকার নাই, তাহা চতুষ্কোণ হইয়াছে। বোধ হয় বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের নূতন অট্টালিকা মহাশয়ের দেখা হয় নাই, সেটীও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। হিন্দু কলেজের প্রেসিডেন্সি কলেজ নাম প্রদত্ত হইয়া এতকালের পর উহার একটী সুচারু অট্টালিকা বিনির্ম্মিত হইয়াছে। হেয়ার সাহেবের স্কুলের বাটী ছিল না, তাহা সম্প্রতি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পটলডাঙ্গায় বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভ বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুত হইয়াছে। ব্রাহ্ম কেশব ঝামাপুকুরে এক উপাসনা মন্দির সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে মন্দির মস্‌জিদ গির্জা তিনেরই অবয়ব আছে। ৪৫ বৎসরের অধিক হইল, লোকে শুনিয়া আসিতেছিলেন, গঙ্গার উপরে এক সেতু নির্ম্মাণ হইবে। শুনিলাম, সংপ্রতি মির্‌বহর ঘাটের দক্ষিণে অপূর্ব্ব লৌহসেতু বিচিত্র বিলাতীয় শিল্পের পরিচয় দিতেছে। মর্ত্ত্য লোকের সেই শিল্পকার্য্যটী, মহোদয়ের দর্শনীয় পদার্থ; পূর্ব্বতন বোর্ডঘরের স্থানে ইণ্ডিয়ান্‌মিয়ূজিয়ম্‌ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাটের কলে কলে বাগ্‌বাজার কাশীপুর আকীর্ণ হইয়াছে। নিম্‌তলার ঘাটে হিন্দু হিতার্থী রামগোপাল বাবুর যত্নে শবদাহ কার্য্যের ইষ্টক্‌ নির্ম্মিত শ্মশান স্থান প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু অনেক ইংরাজ ও হিন্দুকুলতিলক চন্দ্রকুমার ডাক্তার নিমতলায় সবদাহ সম্বন্ধে অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় সে প্রকার লাল সুর্‌কীর রাস্তা নাই। এক্ষণে প্রস্তর খণ্ডের রাস্তা এবং প্রধান প্রধান রাস্তার দুই পার্শ্বে ফুটপাত হইয়াছে ও পরিমিট্‌ ঘাটে আম্‌দানি রপ্তানির সুন্দর জেটি প্রস্তুত হইয়াছে। নগরে তৃণাচ্ছাদিত গৃহ নির্ম্মাণের নিষেধ হওয়াতে, দীনদুঃখী লোকেরা খোলার ঘর প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাস করিয়া সূর্য্যের উত্তাপ, বর্ষার জল শীতকালে হীমপ্রবাহ ও পক্ষীর উপদ্রব ভোগ করিতেছে।

এক্ষণে যেরূপ অসংখ্য বিজাতীয় রোগের ও লেখকের বৃদ্ধি হইয়াছে, তদুপযুক্ত ঔষধালয় ও মুদ্রাযন্ত্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তখনকার মত আর কেরাচি গাড়ি নাই। তাবত ভাড়াটে গাড়ি, পাল্কি গাড়ির অবয়ব ধরিয়াছে।

মাথায় প্রায় কোন কুটীওয়ালা ফেটী পাকৃড়ী বাঁধেন না, মের্জাইয়ের বদলে দল্দলে তাকিয়ার গেলাপের মত একপ্রকার গাত্রাবরণ হইয়াছে, তাহার নাম পিরাণ, সকলেই তাহা ব্যবহার করেন। কলিকাতার স্ত্রীলোকেরা মল, মিশি, নত, পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মোজা ও চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করা উচিত ছিল, তাহা করেন না। কিন্তু স্থানে স্থানে পর্ব্বোপলক্ষে মল, ঠন্ঠনের চর্ম্মপাদুকা ও চরণাবরণ পরিধান করিয়া রন্ধনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে দেখা গিয়াছে। কর্ম্মচারী মাত্রে প্রায় সকলেই, প্যান্টুলেন চাপকান ব্যবহার করিতেছেন। যবনের ন্যায় প্রায় সকল হিন্দুই শ্মশ্রুধারী হইয়াছেন। ধূমপান প্রায় তিরোহিত হইয়া নস্য গ্রহণের আবির্ভাব হইয়াছে। বিশেষতঃ নস্যদানী কিশোরদিগের করে চিরপ্রণয়িনী হইয়া আছে।

ভারতীয় ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয় সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদিগের দুই একজন ব্যতীত সকলেই ইংরাজদিগের অভিপ্রায়ে ক্রমাগত সম্মতিসূচক শিরশ্চালন দ্বারা ডিটো দিতেছেন।

সুপ্রিম্‌কোর্ট ও সদর দেওয়ানী উভয় আদালত সম্মিলিত হইয়া হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই কোর্টে ক্রমে ক্রমে চারিজন বাঙ্গালি জজ নিযুক্ত হইয়া তাহার মধ্যে তিনজন কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। কিন্তু তন্মধ্যে মৃত দ্বারকানাথ মিত্র, যে বিচারাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সার্থক। এক্ষণে হাইকোর্ট ও তাহার বিচারাসন, পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্র গুণে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দৃশ্যে

সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু তথায় বিচার কার্য্য পূর্ব্ববৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় না। হাইকোর্টে আর বয়োধিক বিচারপতি নাই। উষ্ণ রুধিরে সত্ত্বাসত্ব ও দোষাদোষ মীমাংসা ও দণ্ড বিধান করিতেছেন।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ পূর্ব্বে ইংরাজী বক্তৃতা করিতেন এক্ষণে পরম পণ্ডিত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও অনর্‌এবল্‌ দিগম্বর মিত্র সে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। পূর্ব্বে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু পেট্‌রিয়ট্‌ পত্র প্রকাশিতেন, এক্ষণে কৃষ্ণদাস পাল সে কার্য্য করিতেছেন।

পূর্ব্বে অনেক কৃতবিদ্য লোক ছিলেন, তাঁহাদিগের কোন উপাধি ছিল না। এক্ষণে বিলাতের প্রথানুসারে অনেকে বি, এ; এম্ এ; বি এল্‌ ইত্যাদি উপাধি লাভ করিতেছেন। এডুকেশন্‌ কৌন্সিল রহিত হইয়া ডিরেক্টর ও ইনস্পেক্টর দ্বারা শিক্ষাকার্য্যের তত্ত্বাবধারণ হইতেছে। এমন পল্লী দেখা যায় না যে তথায় গবর্ণমেণ্ট সাহায্যাধীন বাঙ্গালা অথবা ইংরাজী ভাষার বিদ্যালয় নাই।

মতভেদ কত প্রকার হইয়াছে বলা যায় না। বিধবা বিবাহের দল, বেশ্যা বিবাহের দল, নীচ জাতিতে বিবাহ করিবার দল, বহু বিবাহ নিবারণের দল, বাল্য বিবাহ রহিতের দল, ভার্য্যা বিবাহ দাতার দল, নগরে যূথেযূথে দেখা যায়।

যুবকেরা বিলাতে গিয়া, কেহ কেহ বেরিষ্টার, কেহ ডাক্তর হইয়া প্রত্যাগমন্ করিয়াই ইংরাজ পল্লীতে বাস করিয়া থাকেন। নির্ব্বোধ পিতা মাতারা, পুত্রদিগকে উচ্চপদস্থ ও ইংরাজ ভাবাপন্ন করণার্থে বিলাত পাঠাইতে ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু তদ্দ্বারা পিতা মাতা স্বদেশী স্বজনগণের কতদূর বিঘ্ন সংঘটনা হইতেছে, তদ্বিষয়ে পিতা মাতার চৈতন্য জন্মিতেছে না। ইংরাজ ভাবাপন্ন পুত্রেরা যে উত্তর কালে পিতা মাতা স্বজনগণের কোন উপকারে আসিবেন, তাহার আর অণুমাত্র আশা

নাই। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীকে ইংরাজেরা প্রায় কোন সাহায্য করেন না, তাঁহারাও ইংরাজ ভাবাপন্ন হইয়া সেইরূপ করেন। জানি না তাঁহারা, কাহার কি করিবেন।

দেশীয় মুদিরা তাঁহাদিগের নিকট কোন প্রত্যাশা করিতে পারেনা, বিলাতের ফেরোতেরা, চাউল ডাউল প্রভৃতি ভোজ্য, তাহাদিগের নিকট ক্রয় করেন না। কুম্ভকারেরা, কি প্রত্যাশা করিবে? ফেরো-তেরা, কলাই করা ডেকে, রন্ধন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তৈলকারেরা কি প্রত্যাশা করিতে পারে? এক্ষণে ফেরোতেরা, তৈলের পরিবর্ত্তে চর্ব্বি ব্যবহার করিয়া থাকেন। হিন্দু দাসীরা, উহাঁদিগের নিকট কি প্রত্যাশা করিতে পারে? এক্ষণে যবনীরা, তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিতেছে। হিন্দুভৃত্যেরা তাঁহাদিগের নিকট কি লাভ করিতে পারে? যবন খেজমত গারেরা, তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেছে। শান্তি-পুর, ফরাস ডাঙ্গা ঢাকার তন্তুবায়েরা কি ভরসা করিতে পারে? এক্ষণে ফেরোতেরা, বিলাতীয় বস্ত্রের কোট প্যান্টুলান ব্যবহার করিতেছেন। মোদক মেঠাই ওয়ালারা ফেরোতের নিকট কি লাভ করিতে পারে? এক্ষণে উইলসনের হোটেল হইতে তাঁহাদিগের ভক্ষ্য দ্রব্য আসিতেছে। কংসকারেরা তাঁহাদিগের নিকট কি উপার্জ্জন করিতে পারে? এক্ষণে কাঁচের বাসন তাঁহাদিগের ভোজন পাত্র হই-য়াছে। ভারবাহকেরা তাঁহাদিগের নিকট কি প্রত্যাশা করিতে পারে? এক্ষণে মোষক বাহক ভিস্তিরা, তাঁহাদিগের পেয় ও স্নানীয় জল যোগাইতেছে। স্বর্ণকারেরা, তাঁহাদিগের নিকট কি লভ্য করিতে পারে? এক্ষণে ফেরোত দিগের বিবিভাবাপন্ন গৃহিণীরা, কোন অলঙ্কার ব্যবহার করেন না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, কি করিবেন, তাঁহাদিগের জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ শাস্ত্র, বিলাতি ফেরোত দিগের নিকট প্রভা পাইতেছে না।

বাঙ্গালায় কত প্রকার কর হাইয়াছে তাহার সীমা সংখ্যা করা যায় না, পুলিস ট্যাক্স, লাইটিং ট্যাক্স, গাড়ীর ট্যাক্স, বাটীর ট্যাক্স, পথের ট্যাক্স, বোটের ট্যাক্স, প্রভৃতি ট্যাক্স মনুষ্যকে উৎখাত করিয়াছে।

নিদারুণ দুঃখের কথা কি কহিব, বাঙ্গালি বাবুরা, বাঙ্গালির সভাতে নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজী বক্তৃতা করিয়া, মাতৃভাষার প্রতি অরুচির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণবর্ণা খৃষ্টান মহিলারা ও বিলাতী ঢঙ্গের বাঙ্গালি স্ত্রীরা শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থে মুখমণ্ডলে এক প্রকার শ্বেত চূর্ণ প্রক্ষেপ করেন ; অকস্মাৎ দেখিলে বোধ হয়, যেন তাঁহারা ময়দার মোট বহন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদিগের গাউন পরিচ্ছদের বিকট চটকের দ্বারা, গতি বিধান কালে বোধ হয় যেন ধীবর কন্যারা, জলাশয়ে বংশনির্ম্মিত মৎস্যধরা পোলো বাহিয়া চলিতেছেন। যাঁহারা পল্লীগ্রামের মৎস্যের জলায় গিয়াছেন, তাঁহারা এ দৃষ্টান্তটীর সার্থকতা মানিতে দ্বৈধ করিবেন না। এই শ্রীমতীরা, হোএল বোন্ বাস্কেট ও প্যাডের সাহায্যে নিতম্বিনী হইয়া থাকেন।

এক্ষণে প্রতিগ্রামে প্রতি পল্লীতে গ্রন্থকর্ত্তা দেখিতে পাওয়া যায়। কতই তর-বে-তর দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক সমাচার পত্র প্রকাশিত হইতেছে। কতই নভেল ও নাটকের সৃষ্টি কর্ত্তা হইয়া, আপনাপনি, পরস্পরের প্রশংসা করিতেছেন। এতদ্বিষয়ের সবিস্তর পশ্চাত বর্ণন হইবে। বঙ্গবাসী ইংরাজী শিক্ষিতেরা কিছু দিন ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলেন ; কিন্তু পরকীয় ভাষায় মনের ভাব তত আয়ত্তমতে প্রকাশ হয় না, তজ্জন্য তাঁহারা এক্ষণে প্রায় দেশীয় ভাষায় পুস্তক ও প্রবন্ধ সকল লিখিতেছেন।

রাজা, C. S. I ; K. C. S. I. প্রভৃতি সম্ভ্রমসূচক উপাধি অনেকে পাইতেছেন। যাঁহাদের নিজে খাদ্য বস্তু ক্রয়ার্থে নিত্য হাট বাজারে না যাইলে চলেনা, তাঁহারা পর্য্যন্ত রায় বাহাদুর হইতেছেন।

গবর্ণর সাহেবেরা, মধ্যে বৎসরের অধিকাংশ কাল সিমলার পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেন, শুনিয়াছি বিচক্ষণ লর্ড নর্থব্রুক সে নিয়মের অন্যথা করিয়াছেন।

খৃষ্টীয়ান হইয়া হিন্দুজাতির সংখ্যা হ্রাস হইতেছে দেখিয়া আম্‌ড়াতলার শিবচন্দ্র মল্লিক, প্রায়শ্চিত্তবিধান দ্বারা তাহাদিগকে পুনশ্চ হিন্দুসমাজভুক্ত করণার্থে শাস্ত্রের ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। রাজনারায়ণ মিত্র নামক একব্যক্তি, কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় সপ্রমাণ হেতু শাস্ত্রের পোষকতা সংগ্রহ করিয়াছেন। সুবর্ণ বণিকেরা মধ্যে বৈশ্যবর্ণ হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইন প্রবল হইয়া ক্রমশঃ ধর্ম্মশাস্ত্র অপ্রচলিত হইতেছে। এক্ষণে জাত্যন্তর হইলে পৈতৃক বিষয়, কুলটা হইলে স্বামীর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

নীলকরের অত্যাচার, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যত্নে গ্রাণ্ট সাহেব অনেক দমন করিয়া আসিয়াছেন। সেইহেতু আপনার প্রতিমূর্ত্তিপটের পার্শ্বে, তাঁহার প্রতিরূপ টাউনহল গৃহে লম্বমান আছে। সংপ্রতি যশোহরের ন্যায়ানুগত মেজিষ্ট্রেট, স্মীথ সাহেব, এক পেয়াদাকে যথোচিত প্রহার করা অপরাধে, এক নীলকর শ্বেত পুরুষকে কারাবরোধ দণ্ড প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অপক্ষপাতিতার যথেষ্ট পরিচয় দিতেছে।

ভারতবর্ষের প্রকাণ্ড মহাভারত পুস্তক, বহুব্যয় করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ সংস্কৃত হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করাইয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে বঙ্গভাষা অতি মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

বিলাত হইতে নানা প্রকার পাড়্‌দার বস্ত্র আনীত হইয়া সিম্‌লে, শান্তিপুর ও লালবাগানের তন্তুবায়দিগের মুখমণ্ডল মলিন করিয়াছে।

যাত্রার পরিবর্ত্তে নাটক অভিনয় হইতেছে। হোমীয়প্যাথ ডাক্তারেরা, বে-মালুম গোছের ঔষধ দিয়া মহত্ মহত্ রোগের শান্তি করিতেছেন।

তারিণীচরণ বসু, এবং দুর্গাচরণ লাহা, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছেন। লাহাবাবু বাঙ্গালার বিদ্যোন্নতির নিমিত্ত পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিয়াছেন।

পাথুরিয়াঘাটার খেলচন্দ্র ঘোষের ভবনে একটী সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী-সভা হইয়াছে; তাহার উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট হইবার আশা ছিল, কিন্তু সভ্য মহাশয়েরা ধর্ম্ম বিষয়ের আন্দোলন ব্যতীত, অন্যবিধ আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এক্ষণে পঞ্চান্ন বৎসর বয়ঃক্রম অতিবাহিত করিলে, আর কাহারও গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে থাকিবার বিধি নাই। দুর্ভাগ্য কেরাণীগণের বেতন সংপ্রতি বৃদ্ধি হইয়া, কেহ কেহ সাত আটশত টাকা পর্য্যন্ত মাসিক পাইতেছেন। মাতলায় নগর সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে শ্বেতপুরুষেরা যত্ন পাইয়া সে দিকে রেল চালাইয়াছেন। কিন্তু তথায় নগর হওয়া দূরে থাকুক, রামগতি মুখোপাধ্যায় উহার কার্য্যাধ্যক্ষ না হইলে, এত দিনে সেই রেল অস্ত-লাভ করিত।

পর্ব্বোপলক্ষে কর্ম্মচারিদিগের বিদায় কালসংক্ষেপ হইয়া গিয়াছে।

ভয়ানক দুর্ঘটনার বিবরণ কি কহিব, ১৮৪৭ খৃঃ অব্দের শিখ যুদ্ধে ও ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাই বিদ্রোহে পশ্চিমাঞ্চলে হৃদয়বিদীর্ণকর হত্যাকার্য্য ও অশেষবিধ অত্যাচার ঘটিয়াছে। ১৮৭১।৭২ খৃঃ অব্দে জনৈক নৃশংস যবন জষ্টিস নর্ম্যানকে ছুরিকাঘাতে কলিকাতায় হত্যা করিয়াছে। অপর একজন, লর্ড মেও সাহেবকে ছুরিকাঘাতে পোর্ট-ব্লেয়ারে নিধন করিয়াছে।

এক্ষণে ভারতরাজ্য কোম্পানি বাহাদুরের নাই, তাহা শ্রীমতী মহারাণীর নিজস্ব হইয়াছে।

সুবর্ণবণিকদিগের প্রথা কায়স্থ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত হওয়াতে, কন্যাদান-উপলক্ষে, জামাতাকে প্রায় যথাসর্ব্বস্ব দিবার রীতি হইয়াছে, আবার পাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস থাকিলে নিস্তার নাই।

গবর্ণমেণ্ট আফিসের ব্যয় সংক্ষেপ হওয়াতে অনেক ক্ষুদ্র প্রাণী কর্ম্মচারী পদচ্যুত হইয়াছেন এবং সামান্য কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত অনেক ইংরাজ লোক অধিক বেতনে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বঙ্গদেশে ধর্ম্মবল যাহা আছে, ধর্ম্ম যেরূপে প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা কথঞ্চিৎ বঙ্গীয় স্ত্রীজাতির মধ্যেই আছে।

মোট বহিয়া যাওয়া ভদ্রলোকের মধ্যে লজ্জাকর কার্য্য; ইদানীং রেলওয়ে ব্যাগ নামক এক প্রকার বিলাতীয় সভ্য মোটের সৃষ্টি হইয়াছে; কোন ভদ্রলোক ঐ মোট বহনে মতান্তর করেন না।

এক্ষণে আত্মহত্যার নিতান্ত আধিক্য হইয়াছে। ফলতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মগ্রন্থির শৈথিল্য হওয়া প্রযুক্ত ঐরূপ ঘটিতেছে।

এক্ষণে অনেক পিতা মাতা চাকরের জবানি অর্থাৎ দাস দাসীর ন্যায় স্বীয় স্বীয় পুত্রদিগকে বড়বাবু, মেজোবাবু, সেজোবাবু, শব্দে সম্বোধন করিয়া, সভ্যতার চূড়ান্ত দেখাইতেছেন। এবং পুত্রেরা পিতাকে পিতা না বলিয়া প্রায় কর্ত্তা বলিয়া থাকেন।

ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের স্বভাব পূর্ব্ববৎ আছে। মহাশয়, ধর্ম্মাবতার বলিয়া সম্বোধন করিলে ইহাঁরা আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকেন।

স্বস্ত্যয়নের ব্রাহ্মণ, ধোবা, নাপিত, কর্ম্মকার, সূত্রধর, মোদক এবং আপামর সকল জাতি, অধুনা চাকরী বৃত্তি অর্থাৎ কেরাণীগিরী ও মুহুরীগিরী প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কায়স্থের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। মোদক কেরাণী হইয়া, উত্তরকালে সন্দেশ বিস্বাদ করণের উপক্রম করিয়াছে। কৃষকেরা, কেরাণী কর্ম্মচারী হইয়া, উপাদেয় ফল শস্য উৎপাদনের হানি জন্মাইতেছে; পরে যে খাদ্য দ্রব্যের দশা কি হইবে

বলা যায় না। দেশীয় অস্ত্র আর পূর্ব্ববৎ তীক্ষ্ণ হয় না। হইবে কেন? কর্ম্মকারেরা যে কেরাণী ব্যবসায় ধরিয়াছেন। স্বজাতীয় ব্যবসায়ে আর তাহাদিগের পূর্ব্ববৎ যত্ন নাই।

প্রধান প্রধান পল্লীগ্রাম, টাউন নাম লাভ করিয়াছে। তথায় এক এক মিউনিসিপাল কমিটী স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় সেই সকল কমিটীর মেম্বরদিগের অনেকেই দেশবাসীর উপর প্রভুত্ব প্রকাশার্থে বিশেষ তৎপর, সুতরাং তাঁহারা সকলের অপ্রীতিভাজন হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের লোকের প্রিয় হইয়া কার্য্য করা পক্ষে কি উৎকট শপথ আছে তাহা কেহ জ্ঞাত নহেন।

অধুনা মহেন্দ্র, উপেন্দ্র, যোগেন্দ্র, সুরেন্দ্র, রাজেন্দ্র, নগেন্দ্র, এই কয়েকটী নাম দ্বারা প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা চলিতেছে।

এক্ষণে বঙ্গদেশের যে বাটীতে যে পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করা যায়, তথায় সকলেই কর্ত্তা, অ-কর্ত্তা নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

আর এক সম্প্রদায়ের অলৌকিক আচরণের কথা শুনিলে, যৎ-পরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইবেন। তাঁহারা পিতা মাতার জীবিতাবস্থায় তাঁহাদিগকে যথাসময়ে অন্নাবরণ প্রদান করেন না; আবার সেই পিতা মাতার জীবনান্তে তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আপনার যশো-গৌরব বিস্তার লালসায়, কত শত সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন; হায়! তাহার শতাংশের একাংশ দিলে তাঁহারা জীবদ্দশায়, সময়ে অন্নবস্ত্র পাইতে পারিতেন।

গবর্ণমেণ্ট লেভিতে ইদানী অসংখ্যব্যক্তির নাম সংগৃহীত হইয়াছে; লেভি স্থানে তাঁহাদিগের কিরূপ সম্মান তাহা তাঁহারাই জানেন।

ইংরাজীর প্রাদুর্ভাব হইয়া বঙ্গীয় পুরুষেরা প্রায় সকলেই স্বজাতীয় ভাব বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কেবল যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা পাইয়াছেন এমন নহে, ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ প্রাচীনদিগকেও ইংরাজী ভাব,

সংক্রামক রোগের ন্যায় আক্রমণ করিয়াছে এবং তাঁহাদিগেরও হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ জন্মাইয়া দিয়াছে। কিন্তু সকলে বলেন, বোধ হয়, কালে ঐরূপ থাকিবে না। কেননা, ইংরাজদিগের অনুকরণ করিয়া বঙ্গবাসীরা যে যে কার্য্য প্রথম প্রথম সম্বন্ধে অবলম্বন করিতে ব্যগ্র হয়েন, কিছু দিন পরে ব্যগ্রতার পরিবর্ত্তে তৎপ্রতি তাঁহাদিগের বিলক্ষণ দ্বেষ জন্মে। মহাত্মা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, ইংরাজদিগের প্রদর্শিত খৃষ্টধর্ম্ম, প্রথম প্রথম কত বঙ্গযুবা অবলম্বন করিয়াছিলেন ও অবলম্বন করিতে উৎসাহী ছিলেন। এক্ষণে আর বাঙ্গালিরা খৃষ্টধর্ম্মের নামও মুখে আনেন না। ইংরাজ সাধারণেই আপনাদিগকে সত্যবাদী ঘোষণা করিতেন, ইংরাজ মাত্রেই সত্যবাদী বলিয়া প্রথম প্রথম বাঙ্গালিদিগের হৃৎপ্রত্যয় হইয়াছিল; কিছু দিন পরে তাহা আবার তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। ইংরাজদিগের পরিচ্ছদ, নেত্ররঞ্জন বলিয়া তাঁহারা প্রচার করায় অনেক ব্যক্তি প্রথম প্রথম তাহা ধারণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা বাঙ্গালির পরিধেয় কিনা এই লইয়া অনেকে বিচার করিতেছেন। ইংরাজের খাদ্য উৎকৃষ্ট ভাবিয়া অনেক বাঙ্গালি প্রথম প্রথম তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন; অধুনা তাহা পীড়াদায়ক ও দেহনাশক বলিয়া অনেকের প্রতীতি হইয়াছে। ইংরাজদিগের সভ্যতাকে, বাঙ্গালিরা চূড়ান্ত সভ্যতা বলিয়া প্রথম প্রথম মানিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সভ্যতাকে তাঁহারা অনেকে সভ্যতা বলিয়া মানিতেছেন না। ইংরাজির প্রাদুর্ভাব হইলে প্রথম প্রথম ইংরাজী শিক্ষিতেরা, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে লঘু ভোজন, স্বর্ণকবচ ও ঔষধ ধারণ দ্বারা রোগ মুক্ত হয়, শুনিলে তাচ্ছিল্য ও উপহাস করিতেন, এক্ষণে আর সেরূপ করেন না। প্রথম প্রথম তাঁহারা পুরাণে ব্যোমযান বাষ্পযান ইত্যাদির বিবরণ শুনিয়া উপহাস করিতেন, এক্ষণে বেলুন ও রেলওয়ে শকট চালনা দেখিয়া, সেই পুরাণোক্ত বিবরণের প্রতি

উপহাস করেন না। গোল্ড ষ্টকর্, ভট্ট মোক্ষমূলর ও জর্ম্মন দেশীয় পণ্ডিতেরা যথেষ্ট গৌরব না করিলে কিম্বা সংস্কৃত পাঠ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশ না হইলে বঙ্গ দেশের সংস্কৃত শাস্ত্রের আরও অধঃপতন হইত, এবং তাহাকে অসার ভাবিয়া, ইংরাজী শিক্ষিতেরা নিতান্ত নিশ্চিন্ত হইতেন।

এক্ষণকার পুত্র, বিবেচনা করেন যে, পিতা তাঁহার প্রতি শত-সহস্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে বাধ্য আছেন, কিন্তু পুত্র পিতার প্রতি কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে বাধ্য নহেন। আর আর সমাচার পরে নিবেদন করিব। সংপ্রতি কিশোরী চাঁদের আত্মার কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। শুনিয়া প্রিন্স কহিলেন, ভালই ত, বলুন।

উন্নতি।

মৃত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের আত্মার উক্তি।

বঙ্গের আধুনিক উন্নতি সম্বন্ধে আমি কিঞ্চিৎ কহিতেছি, শ্রবণাজ্ঞা হয়। তরুণবয়স্কদিগের অনেক সভ্যতা বৃদ্ধি হইয়াছে। সেকালের লোকের ন্যায় ইহাঁরা সর্ব্বাঙ্গ অনাবৃত, বিজাতীয় কেশ মুণ্ডন করিয়া নিরন্তর অশ্লীলবাক্য প্রয়োগ করেন না। প্রাচীনদিগের অপেক্ষা স্বদেশের উন্নতি সাধনপক্ষে ইহাঁদিগের কথঞ্চিৎ প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছে। ইহাঁরা প্রাচীনদিগের ন্যায় নীচ লোকের সহিত আলাপ ও

বন্ধুতা করিতে চাহেন না। ইহাঁরা প্রায় অর্দ্ধেকে পুরাতন প্রথা অনুসারে উৎকোচ গ্রহণ করেন না। স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইয়া সাধারণের মনের মালিন্য বিনষ্ট করিয়াছে; অন্তঃপুরের ইতরভাষা অন্তর্হিত হইয়াছে; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস হইয়াছে; কল্পিতভয়ে নবীনা রমণীরা প্রাচীনাদিগের ন্যায় অভিভূত হয়েন না। নানা দেশের পুরাবৃত্ত, স্থানীয় বিবরণ, বিদেশীয়দিগের স্বভাব ও ব্যবহার ইহাঁরা অনেক অবগত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের বুদ্ধির জড়তার হ্রাস হইয়াছে।

পূর্ব্বে সমস্ত বিষয়ী লোকের বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানালোচনার নির্দ্দিষ্ট বয়ঃক্রম ছিল; সেই কালের মধ্যে যে জ্ঞান জন্মিত, তাহাই চূড়ান্ত; পরে পাঠ দ্বারা সে জ্ঞানকে উন্নত করার রীতি ছিল না। অধুনা ইংরাজদিগের দৃষ্টান্তানুসারে দেশীয় লোকেরা জীবনের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত পাঠ দ্বারা জ্ঞানোন্নতি করিয়া থাকেন। লেখা পড়ার আলোচনা এত প্রবল হইয়াছে যে, যে কেহ হউন, কলিকাতার কোন পল্লীতে স্কুল স্থাপনা করিয়া সেই দিন কিম্বা দিনান্তরে অন্যূন দেড় শত ছাত্র পাইতেছেন। রাজ-সাহায্যে স্বদেশ বিদেশ জলপথে ও প্রান্তরে অশঙ্কিত-চিত্তে সকলে পরিভ্রমণ করিতে পারে। যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউক, তাহার ধর্ম্মকার্য্যে ধর্ম্মান্তরীয় লোক, বিঘ্ন জন্মাইতে পারে না। প্রবল ব্যক্তি, দুর্ব্বলের প্রতি যথেচ্ছা ক্রমে ক্ষমতা প্রকাশিতে পারেন না।

দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে রাজকর্ম্মচারীরা অশেষবিধ উপায় দ্বারা তাহা নিবারণার্থে সর্ব্বপ্রকার আনুকূল্য করিয়া থাকেন। এই কার্য্যটী দ্বারা তাঁহাদিগের লক্ষ লক্ষ দোষ মার্জ্জনা হইতে পারে।

চিকিৎসালয় বিদ্যালয় সংস্থাপন দ্বারা রাজপুরুষেরা যথেষ্ট প্রজাবাৎসল্য জানাইতেছেন। মহৎ মহৎ ইংরাজ ও বাঙ্গালি উদ্যোগ

ও আনুকূল্য দ্বারা বিলুপ্ত প্রায় বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, দর্শন, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্র ও তাহার অনুবাদ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া ভারতভূমির কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিতেছেন এবং অনেক বৎসরাবধি ভারতের অন্তর্গত বঙ্গভূমি হিন্দুস্থান প্রভৃতির দুর্গমস্থানে হিন্দু ও যবনদিগের স্থাপিত যে সমস্ত কীর্ত্তির অবশিষ্ট ভাগ অপ্রকাশিত ছিল, তাহা আবিষ্কার দ্বারা জনসমাজের পরমোপকার করিতেছেন। বিক্রমাদিত্যের সময়ে যে প্রকার গুণ ও বিদ্যার বিচার ছিল, মধ্যে তাহা ছিল না; যিনি যাহা জানিতেন, তাহার কিছুই প্রকাশ পাইত না। তাহা নিবিড় অরণ্যের আভ্যন্তরিক-সুগন্ধ-পুষ্পরাজির ন্যায় অনাঘ্রাত ও বিলীন হইত। এক্ষণে গুণের বিচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় সকলেরই অজ্ঞাতবিবরণ অবগত হইবার পিপাসা বলবতী হইয়াছে; কৌলীন্যের বল ক্ষীণ হইয়াছে, বহুবিবাহ প্রায় রহিত হইয়া গিয়াছে, রাজস্ব আদায়ের নিতান্ত জঘন্য হপ্তমের মোকর্দ্দমা চলিত নাই।

অতঃপর তর্কবাগীশ মহাশয়ের আত্মা কোন বিষয় বলিতে ইচ্ছা করেন। শুনিয়া প্রিন্স্ কহিলেন, তাহা শ্রবণার্থে আমরা সকলেই প্রার্থনা করি।——

লেখক।

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের আত্মার উক্তি।

উঃ-আজকাল পঙ্গপালের ন্যায়, অসংখ্য লেখক, নগর পল্লী, প্রভৃতি যথায় তথায় গ্রন্থ লিখিয়া স্তূপাকার করিতেছেন। ইহাঁদিগকে কবি-মনিউমেণ্ট, নাটক-লাইটহাউস, গদ্যস্তম্ভ, পদ্য-পিরামিড্ বলিলেও যথেষ্ট হয় না। ইহাঁদিগের কবিত্ব-আলোকের আশ্রয়ে পাঠকেরা জ্ঞানরত্ন লাভ করিতেছেন। দুই একটী ব্যতীত সকল সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা সর্ব্বজ্ঞ, (সব জান্তা), সকলেই কবিত্বরস, কাব্য অলঙ্কারের ভাব, আইনের তর্ক, গ্রন্থ সমালোচনা কার্য্যে অভ্রান্ত পরিপক্ক। কতকগুলি লেখক বঙ্গ সাধুভাষার যেন যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, এই বিবেচনাতেই নীচ ভাষার উন্নতি কল্পে শশব্যস্ত আছেন। অতএব নীচ ও বিকলাঙ্গ ভাষা প্রয়োগদ্বারা নাটকাদি রচনাতে যত্ন প্রকাশ করিতেছেন। জানিনা সেই লজ্জাকর নীচ ও বিকলাঙ্গ ভাষার প্রতি যত্ন জানাইয়া স্বদেশীয় লোকের নিকট ঘৃণাস্পদ হইবার নিমিত্ত, তাঁহারা এত উৎসাহশীল কেন ? ঐ সকল ভাষা যেন কস্মিন্‌কালে শ্রবণ করিতে না হয়, মহোদয়! সেই বর প্রদান করুন। যেমন কর্দ্দমাক্ত নীররাশিসমন্বিতা নদী, স্বচ্ছ স্রোতস্বতীজলে বিমিশ্রিত হইয়া তাহা পঙ্কিল করে, সংপ্রতি সেইরূপ নীচজাতি, ও উৎকৃষ্ট জাতিতে বিমিশ্রিত হইয়া শ্রেষ্ঠকে অপকৃষ্ট করিতেছে ও নীচ বিকলাঙ্গ ভাষা, সাধু বঙ্গভাষায় মিশ্রিত হইয়া, তাহা কিম্ভূতকিমাকার করিতেছে। ইহাঁরা বলেন সাধু ভাষায় মনের সকল ভাব প্রকাশ পায় না, পায় কি না, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের পুস্তক

মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলে জানিতে পারেন; তাঁহারা সকল ভাবই সাধু ভাষায় সুচারু রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আধুনিক ইতরভাষা লেখকদিগের প্রসঙ্গকালে একটী সাদৃশ্য মনে হইল। কতকগুলি বিদ্যাশূন্য ব্রাহ্মণ, রাঢ়দেশ হইতে কলিকাতার দানশীল ব্যক্তির ভবনে, দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে বার্ষিক বৃত্তি সংস্থাপন করিতে আসিয়া, পরস্পর পরস্পরকে বিদ্যালঙ্কার, তর্কালঙ্কার, শিরোমণি, বিদ্যানিধি, ইত্যাদি শ্রদ্ধাব্যঞ্জক উপাধি প্রদান করিয়া অধ্যাপকের ভাবে পরস্পর পরস্পরের অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্যের প্রশংসা দ্বারা স্ব স্ব কার্য্য সাধন করেন; সেই প্রকার ইতর-ভাষা লেখকেরা আপনাআপনির মধ্যে একজন অন্যজনকে কবিকুলতিলক, কবি শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি উপাধি প্রদানের বিনিময়ে আপনার সুবিখ্যাত উপাধি সংগ্রহ করিতেছেন। কোন কোন গৌরবাকাঙ্ক্ষী বাবুরা লেখা পড়া শিখিতে অবকাশ পান নাই, তাঁহারা এক্ষণে গ্রন্থকর্ত্তা হইতে লালায়িত, কোন সভায় একটী প্রবন্ধ পাঠের নিমিত্ত ব্যগ্র। শুনিতে পাই, যন্ত্রাধ্যক্ষ ও কোন কোন সংবাদ পত্রের সম্পাদক দ্বারা তাহা লেখাইয়া, স্বরচিত আরোপিয়া কথঞ্চিৎ গৌরব লাভের চেষ্টা করেন। তাঁহাদিগের এতদ্রূপ কার্য্যে কেহ প্রত্যয় করেন না, এতদ্রূপ প্রত্যাশাও তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত অন্যায়; যেমন তৃণপত্র ভক্ষণ না করিয়া দুই চারি সের দুগ্ধ দেওয়া গাভীর পক্ষে অসাধ্য; অধ্যয়ন না করিয়া পুস্তকাদি লেখাও সেই রূপ অসাধ্য। আবার কোন কোন সংস্কৃত লেখকের কার্য্য দেখিলে মনে অতিশয় দুঃখ জন্মে। তাঁহারা অভিনব অভিধান ও ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়া, অনধিকারী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে প্রশংসা পত্র সংগ্রহ করেন। বমউইচ্, লং প্রভৃতি তত্তৎ পুস্তকের প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। ঐ সকল প্রশংসাপত্র দাতাদিগের উৎকট প্রশ্রয়, উল্লিখিত রূপ পুস্তকের গুণ দোষ বিচার পক্ষে, তাঁহাদিগের কি অধিকার আছে,

সেই সকল প্রশংসাপত্র কতদূর বলবৎ, তাহা একবার মনোনিবেশ করিয়া দেখুন।

পরন্তু সকল লেখকই সমালোচন লিপি প্রকাশার্থ প্রমত্ত, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, যে বর্ত্তমান বাঙ্গালা লেখকের মধ্যে কেবল অতি অল্প সংখ্যক লেখকের গ্রন্থ সমালোচন করিবার শক্তি আছে। যেহেতু উক্ত মহাশয়গণের যে যে পুস্তক পাঠ করিলে সমালোচনার ব্যুৎপত্তি জন্মে, সে সকল বিলক্ষণ রূপে পাঠ করা হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে অসার অর্ব্বাচীন, যে কেহ হউন একখান পুস্তক দেখিবামাত্র স্বীয় রুচির উপর নির্ভর করিয়া সমালোচন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। সমালোচন স্বীয় রুচির উপর নির্ভর করিবার কার্য্য নহে। বীভৎস রুচির অনুমোদন করিতে না পারিলে যে সুলেখক হইবে না এমন নহে। তাঁহারা সমালোচন কার্য্যের কিছুমাত্র না জানিয়া সকল পুস্তকের রচনা খণ্ডন করেন। কোন সমালোচক বাবুর আপন লিখিত পুস্তকে কর্ত্তা ক্রিয়া প্রকাশ অপ্রকাশ রাখার স্থান বিচার নাই। কি মদগর্ব্বের প্রভাব! তিনি আশা করেন, তাঁহার ভাষাকে আদর্শ করিয়া, লোকে এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করুক। আ মরি মরি! তাঁহার কি অপূর্ব্ব-পদ-বিন্যাস! পড়িতে পড়িতে ভাবের প্রভাবে আষাঢ়ীয় আনারসের ন্যায় আমাদের অঙ্গ সকণ্টক হইয়া উঠে।

অগ্নির ন্যায় সর্ব্বভুক্ পুস্তক পাঠকেরা, পুস্তক পাইলেই একাদিক্রমে সর্ব্ব প্রকার পুস্তক পাঠ করেন ও প্রায় সকল পুস্তকের প্রশংসা করেন।

লেখকেরা তাঁহাদিগের প্রশংসায় প্রশ্রয় পান। শুনিলাম, লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর কোন কোন বাঙ্গালা লেখককে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতেও হাস্যের উদ্রেক হয়। বাঙ্গালা ভাষা না জানিয়া

আবার সে প্রশংসাকে কোন ইংরাজি সংবাদ পত্রের সম্পাদক অনুমোদন করিয়াছেন, করিলে করিতে পারেন ; কেন না, সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা সব্‌জান্তা, সেই অনুসারেই তিনি ঐ প্রশংসায় অনুমোদন করিয়া থাকিবেন ; কি আশ্চর্য্য ! সেই প্রশংসা অবলম্বন করিয়া ঐ লেখকেরা দন্তের আয়তন বৃদ্ধি করেন, আর তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহাদের লেখা এক্ষণে অনেকে অনুকরণ করিতেছে, বাস্তবিক তাহা নহে ; যে ব্যক্তি লিখিতে না জানে, সে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেই তাঁহাদিগের তুল্য লেখক হইয়া উঠে।

সুরলোকে এই সময় একবার শুভ-সূচক বীণাধ্বনি হইল, সকলে সচকিত হইলেন এবং দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন, এক শুক্লাম্বরধারী সুপ্রসন্নভাব-সম্পন্ন শান্তমূর্ত্তি পূর্ব্বদিক হইতে উদয় হইতেছেন। তর্কবাগীশ কহিলেন,—আপনারা দেখুন ; আমাদিগের পরম প্রীতিভাজন চন্দ্রমোহন তর্কসিদ্ধান্তের আত্মা আবির্ভূত হইতেছেন। সকলে ইহাঁর নিকট বঙ্গদেশের অভিনব বিচিত্র ঘটনা শুনিবার যত্ন করুন। ইনি সম্প্রতি বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া ইহলোকে আসিয়াছেন। আমার অপেক্ষা ইহাঁর অধিক অভিনব বৃত্তান্ত জানা আছে। এই কথার অবসান হইতে না হইতেই চন্দ্রমোহনের আত্মা সেই কল্পতরুতলে উপস্থিত হইয়া সকলকে বিনীতবাক্যে কুশল জিজ্ঞাসিয়া হেমময় দিব্যাসনে উপবেশন করিলেন। পরে প্রিন্স ও অন্যান্য সকলেই যথেষ্ট যত্ন সহকারে আধুনিক লেখকদিগের সম্বন্ধে কিছু বিবরণ তাঁহার নিকট শুনিবার প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন,—সে অতীব বিচিত্র বিবরণ ; আপনারা শ্রবণ করুন।

চন্দ্রমোহনের আত্মার উক্তি।—

আমি এক্ষণকার ইতর ভাষা লেখকদিগের লেখার দোষ কোন বিজ্ঞতম লোকের নিকট উত্থাপন করিলে তিনি আমাকে কহিলেন, আপনি কিছু মনে করিবেন না। উক্ত লেখক বেচারিরা সংপ্রতি কপ্‌চাইতে শিখিতেছেন, পরে বুলি পদাবলী ধরিবেন; মধ্যে মধ্যে চঞ্চু ব্যাদান করিয়া ঠোক্‌রাইতে আসিবেন, তাহাতে আপনারা ভীত হইবেন না। ওটী উহাঁদিগের জাতিধর্ম্ম।

লেখার অভ্যাস করা হয় নাই, তথাচ বাবুরা বালিশে শিরোদেশ সংলগ্ন করিয়া মনে করেন, "আমি বেস লিখিতে পারিব, আমার অনেকগুলি ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করা হইয়াছে, অতএব বাঙ্গালা লিখিব ইহার আর আশ্চর্য্য কি? উপকরণ অপ্রতুল না থাকিলে কোন একটী বস্তু নির্ম্মাণ করিবার বাধা কি আছে।" কিন্তু কি পরিমাণে কোন্ দ্রব্য কত দিলে কি প্রক্রিয়াতে একটী স্বাস্থ্যকর ঔষধ প্রস্তুত হয়, তাহা না জানিয়া, যেমন কেবল রাশিরাশি পরিমাণে পারদ, স্বর্ণ, মুক্তা ও লৌহ, সংমিলিত করিলে স্বাস্থ্যকর ঔষধের পরিবর্ত্তে এক প্রাণান্তকর বিষময় পদার্থ হইয়া উঠে; যাহা সেবন করিলে দেহ পুষ্ট না হইয়া নষ্ট হয়, সেইরূপ প্রায় ইংরাজী শিক্ষিতেরা অনেকে অপরিমেয় বিজাতীয় উপকরণে কিম্ভূত কিমাকার পুস্তক সকল প্রস্তুত করিতেছেন! তাহা পাঠ করিয়া অভিনব বিদ্যার্থীদিগের যথেষ্ট কুসংস্কার জন্মিতেছে।

যে ইংরাজী পুস্তককে আদর্শ করিয়া, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখেন, লেখার পদ্ধতি না জানাতে, তাঁহাদিগের অনুবাদে কোন রস থাকে না। যেমন স্বপ্নযোগে মিষ্টান্নাদি ভোজন করিলে তাহার কোন আস্বাদ পাওয়া যায় না, সেইরূপ ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ বা সঙ্কলনকারীদিগের অনভ্যস্ত বাঙ্গালা লেখাতে কোন রসই লব্ধ হয় না।

কোন লেখকের দৃঢ় জ্ঞান আছে যে, "আমি বহুজন সংসর্গ নিবন্ধন বহুদর্শী হইয়াছি, অতএব আমি অতি উত্তম বাঙ্গালা যদিও অভ্যাস করি নাই, তথাচ ভাবগর্ভ পুস্তক লিখিতে পারি।" যাহা হউক, তাঁহার চিন্তা করা উচিত যে, তিনি ভদ্রলোকের সহিত অধিক কাল সহবাস করিবার সুযোগ পান নাই, তাঁহার প্রতি যে কার্য্যের ভার আছে, তাহাতে তাঁহাকে অধিক কাল অসংখ্য ইতর অভদ্রজনের সহিত বাস করিতে হয়। সেই ইতর সহবাস নিবন্ধন তাঁহার-রুচি কলুষিত হইয়াছে এবং ইতরতর বিষয়ে তিনি বহুদর্শী হইয়াছেন, কেন না তিনি যখন যাহা লিখিতে যান, তখনই তাঁহার লেখনী হইতে ইতরভাবের উদ্ভাবন হইতে থাকে। দেখুন, সেই মহাত্মা জ্যেষ্ঠ সহোদরকে একখানি অশ্লীল গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ হইয়া অশ্লীল গ্রন্থ, জ্যেষ্ঠ সহোদরকে উৎসর্গ করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেন নাই!

লেখক স্কট ও লিটন প্রভৃতির ইংরাজী পুস্তক হইতে যাহা সঙ্কলন করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার আপনার বুদ্ধি ও আপনার কল্পনা যোজনা হয় নাই, তাহাই কথঞ্চিৎ ভাবুক লোকের শ্রোতব্য হইয়াছে।

উক্ত লেখকের একটী গুণ আছে, তাহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। তিনি আপনার গ্রন্থ সন্নিবেশিত ঘটনাবলী, এতদূর মনোরম করিতে পারেন, যে তাহা পিতামহীদেবীর উপকথার ন্যায়, শূন্য-হৃদয় নির্বোধের নিদ্রাকর্ষণ করিতে পারে।

তাঁহার রুচি ও উদাহরণ ঘৃণাজনক, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ তাঁহার আস্‌মানির পান-রস-নিষ্ঠীবন, বিদ্যাদিগ্‌গজের গলাধঃকরণ করান প্রভৃতি ঘৃণা উৎপাদক রসিকতা তাঁহার বীভৎস রুচির স্পষ্ট পরিচয় দিতেছে।

হিন্দু ও যবন জাতীয় নায়ক নায়িকা সংযোগ ব্যতীত, তিনি প্রায়

কোন গ্রন্থ রচনা করেন না। অনুভব হয়, তাঁহার ধারণা আছে, রাম-খোদা একত্রিত না করিলে কোন পাঠকের চিত্তবিনোদন করা দুঃসাধ্য।

তাঁহার গ্রন্থ-পরিচ্ছেদের শিরোভূষণ অতি কৌতুকাবহ; অন্যান্য লেখকের গ্রন্থ-পরিচ্ছেদের শিরোভূষণ দ্বারা ঘটনার স্থূল আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থ পরিচ্ছেদের শিরোভূষণ অদ্ভুত ও অলৌকিক, তদ্দ্বারা প্রস্তাবের আভাস কিছুই ভাসমান হয় না, কেবল সেই প্রস্তাবের যে কোন স্থানের দুই একটী কথামাত্র উদ্ধৃত করিয়া শিরোভূষণ স্থির করা হয়। যথা—"না"; "অবগুণ্ঠনবতী" "দাসী চরণে" এতদ্দ্বারা কাহার সাধ্য প্রস্তাবের আভাস বুঝে বা মর্ম্মাবধারণ করে। ইত্যাদি রূপ শিরোভূষণের সহিত তন্তুবায়ের সঙ্কেত চিহ্নের (অর্থাৎ তাঁতির ঠারের) কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। সে চিহ্ন দেখিয়া কিছুই স্থির করা যায় না। তন্তুবায় বস্ত্রে গ, স, ৭, ৫, ৩, ৪, দৃষ্টি মাত্রেই বলিয়া উঠিতে পারে, এ ধুতীযোড়ার মূল্য পাঁচটাকা সাড়ে দশ আনা; তদ্রূপ, "না"; "অবগুণ্ঠনবতী"; "দাসী-চরণে" ইত্যাদি পরিচ্ছেদের শিরোভূষণ দ্বারা কেবল লেখকই সমস্ত বুঝিতে সক্ষম, অন্যে নহে। লেখকের অভিপ্রায় এইরূপ যে হলধর বলিলে দশ আইনের মোকদ্দমা বুঝাইবে। কেননা হলধর নামক কোন ব্যক্তি, উক্ত আইনের মোকদ্দমা কোন জেলাআদালতে উপস্থিত করিয়াছিল। "না" উল্লেখ করিলে না—ঘটিত পরিচ্ছেদের সমুদয় মর্ম্ম বুদ্ধিবলে সংগ্রহ করিতে হইবে।

আবার তাঁহার রচনাতে কি উৎকট ভাব ও শব্দের প্রয়োগ আছে! তিনি সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য ব্যঞ্জক বর্ণনাতে সুগোল শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সুগোল শব্দটী তাঁহার অতি প্রিয়, যেহেতু তিনি লিখিয়াছেন "সুগোল ললাট", ললাট কি প্রকারে সুগোল হইতে পারে? মনে

করুন যেন তাহা সুগোল হইল, হইলেই বা রমণীয় দৃশ্য হইবে কেন ? উক্ত সুগোল ললাট শব্দ লইয়া যখন আমি, একদিন আন্দোলন করিতেছি, তৎকালে এক বিচক্ষণ ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন ; আমি তাঁহাকে উহার ভাবার্থ জিজ্ঞাসিলাম, তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আমাকে কহিলেন, উহার ভাবার্থ অন্য কিছুই আমার অন্তঃকরণে উদয় হইতেছে না, তবে জান কি, লেখক ব্রাহ্মণের সন্তান, চিরকাল লুচি মোণ্ডা প্রভৃতি নানা প্রকার গোলাকার দ্রব্য ভোজন করিয়া আসিতেছেন, ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে গোলই উপাদেয়, গোলই সুদৃশ্য ; এই হেতুই, তিনি সুগোল ললাট লিখিয়া থাকিবেন !

লেখক স্থানে স্থানে বারংবার লিখিয়াছেন, "নাসারন্ধ্র কাঁপিতে লাগিল," নাসারন্ধ্র শূন্য স্থান, কি প্রকারে তাহার কাঁপা সম্ভব ; তাহার ভাবার্থ এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই এবং আমার দুর্ভাগ্যক্রমে কোন সুলেখক বা বিচক্ষণ ভাবুক, গোল ললাটের ভাবার্থের ন্যায় নাসারন্ধ্র কাঁপার ভাব সংলগ্ন করিতে সক্ষম হইতেছেন না।

ইহাঁর রচনাতে অনেক স্থানে বিস্তৃতি দোষ ; বিশেষতঃ রূপ বর্ণনায়, ভূরি ভূরি নিরর্থক বাগাড়ম্বর ; পাঠে বিরক্তি বোধ হইতে থাকে ; যেমন হাইকোর্টের অরিজিনেল সাইডের উকীলেরা ফলিও গণনানুসারে, অধিক খরচা পাইবার আশয়ে সামান্য সামান্য মোকদ্দমা সংক্রান্ত এক এক বৃহদাকার বৃফ্ প্রস্তুত করেন, লেখক অবিকল সেই বৃফের ন্যায়, সামান্য প্রস্তাব সকল, প্রশস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। ঐ রূপ লেখাকে আলঙ্কারিকেরা, বিস্তৃতি দোষ বিশিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ঐ লেখক স্থানে স্থানে সর্ব্বদাই রমণীমূর্ত্তিতে বঙ্কিমগ্রীবা শব্দ দিয়াছেন। লড়ায়ে কার্ত্তিকের মত, স্ত্রীলোকের বঙ্কিম গ্রীবা হইলে যেরূপ সুন্দর দেখায়, আপনারা তাহা অনুভব করিয়া লইবেন।

আবার কোন স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য বর্ণন করিতে "মুহুর্মুহুঃ আকুঞ্চন-বিস্ফারণ-প্রবৃত্ত রন্ধ্রযুক্ত সুগঠন নাসা" লেখা হইয়াছে, ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক, পীড়িতাবস্থায় কোন কোন ব্যক্তির নাসা আকুঞ্চন ও বিস্ফারণ হইতে দেখা যায় এবং তৎকালে মুখমণ্ডল কদাকার হয়; আর কেহ কেহ বলেন, কোন কোন জন্তুর ঐরূপ হইয়া থাকে। অতএব বোধ হয়, আকুঞ্চন ও বিস্ফারণ এই দুইটী শব্দ ব্যবহারের নিতান্ত ইচ্ছা হওয়াতে লেখক তাহা কষ্ট শ্রেষ্ঠে এক স্থানে সংলগ্ন করিয়া দিয়াছেন।

"জানালা জ্বলিতেছে", তদর্থে জানালা ভেদ করিয়া আলোক আসিতেছে, বুঝিতে হইবে।

"হাপুস হাপুস করিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করেন", লেখা হইয়াছে। ইহাতে শব্দের অনুকরণ কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

"স্তিমিত প্রদীপে" এই শিরোভূষণের প্রস্তাব পড়িতে পড়িতে চিত্রপট বর্ণনার ঘটা দেখিয়া মনে হয়, যেন আমরা বাল্যকালে বিদ্যালয়ে যাইতে যাইতে এক এক পয়সা দিয়া পটলডাঙ্গার দীঘির ধারে সহর-বিল দেখিতেছি। প্রদর্শক ঘণ্টাবাদন করিয়া আমাদিগকে তাহা দেখাইতেছে। এস্থলে লেখক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাসের আলেখ্য দর্শনের অনুকরণ করিতে গিয়া তদ্বিষয়ে সফল না হইয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছেন।

উল্লিখিত লেখক রমণীমূর্ত্তি অলঙ্কৃতা করিতে গিয়া তাঁহার উরুদেশে মেখলা দিয়াছেন। আমরা নিতম্বে মেখলা সর্ব্বত্র দেখিয়াছি, উরুদেশে কোন রাজ্যে দেখি নাই। শুনিয়াছি, অতঃপর তিনি কর্ণে কণ্ঠহার ও গলদেশে বলয় পরাইয়া আবকারি মহল হইতে সুবর্ণ পদক পারিতোষিক লইবেন।

জগৎসিংহ নামক একজন স্তম্ভিত নায়ক ও তিলোত্তমা নাম্নী একটী

স্তম্ভিতা নায়িকাকে কি কার্য্য সাধনার্থে লেখক তাঁহার পুস্তকে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাদের বিশেষ কার্য্য কিছুই দেখা যায় না। আবার হেমচন্দ্র নামে নায়কের উদ্ধত স্বভাব বর্ণনা করিয়া কি এক কুৎসিত ভাবের উদ্ভাবন করিয়াছেন।

এই লেখকের মতের চমৎকারিতার কথা শ্রবণ করুন।—অপরের মত ন্যায্য বা অন্যায্য হউক, তিনি সেই মতের বিপরীত মতাবলম্বন করিবেনই। কিন্তু যে মত খণ্ডন করেন, তাহার সবিস্তার তিনি বিজ্ঞাত নহেন। তাঁহার ইত্যাকার মতভেদ দেখিলে, আমার এক যবনীর ব্যবস্থা সংগ্রহের কথা স্মরণ হয়।

এক যবনীর অন্ন কুক্কুরে উচ্ছিষ্ট করিয়াছিল। সেই উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করা উচিত, কি অনুচিত, তাহা নিগূঢ় জানিতে, সে তাহার স্বামীকে এক মৌলবীর নিকট পাঠায়। মৌলবী কোরাণের ব্যবস্থা-কাণ্ড দৃষ্টি করিয়া তাহার বিধি অবিধি কিছু পাইল না। যবন আসিয়া তাহার বনিতাকে কহিল,—মৌলবী কুক্কুরের উচ্ছিষ্টান্ন ভক্ষণ পক্ষে কিছুই ব্যবস্থা স্থির করিতে পারিলেন না। তাহাতে যবনী শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতের নিকট উক্ত ব্যবস্থা জানিতে স্বামীকে পাঠাইলে, পণ্ডিত শাস্ত্র দৃষ্টে কহিলেন,—আমাদিগের শাস্ত্রে কুক্কুরের উচ্ছিষ্টান্ন ভক্ষণ নিষিদ্ধ। যবনী পণ্ডিতের ব্যবস্থা স্বামীর নিকট শুনিয়া কহি-লেন,—তবে এস আমরা কুক্কুরের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করি, কেন না, যাহা হিন্দুদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ, তাহা আমাদিগের পক্ষে সিদ্ধ ও অবশ্য কর্ত্তব্য। উক্ত লেখকের সেইরূপ ধারণা। অন্য লেখকের রুচিতে যাহা সুরস, তাহা তিনি নীরস এবং যাহা বিরস তাহা নিতান্ত সুরস বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

উক্ত লেখকের ভাব-সন্দর্ভের বিষয় আর অধিক আন্দোলন করিলে তাঁহার আরও প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইবে। অতএব সংপ্রতি এই পর্য্যন্ত

রহিল, কেবল তাঁহার পুস্তক বিক্রেতার প্রেরিত এই বিজ্ঞাপনটী পশ্চাতে প্রকাশ আবশ্যক।——

বিজ্ঞাপন।

যত টন পরিমাণ নিরর্থক সন্দর্ভের প্রয়োজন হয়, তাহা নভেল্ লেখকের লেখাতে প্রাপ্ত হইবে। যদ্যপি ইহা কাহারও সিপমেণ্ট করিবার ইচ্ছা হয়, তবে তিনি জাহাজের ফ্রেট নিযুক্ত করিয়া তৌলদার, বস্তাবন্দ মার্কওয়ালা, ওজন সরকার ও গাধাবোট, চুঁচড়ার পরপারে বঙ্গদর্শনের কার্য্যালয়ে পাঠাইবেন। Terms cash on delivery.

আর এক জন পটলডাঙ্গার শিক্ষক উপর্য্যুপরি চারি খান অসার, নীরস, কর্ণোৎপীড়ক নাটক রচনা করিয়াছেন। কোন ভাবজ্ঞ ব্যক্তিকে ঐ সমস্ত দেখাইলে উহা লোকসমাজে প্রকাশ করিতে তিনি অবশ্যই নিষেধ করিতেন এবং তাহা হইলে কলিকাতায় অত বাসার অপ্রতুল বা কাহার আশ্রমপীড়া হইত না। যেহেতু উক্ত পুস্তক চতুষ্টয় নিষ্কর্ম্মা মহাশয়েরা নগরের যে যে পল্লীতে পাঠ করেন, সেই সেই স্থানে ভদ্র-লোকেরা বাস করিয়া তিষ্ঠিতে পারেন না। যেহেতু কাষ্ঠবিদারণের শব্দ, ময়দা পেষার ঘর্ঘরাণি, কাংসকারের কার্য্যালয়ের ঠন্‌ঠনানি অপেক্ষা উক্ত নাটকচতুষ্টয়ের ভাবশূন্য,—নীরস শব্দাবলী পাঠ, শত সহস্রগুণে অসহনীয়। "বাছারে আমার" "পলো" "ও হু" "করওনা" ইত্যাদি অভিনব গ্রাম্যভাষা মহামহিম লেখকের, ভাব-ভাণ্ডারের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে।

• কোন লেখক এক খান স্বাস্থ্যরক্ষা পুস্তক বহুবায়াসে বিবিধ ইংরাজী পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহার স্থূলে ভুল এই যে, বাঙ্গালা বৈদ্য শাস্ত্র হইতে তাহার কোন অংশ সঙ্কলন করা হয় নাই। বৈদ্যশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত হইলে তাহা ভারতীয় লোকের দেহ রক্ষার

সম্যক্ উপযোগী হইত, উষ্ণপ্রধান দেশে কি কি নিয়মে দেহ রক্ষা হয় তাহা না জানাতে সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই লিখিতে পারেন নাই। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া দুই একটা দেশীয় দ্রব্যের গুণ দোষ আরোপ করিয়া লিখিয়াছেন। ফলতঃ স্বাস্থ্য-রক্ষা লেখার যোগ্য পাত্র কবিরাজ ও ডাক্তর, কিন্তু কালের কুটিল গতিতে লেখকদিগের মনে কি সর্ব্বজ্ঞতা জন্মিয়াছে; তাঁহারা সকলেই সকল বিষয় লিখিবার যোগ্য মনে করিয়া অনধিকার কার্য্যে হস্ত প্রসারণ করেন।

উজীর পুত্র নামে তিন খণ্ড বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকের দুই এক স্থান পড়িতে পড়িতে উহাতে সামান্য ভাব ও ইতর শব্দের শ্রেণী দেখিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিতে আমার প্রবৃত্তি জন্মে নাই। বিশেষতঃ এক জন নিষ্কর্ম্মা অথচ সারগ্রাহী ব্যক্তি আমাকে বলেন, আমি উহা পাঠ করিয়াছি কিন্তু আপনার সময় সঙ্কিপ্ত, উক্তরূপ গ্রন্থ আপনার পাঠ্য নহে। উহাতে যাহা আছে তাহা আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনাকে জ্ঞাত করিতেছি। "মনে করুন যখন আপনার বয়ঃক্রম সাতবৎসর, মাতামহী শিয়রে বসিয়াছেন, কর্ণমূলে অল্প অল্প করাঘাত করিতেছেন, যাদু ঘুমাও বলিতেছেন ও প্রাচীন স্ত্রীলোকের ভাষায় নানা উপকথা কহিতেছেন; মনোনিবেশ করিয়া আপনি তাহা শুনিতেছেন, সেইরূপ প্রাচীন-স্ত্রীভাষাসম্বলিত, অকিঞ্চিৎকর-ভাবপূর্ণ এই উজীরপুত্রের উপকথা।"

ভূরি ভূরি অযৌক্তিকভাব ও নীচ উদাহরণপুঞ্জে পরিপূর্ণ—রাজবালা নামক একখানি পুস্তক পাঠ করা হইয়াছে। উহার লেখককে অভিনব গদ্যস্তম্ভ বলা যাইতে পারে। উহাঁর নিকট সংপ্রতি আর কিছু উৎকৃষ্টরূপ লেখার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু তিনি পরেই বা কি উদ্গীরণ করেন তাহা তাঁহার চর্ব্বিত চর্ব্বণকালে কোন না কোন সময়ে কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইবে।

হায় কি বলিব ! ইতরভাষা লেখকদিগের দৃষ্টান্তানুসারে এমন কি, কোন কোন কৃতী সন্তান পিতা মাতাকে পর্য্যন্ত যৎকুৎসিত অশ্লীল গ্রন্থ সকল উৎসর্গ করিতেছেন। সময়াভাবে অতি সামান্য রূপে অত্যল্প লেখকের লেখার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। সময়ান্তরে আধুনিক বিজাতীয় গদ্য পদ্য লেখকগণের লেখায় তদাদি তদন্ত গোচর করিলে মহাশয় প্রবলতর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না।

প্রিন্সের উক্তি।—বঙ্গভূমিতে যথাশ্রুত ইতর বিকলাঙ্গ অনর্থক ভাব ও ভাষা প্রবল হইবার ইতিবৃত্তান্ত আপনারা অবগত নহেন। সুতরাং যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইতে পারেন। অতএব আমি তাহা আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি শ্রবণ করুন।

এই উদ্যানের অনতিদূরে বাগ্‌দেবী সরস্বতীর নিবাসের উপবন; কিয়ৎকাল অতীত হইল, একদিন দিবসাবসানে ঐ উপবন হইতে মহাপ্রলয় কালের ন্যায় বিজাতীয় কোলাহল আসিয়া আমার কর্ণবিবর উৎখাত করিতে লাগিল। আমি ক্রমে ক্রমে সরস্বতীদেবীর আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলাম, তাঁহার সম্মুখে অসংখ্য নীচ বিকলাঙ্গ বঙ্গভাষার শব্দবৃন্দ, কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রেণীবন্ধন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান আছে এবং সকলে কহিতেছে,—মাতঃ ! সাধু কিম্বা নীচভাষার শব্দ সকলই আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা সকলই আপনার সন্তান, সকলই সমান স্নেহাস্পদ, সকলের সমান অধিকার হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদিগের তপস্যার কি বিড়ম্বনা ! যে হেতু অনাদি কাল হইতেই আমরা নীচজাতির আশ্রয়ে দিনপাত করিতেছি; ভদ্র সমাজে আমাদিগের কোন স্বত্বাধিকার নাই; সেই দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অদ্য মাতৃ-সদনে আসিয়াছি, এবার সাধুসমাজে অধিকার না দেওয়াইলে, আমরা আপনার শ্রীচরণ-প্রান্তে অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিব।

বাগ্‌দেবী তাহাদিগের ক্ষোভে তাপিত হইয়া আদেশ করিলেন,—

তোমারা বঙ্গদেশে গমন কর,—অধুনা তথায় ভদ্রসমাজে অধিকার পাইবে।

দেবী এইরূপ আদেশ করিয়া আমার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন; কোলাহল নিরস্ত হইল। পরে শুনিলাম, তাহারা সরস্বতীর আদেশানুসারে ভদ্রসমাজের গ্রন্থে স্থান পাইবার অভিলাষে স্বর্গ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকাগারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জানাইল,—মাতা সরস্বতী আপনার পুস্তকে আমাদিগের স্থান প্রাপ্তির জন্য পাঠাইলেন; আমরা ইতর ভাষা, কিন্তু তাঁহার সন্তান বলিয়া, সাধু ভাষার ন্যায় আমাদিগের সর্ব্বত্র স্বত্বাধিকার সমান আছে।

ঐ সমস্ত শব্দদিগের ইত্যাকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় সহাস্যে কহিলেন,—আমার পুস্তকে তোমাদিগের স্বত্বাধিকার নাই। তোমরা সরস্বতীর বংশোদ্ভব বটে, কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত নামক পুত্রের সন্তান নহ; সংস্কৃত হইতে যে সকল সাধু শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা সংস্কৃতের ঔরস পুত্র;—তাহারই আমার পুস্তকে স্থান পায়। তোমরা সংস্কৃতের ব্যভিচার দোষে উৎপন্ন হইয়াছ, এ কারণ এখানে স্থান পাইবে না। তবে যে দুই একটী ইতর শব্দকে আমার এস্থানে দেখিতে পাইতেছ, ইহারা কেবল সাধু শব্দদিগের বহন কার্য্যে নিযুক্ত আছে। দেবীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি সমস্ত নিবেদন করিব। তোমারা অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।

অনন্তর দ্বারবান্ বলিয়া ডাকিতেই, ইতর শব্দেরা ভগ্নাশ্বাসে প্রস্থান করিয়া তত্ত্ববোধিনী সভায় গমন করিল এবং তত্ত্বৰোধিনী পত্রিকায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। তদ্দৃষ্টে অযোধ্যানাথ পাকড়াসী সরোষে তাহাদিগকে তিরস্কার করিলে তথা হইতে বিমুখ হইয়া তাহারা কোর্ট

অক্ষ ওয়ার্ডসের রাজেন্দ্র বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনিও বিদায় দিলেন। তথা হইতে বিনির্গত হওত, তাহারা কালীপ্রসন্ন সিংহের পুরাণসংগ্রহ পুস্তকালয়ে উপস্থিত হইয়া মহাভারতে প্রবেশার্থে প্রস্তাব করিল। উক্ত প্রস্তাবে সিংহ সিংহের প্রতাপ ধারণ পূর্ব্বক গভীরগর্জ্জনে কলিকাতানগর কম্পিত করিয়া কহিলেন,—কি প্রশ্রয়! তোমারা পুরাণ-সংগ্রহে স্থান পাইতে আসিয়াছ? এবং সরস্বতী তোমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, বলিতেছ? আমি তোমাদিগের সরস্বতীর সহিত কোন সম্বন্ধ রাখি না; তাঁহাকে ভয় কি? আমার চাতুরী তোমরা কি জানিবে? আমি কম পাত্র নহি! জান না এখনই তোমাদিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়া বিদায় দিব। অন্তে পরে কা-কথা! ঐ দেখ ভট্টাচার্য্য-দিগের অসংখ্য শিরঃশিখা-শ্রেণীতে আমার গৃহের প্রাচীর সুসজ্জিত হইয়াছে। "শিখাই-ত-বটে-হে!" এই বলিয়া ইতর শব্দেরা ভয়াকুল হইয়া পলায়নের উপক্রম করিতেছে, তবু সিংহের ইঙ্গিতে হেমচন্দ্র, কৃষ্ণধন, অভয়াচরণ প্রভৃতি ভট্টাচার্য্যগণ স-ক্রোধে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা ইতর শব্দদিগকে পুস্তকালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

অনন্তর কিছুকাল পরে অসাধু শব্দেরা আর একটী স্থান পরীক্ষা করিতে মির্জ্জাপুরাভিমুখে বাল্মীকি যন্ত্রের সন্নিকটে উপনীত হইল, যন্ত্রা-লয়ে সহসা সকলের প্রবেশ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ করিল না, যে হেতু সর্ব্বত্র তাহারা হতাদর হইয়াছিল। কেবল একটীমাত্র ইতর শব্দ, সে স্থানের অধ্যক্ষ,—কে, দেখিতে অগ্রসর হইয়া, যন্ত্রালয়ের বাতায়নের একদেশ দিয়া হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে দেখিতে পাইয়া উর্দ্ধ-শ্বাসে দ্রুত পদচালনে, প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, ভাইসকল! প্রস্থান কর; প্রস্থান কর; আর কাজ নাই, এস্থানে ক্ষণেক অবস্থান করাও দুঃসাহসের কার্য্য; কারণ এখানে সেই স্থূলাঙ্গ যমসম পুরুষ আছেন,

যাঁহার বিশেষ আক্রোশে আমরা কালীপ্রসন্ন সিংহের গ্রন্থে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

অনন্তর সকলে পলায়ন পরায়ণ হইয়া পুনশ্চ সরস্বতী দেবীর নিকটে গমন করিতে হইবে স্থির করিল, কিন্তু সংপ্রতি কেহ কেহ বেলিয়াঘাটায়, কেহ কেহ নারিকেলডাঙ্গায়, কেহ কেহ পর্‌মিট্‌ ঘাটে, নিজ নিজ পুরাতন বাসায় গমন করিল।

মর্ত্ত্যলোকে বিকলাঙ্গ অসাধু শব্দদিগের ঈদৃশ অপমান ঘটিয়াছে, অন্তর্যামিনী বাগ্‌দেবী জানিতে পারিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব ও বঙ্গদর্শনসম্পাদক, নাটক রচয়িতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পুস্তক লেখক, গবর্ণমেণ্ট অনুবাদক, জেলা আদালতের উকীল ও আম্‌লাগণকে প্রত্যাদেশ করিলেন যে,—"আমি বিকলাঙ্গ ইতর শব্দগণকে তোমাদিগের সন্নিধানে প্রেরণ করিব, ইহাদিগকে হতাদর না করিয়া, তোমাদিগের বর্ণনাতে সাদরে স্থান দান করিবে; তাহাতে তোমাদিগের অশেষ মঙ্গল হইবে। যে কোন লেখক ইতর বিকলাঙ্গ শব্দকে হতাদর করিবেন, আমি তাহাদিগের মুখে রক্ত তুলিয়া যমালয়ে পাঠাইব।"

পূর্ব্বে সরস্বতীকে অবহেলা করিয়াছিলেন সেই হেতু তাঁহার প্রত্যাদেশে ভীত হইয়া সিংহমহাশয় হুতুম্‌ লিখিয়া ইতর শব্দের যথেষ্ট সমাদর করিলে, বাগ্‌দেবী তাঁহার প্রতি কিছুদিনের জন্য অক্রোধ হইলেন, এবং উল্লিখিত প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই ঐ শব্দদিগকে তদবধি যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাদিগের রচনামধ্যে স্থানদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইতর শব্দকে হতাদর ও সরস্বতীর আদেশ উল্লঙ্ঘন করা অপরাধে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র চিররোগী হইলেন। পাক্‌ড়াসী মহাশয় এককালে কালকবলে নিপতিত হইলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত শিরোরোগগ্রস্ত ও নিতান্ত অব্যবহার্য্য হইয়া বালীর উদ্যানে বৃক্ষসেবায় নিযুক্ত রহিলেন। এ সকল সাংঘাতিক

ঘটনা দেখিয়া আর কি কাহারও সাধুশব্দ লিখিতে সাহস জন্মায়। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বভাবসিদ্ধ নির্ভীকতা; তিনি পীড়িতাবস্থাতেও মধ্যে মধ্যে সাধু শব্দের পুস্তক লিখিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্রভৃতি দুই একজন অদ্যাবধিও সাধুভাষা লিখিতেছেন, ইহাঁদিগের অদৃষ্টে উত্তরকালে, যে, কি অশুভ ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা না জানিয়া ভয়ে তদীয় স্বজনগণের হৃৎকম্প হইতেছে।

যে কারণে সংপ্রতি বঙ্গে ইতর ভাষা লেখা হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ উক্ত হইল। অপর কারণ, শ্রোতা ও পাঠকের রুচি অনুসারে সঙ্গীত ও রচনাকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। যখন আমি নরজাতি ছিলাম কলিকাতার নিকটস্থ পল্লীতে পর্ব্বোপলক্ষে যাত্রা উৎসব দেখিতে সর্ব্বদাই আমার নিমন্ত্রণ হইত; তাহাতে অনেক স্থানীয় ভূস্বামী-ভবনে আমার গমনাগমন হইয়াছিল। আমি একবার কোন জমিদারের বাটীতে পর্ব্বোপলক্ষে রজনীযোগে যাইয়া দেখিলাম একজন বিখ্যাত যাত্রার অধিকারী (পরমানন্দ কি বদন যে হউক অনেক দিনের কথা বিশেষ স্মরণ হয় না) সুললিত সুরসংযুক্ত যাত্রাঙ্গ গান করিতেছে, সহস্রাতিরেক ভদ্রলোক চিত্তার্পণ করিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন। সেই ভদ্র মণ্ডলীর পশ্চাদ্ভাগে ঐ জমীদারের প্রায় দুই সহস্র কৃষক প্রজা বসিয়াছিল। তাহারা যাত্রাঙ্গগীতে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া সকলে রৈ রৈ শব্দে সং, সং, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং বদ্ধাঞ্জলিপুটে আসিয়া জমিদারকে জানাইল "ধর্ম্মঅবতার! আমরা পার্ব্বণী দিবার সময়ে ত মহাশয়কে বিশেষ করিয়া জানাইয়া ছিলাম যে আমরা তাহা দিতে যথেষ্ট ইচ্ছুক; কিন্তু আমরা যেন এই পরবে সংদার যাত্রা শুনিতে পাই। তাহা কোথায়?" প্রজারা নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছে দেখিয়া জমিদার যাত্রার

অধিকারীকে অগত্যা সং নামাইতে আদেশ করিলেন; অধিকারী সংএর উপর সং তাহার উপর সং আনিতে আরম্ভ করিল। চাষীরা অধিক পরিমাণে পেলা দিতে লাগিল, আমরা সকলে বিদায় হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলাম। তদ্রূপ বাঙ্গালা পুস্তক পাঠকেরা অধিকাংশ এক্ষণে আর উৎকৃষ্ট শব্দ বা বৃত্তান্ত ঘটিত পুস্তক চাহেন না। তাঁহারা উক্ত কৃষক প্রজার মত সং-দার পুস্তকের গ্রাহক, তজ্জন্য সং-দাতা গ্রন্থকার দীনবন্ধু মিত্র অনেক সং দিয়াছেন; বাঙ্গালা নাটক রচয়িতারা অনেক সং দিতেছেন। বঙ্গদর্শন-সম্পাদক সংএর উপর সং তাহার উপর সং দিতেছেন, এবং এক্ষণে চুঁচুড়ার সং নিবৃত্তি পাইয়া চুঁচুড়ার সমসূত্র পর-পারে বঙ্গদর্শনে নানা প্রকার সং বাহির হইতেছে। বাস্তবিক ঐ অঞ্চলটাই সংএর আড়ং; আর সংপ্রিয় পাঠকেরা, সংদার লেখকের যথেষ্ট উৎসাহ-বর্দ্ধন করিতেছেন। উক্ত পাঠকেরা যেমন তেমন সংপ্রিয় নহেন; তাঁহারা ক্রমাগত সাজঘরের দিকে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় হাঁ করিয়া চাহিয়া আছেন; কতক্ষণে সং বাহির হইয়া ধেই ধেই নৃত্য ও তষ্টিরামের মত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করে। অতএব আপনারা বিরক্ত হইবেন না।

চন্দ্রমোহন—ইতর শব্দ লেখকই হউন অথবা সংদার লেখকই হউন, উহাঁদিগের লেখার মর্ম্মার্থ অত অকিঞ্চিৎকর ও কল্পনা শক্তি অত স্বভাববিরুদ্ধ কেন?

প্রিন্স—সে উহাঁদিগের মস্তকের দোষ।

চন্দ্র—উহাঁরা অত্যুৎকৃষ্ট বিজ্ঞ মনোরঞ্জক উত্তররামচরিতের অনুবাদ সমালোচনায়, অসদৃশ নিন্দাবাদ করিয়াছেন।

প্রিন্স—তাহা করিতে পারেন। তাঁহাদিগের বীভৎস রুচিতে ঐ পুস্তক ভাল লাগে নাই, জানেন ত বিক্রমপুরবাসী বীভৎসরুচি

বাঙ্গালেরা কলিকাতার উৎকৃষ্ট উপাদেয় সন্দেশ ভক্ষণ করত মিষ্ট কম বলিয়া নিন্দাবাদ ও ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক পরে অধিক পরিমাণে চিনি মিশ্রিত করিয়া তাহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন, অতএব আপনারা বীভৎসরুচির দৃষ্টান্ত দেখিয়াও উত্তররামচরিতের অনুবাদাদির সমালোচনার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই ?—

চন্দ্র—এক্ষণে অযোগ্য লেখকের নাটক নবেলস্বরূপ জাঙ্গলিক লতাবল্লী, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অতি যত্নের সুরস সাধুভাষার বৃক্ষটীকে জড়ীভূত করিতেছে, আবার তদুপরি বিষবৃক্ষাদি নিজ নিজ শাখা প্রসারণ করিতে আসিতেছে, অতএব সাধুভাষা বৃক্ষের সজীব থাকিবার সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, দেবেন্দ্র বাবু ও রাজনারায়ণ বাবু প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মা হইতে বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, পরে তাহা বিশেষ নিবেদন করিব।

জষ্টিশ দ্বারকানাথ মিত্র।—যে সকল লেখকের কথা উল্লেখ হইল এই মহাপুরুষেরা বঙ্গভাষা ও ভাব সমুদায়কে (মর্ডর) হত্যা করিতেছেন ইহার প্রমাণ পক্ষে সংশয় থাকিল না। অতএব আমার বিচারে ইহাঁদিগের কাগজ, কলম বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া যাবজ্জীবনের নিমিত্ত ইহাঁদিগকে পোর্ট ব্লেয়ারে পাঠান হয়।

ইংরাজী শিক্ষিত।

জষ্টিশ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের আত্মার উক্তি।—ইংরাজীশিক্ষিত নব্যমহাশয়েরা, প্রায় সকলেই সম্বর্দ্ধনাবিমুখ; সম্বর্দ্ধনা কিম্বা অভ্যর্থনা করা ইহাঁদিগের পক্ষে দুষ্কর ব্যাপার! কেহ কেহ তাহা লজ্জাকর বিবেচনা করেন। ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রে সকলেই প্রাচীন

মহাশয়গণকে সবিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবারা, সম্মান করা দূরে থাকুক, সংপ্রতি মহাপ্রামাণিক প্রাচীনদিগকে যথাশ্রুতরূপে আসুন বসুনও বলেন না; বরঞ্চ তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধা করেন। কাহারও গাত্রে চরণস্পর্শ হইলে দেশীয় রীত্যনুসারে তাঁহারা নমস্কার করেন না, কি ইংরাজী রীত্যনুসারে বেগ ইউয়র পার্ডন্‌ও বলেন না।

ইহাঁরা সাংসারিক কার্য্য সম্বন্ধে অতিশয় হাম্‌বুজ অর্থাৎ আত্মবুজ; তাহার অণুমাত্র না বুঝিলেও তৎসম্বন্ধে কাহারও সহিত পরামর্শ বা মন্ত্রণা করা তাঁহাদিগের প্রথা নহে।

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" যে তত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ বোধ করাও দীর্ঘকাল সাপেক্ষ, যুবারা স্কুলে ধর্ম্মের অণুমাত্র উপদেশ না পাইয়া তথা হইতে বিনির্গত হইবার দুই চারি দিবস পরে, নিমেষের মধ্যে দৈববিদ্যাবলে ধর্ম্মতত্ত্বের নির্ণয় করিয়া ফেলেন। কোন শাস্ত্র কিম্বা কাহার উপদেশ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের নিগূঢ় নিরূপণ করেন না।

স্থূলতঃ তাঁহারা প্রায় কোন বিষয় নিগূঢ়রূপ অনুধাবন করিতে সক্ষম নহেন। বয়োধর্ম্মে রাগ দ্বেষ সম্বরণ করিতে না পারায়, তাঁহারা উৎকৃষ্ট জ্ঞানাপন্ন হইলেও সে জ্ঞান কোন কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারেন না।

ইংরাজী শিক্ষিতমাত্রেই ইংরাজী পরিচ্ছদ প্রিয়; কিন্তু সে পরিচ্ছদ কুৎসিত ও অস্বাস্থ্যকর; কুৎসিত তাহা বিচক্ষণ ইংরাজেরা আপনারাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উহার সৌন্দর্য্য ও অসৌন্দর্য্য লইয়া একদা সংবাদ পত্রে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল অবশেষে শ্রীরামপুর হইতে ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া লেখেন যে ইংরাজী পরিচ্ছদ কেবল শীতপ্রধানদেশে বসতি বলিয়া ইংরাজদিগকে ব্যবহার করিতে হয়; দৃশ্য

সৌন্দর্য্যের জন্য তাহা ব্যবহার করা হয় না। তিনি দৃষ্টান্ত দেখান যে, ইংরাজী পরিচ্ছদ দৃশ্যে কদর্য্য ও অবিনীত ভাব বিশিষ্ট, সেই হেতু যে যে স্থলে মহৎ ইংরাজের প্রতিমূর্ত্তি আছে, সেই প্রতিমূর্ত্তির পরিচ্ছদ একটা (ড্রেপরি) আবরণদ্বারা আচ্ছাদিত করা থাকে।

কৃষ্ণনগর কালেজের লব্ সাহেব বলেন,—ইংরাজদিগের পরিচ্ছদ বিশ্রী; তাহার পরিবর্ত্তে অন্যরূপ পরিচ্ছদের সৃষ্টি হয়, ইহা লইয়া বিলাতে মধ্যে মধ্যে আন্দোলন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশীয় লোকে সেই পরিচ্ছদের এত প্রিয় কেন?

নব্য ও প্রাচীন ইংরাজী শিক্ষিতদিগের তৈলমর্দ্দনে, বাল্যবিবাহে, জাতিভেদে দ্বেষ; ইহাঁরা পার্থক্য ভাবের অনুরাগী; ইহাঁদিগের জ্যেষ্ঠাধিকার ধর্ম্মান্তর অবলম্বন, শাস্ত্রে অমর্য্যাদা, শবদাহে অনিচ্ছা, বৈদ্যক চিকিৎসায় অননুরাগ প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ সমস্তই ইংরাজী ভাব।

স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা অর্পণ করণার্থে ইহাঁদিগের দুর্দ্দমনীয় আগ্রহ, ইহাঁরা প্রায় ইংরাজি শিক্ষিত ভিন্ন সকলকেই নির্ব্বোধ মনে করেন। কিন্তু স্বাভাবিক জ্ঞানবিশিষ্ট লোকের বুদ্ধি ব্যুৎপত্তির নিকট কেবলমাত্র ইংরাজী পাঠার্জ্জিত জ্ঞান পরাভূত হয়।

তাঁহাদিগের আবার কতিপয় বিশেষ বিশেষ পুস্তক পাঠ করার অহঙ্কার প্রচুরতর। ভাবেননা মিল্টন দ্বিতীয় আর একখানি মিল্টন, বেকন দ্বিতীয় আর একখানি বেকন, সেক্সপিয়র দ্বিতীয় আর একখানি সেক্সপিয়র পুস্তক পাঠ করেন নাই; অথচ তাঁহারা উৎকৃষ্ট পণ্ডিত হইয়াছিলেন। অনাদিকাল হইতে বহুদর্শন ও স্বাভাবিক বুদ্ধি সংস্কারে বিশাল পৃথিবী-পত্রিকা আলোচনায় অনেক লোক প্রামাণিক হইয়াছেন। সেইরূপ এক্ষণে বহুতর প্রামাণিক লোক, দাম্ভিক ইংরাজীশিক্ষিতদিগের অপেক্ষা এই বঙ্গভূমিতে বিরাজমান আছেন।

জানি না তবে কেন কেবল ইংরাজি গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহাঁরা স্ফীত হইয়া উঠেন। ইংরাজী পুস্তকের সংখ্যা বহু, কেবল এক কথা এক ঘটনা পুনঃ পুনঃ লেখা। তাহাতে এত অব্যবহার্য্য বিষয়ের বর্ণনা আছে যে, সে সকল বিশেষ জ্ঞানোৎপাদন করিতে পারে না ও কাল কল্পে কোন কার্য্যে আইসে না, সেই নিস্ফল পুস্তক বহু ইংরাজীশিক্ষিত অনন্যচিত্ত হইয়া পাঠ করিয়া কালক্ষয় করেন, তদর্থে আমরা তাঁহাদিগকে নিষ্কাম পাঠক বলি, কেন না কোন ফলের আশা থাকিলে তাঁহারা ঐ রূপ পুস্তকপাঠে নিমগ্ন হইতেন না।

এই মহাপুরুষেরা জানিলে অথবা পারিলেও সুদৃশ্য হস্তাক্ষর লেখেন না।

ইংরাজী শিক্ষিতেরা আপনার পিতামহ ও মাতামহের নাম হঠাৎ বলিতে পারেন না। কিন্তু বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিনের সাত পুরুষের নাম চক্ষের নিমেষে উচ্চারণ করেন। ইংরাজীপুস্তক ও সমাচার পত্র স্তূপাকার পাঠ করিতে অরুচি জন্মে না, কিন্তু দুই চারি পংক্তি বাঙ্গালা পড়িতে মুখমণ্ডল বিকৃত ও সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হয়। কেহ কেহ এতদূর নির্লজ্জ "আমি বাঙ্গালা জানি না, তন্নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই" বলিয়া আপনার গৌরব করেন। ইহাঁদিগের নাম লার্নেড, এডুকেটেড—বিদ্বান্; বিদ্বান্ শব্দ বিদধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কেহ অনেক বিষয় বিদিত না হইলে তাহাকে বিদ্বান্ বলা যায় না। কিন্তু এক্ষণে বিদ্বান্ শব্দের এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে যে, ঐ শব্দটী প্রায় সকল ইংরাজীশিক্ষিতের নামের পূর্ব্বে অনায়াসে স্থান লাভ করে।

উক্ত বিদ্বানেরা অনেক অব্যবহার্য্য বিষয় জ্ঞাত আছেন; ব্যবহার্য্য বিষয় যৎসামান্য; এমন কি সামান্য বেতনভুক কর্ম্মচারী ও আতপ-তণ্ডুলভোগী সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহাদিগের

অপেক্ষা অধিক ব্যবহার্য্য ও জ্ঞানগর্ভ বৃত্তান্ত অবগত আছেন। ইংরাজীশিক্ষিতেরা, বিবিধ বিশেষ বিষয়ে অপটু, দেশভাষা ও সংস্কৃত জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ পরিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা আবার আপনাদিগকে বিদ্বান্ বলাইতে চাহেন। তাঁহারা কেবলমাত্র ইংরাজী-জানার গুণ গৌরবে উন্মত্ত হইয়া আপনাদিগকে বহুজ্ঞ বলিয়া ভাণ করেন।

আমরা তাঁহাদিগকে একদেশচর্ম্মাবৃত বৈরাগীর খঞ্জনী বলি; খঞ্জনীতে যেমন নাম সঙ্কীর্ত্তন ভিন্ন অন্যরূপ খেয়াল ধ্রুপদ বা প্রকৃত তান-লয় বিশুদ্ধ কোন সঙ্গীতের সঙ্গত হয় না, তাদৃশ কেবল ইংরাজী শিক্ষিত বঙ্গবাসীর দ্বারা কোন যৎসামান্য কার্য্য ভিন্ন অন্য কিছু সম্পন্ন হইতে পারে না।

এই খঞ্জনী ভায়াদিগের পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয় বন্ধু স্বদেশী প্রতিবাসী প্রভৃতি সকলেই গুণগরিমা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগের প্রশ্রয় বৃদ্ধি করেন।

অনেকানেক ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তি ইংরাজী ব্যতীত দ্বিতীয় আর কোন ভাষার মর্ম্মার্থ বিদিত নহেন।

এই বিশাল পৃথ্বীপত্রে কি লেখা আছে, তাঁহাদিগের তাহা দেখা কি দেখার যত্ন হয় না। তাঁহাদিগের ধারণা আছে, ইংরাজীতে যাহা নাই তাহা অসার, ইংরাজীতে যাহা আছে তাহাই সার; সেই সার জানিয়া ইংরাজীশিক্ষিতেরা আপনাদিগকে সারদর্শী বিবেচনা করিয়া স্ফীত হইতে থাকেন।

ইংরাজেরা তোপে নানা দেশ অধিকার এবং কলবলে শকট ও তরণী চালনা করিতেছে বলিয়া যে তাঁহাদিগের ভাষার সকল পুস্তক সর্ব্বরাজ্যের ভাষা অপেক্ষা জ্ঞানগর্ভ ভাবে পরিপূরিত হইবেই হইবে, এমন প্রত্যয় করা বুদ্ধিমান লোকের কার্য্য নহে; যেহেতু সেই ইংরাজীর অনেক পুস্তক, দাম্ভিক গ্রন্থকারের অযৌক্তিক মীমাংসায়

পরিপূর্ণ ; তৎসমুদয় কু-যুক্তি হিল্লোলের বেগে কেবল ইংরাজীশিক্ষিতের বুদ্ধি বিবেচনা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে। এত লোকের এত গ্রন্থ, এত লোকে খণ্ডন করিয়াছে যে কাহারও সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া হৃদয়ে স্থান দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ সেই পরদেশীয় ইংরাজী ভাষা যে বঙ্গবাসী যতই অনুধাবন করুন বা শুদ্ধ রূপে লিখুন, তাহা প্রায় সর্ব্বাংশে ভ্রম বর্জ্জিত হয় না। অতএব বাঙ্গালিরা তাদৃশ অনায়ত্ত ভাষাকে উপলক্ষ করিয়া বৃথা আপনাদিগের গুণগৌরব প্রকাশ করেন। তাই যাহা হউক; ছাই ভস্ম সত্যং বা মিথ্যা বা কতকগুলিন শিক্ষা করিয়া রাখুন, তাহা প্রায় ঘটে না, অনেকে পাঠান্তে যেমন উচ্চতর ইংরাজী-বিদ্যালয় হইতে বিনির্গত হয়েন, অমনি তাঁহাদিগের পঠিত গ্রন্থ সকল সেল্‌ফের আশ্রয় লয়, আর বহির্গত হয় না।

এই মহাত্মারা পল্লীগ্রামের বাঙ্গালা দপ্তরখানায়, নিষ্কর্ম্মামণ্ডলীতে, প্রত্যাশাধীনদিগের নিকট এবং শ্বশুরালয়ের অন্তঃপুরে মহামহোপাধ্যায় ক্লেবর লার্নেড নামে বিখ্যাত; কিন্তু ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধির আয়তন বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার পক্ষে ইংরাজী শিক্ষিতেরা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়েন। আর এক রহস্যকর ব্যাপার এই যে, দশ বৎসরের কনিষ্ঠকেও ইহাঁরা সমবয়স্কশ্রেণীভুক্ত করিতে যত্ন করেন; কিন্তু পাঁচ সাত বৎসরের জ্যেষ্ঠকে অসমকালিক সে কেলে পুরাতন লোক ইত্যাদি বলেন; কলুটোলার লোক পটলডাঙ্গাবাসীদিগকে পূর্ব্বদেশীয় বাঙ্গাল বলিলে যেমন শুনায় ইহাও সেইরূপ।

কেহ কেহ বোধ করেন, বঙ্গভূমির ক্রমশঃ জীর্ণাবস্থা উপস্থিত হইতেছে; তন্নিবন্ধন তথায় ক্রমশঃ হীনবুদ্ধি ও হীনবীর্য্য লোক জন্মিতেছে, কেন না আধুনিক প্রাচীনেরা পিতৃপুরুষ অপেক্ষা হীনবীর্য্য ও হীনবুদ্ধি; আবার সেই আধুনিক প্রাচীনদিগের অপেক্ষা তৎ সন্তানেরা

আরও হীনবুদ্ধি ও নির্বীর্য্য, অতএব পূর্ব্বে অত্যল্পবয়স্ক মনুষ্যের যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এক্ষণে অনেক সুশিক্ষিত সাত সন্তানের পিতা, তাহার শতাংশের একাংশ বুদ্ধি ধারণ করেন না। উক্ত সিদ্ধান্তটীকে আমরা প্রত্যয় করি না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে প্রত্যয় করিবার যথেষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাই।

ইংরাজি শিক্ষিতদিগের উকীলপদ লাভের জন্য মনের বিষম বেগ; কিন্তু আধুনিক উকীলদিগের মধ্যে অনেকের যোগ্যতা ও উপার্জ্জন এত সামান্য যে, তদ্বারা তাঁহাদিগের বাহ্য আড়ম্বরের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। অধিক কি, তাঁহাদিগের অন্নকষ্ট বলিলেও দোষ হয় না। এই অবস্থায় আবার তাঁহারা অনেকে "আমরা উকীল" এই গরিমায় ব্রহ্মাণ্ডকে পোস্তদানার অপেক্ষা ক্ষুদ্রবোধ করেন; তাঁহারা আপনাদিগের অপেক্ষা সকল প্রকার পদস্থ লোককে হীনাবস্থ বিবেচনা করেন এবং কেহ কেহ স্পষ্টাক্ষরে বলেন,—"We are above the ordinary class of people" কিন্তু অন্য কোন ব্যবসায়ীদিগকে তাঁহাদিগের অপেক্ষা বিপন্ন দেখিতে পাই না। তাঁহারা কত উচ্চতর তাহার আলোচনা করিতে গিয়া একবার চীনেবাজারের দোকানদারদিগের অবস্থা স্মরণপথে আনিলাম, তাহাতে দেখিতে পাইলাম, কাটা কাপড় ও কাক বোতলের দোকানদার, বেণে বকালি সকলেই তাঁহাদিগের অপেক্ষা সম্পন্ন লোক ও অধিক উপার্জ্জন করে। সওদাগরি আফিসের ওজনসরকারী বাক্সে, অথবা দোকানদারদিগের কাঁটাবাক্সে যাহা জমা থাকে, অনেক উকীলের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিলেও তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাঁরা ফিটফাট থাকিবার জন্য গাড়োয়ান ও ধোপা নাপিতকে আহার দিয়া থাকেন; তাহারাই ইহাঁদিগকে মহা ধনী, মহা বাবু বলিয়া জানে।

সামলাধারী উকীল মহাশয়েরা কেহ কেহ এক দিনে নানা বিচারা-

সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না, বিলক্ষণ জানিয়াও অনেকে স্থানীয় বিচারালয়ের বাদী প্রতিবাদীর নিকট ফি-র টাকা গ্রহণ করেন। আহা! কি বিদ্যা! কি নিষ্ঠা!

তখনকার উকীলদিগের বিলক্ষণ বক্তৃতা শক্তি ছিল, আধুনিক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকের বক্তৃতাপ্রবাহের কি পরিচয় দিব, ইহাঁরা যখন বিচারপতির সম্মুখে বক্তৃতা কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন, দেখিলে ও শুনিলে জ্ঞান হয়, যেন বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীস্থ বালকেরা, শিক্ষকের সমক্ষে সপ্তাহের পাঠ মুখস্থ বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; শিক্ষকের ন্যায় বিচারপতি উকীলদিগকে অপটুতা জন্য মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট তিরস্কার করিতেছেন।

দাসত্ব।

বাবু রামগোপাল ঘোষের আত্মার উক্তি—কেবল দাসত্ব অর্থাৎ চাকরী এক্ষণে বঙ্গবাসীদিগের কি যে গৌরবাস্পদ, তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। দাসত্ব আবার সম্মানের অবস্থা! দাসত্বে মানহানি ও দুঃসহ অধীনতা, উহা ঐহিক সুখসম্ভোগ ও পারলৌকিক মঙ্গলোদ্দেশের বিরোধী হইয়া রহিয়াছে।

দাসত্ব একপ্রকার জীবন্মৃতের অবস্থা; তাহাতে লঘুতার একশেষ; এই দাসত্ব উপলক্ষে কত জ্ঞানবিমূঢ় প্রভুর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কালক্ষেপ করিতে হয়। দাসত্বের ক্ষুদ্রত্ব বৃহত্ব নাই; সকল দাসই প্রভুর পদানত, কিন্তু পুত্রের অহঙ্কার আমার পিতা চাকরী করেন, মাতা-

পিতার অহঙ্কার পুত্র চাকরী করে, ভগিনীর অহঙ্কার আমার ভ্রাতা চাকরী করেন, স্ত্রীর চূড়ান্ত অহঙ্কার আমার স্বামী চাকরী করেন; সে চাকরী যে কি তাহা তাঁহারা সহসা বুঝিতে পারেন না; যে করে সেই জানে, সেই তাহাতে জর্জ্জরিত আছে, সেই তাহাতে দগ্ধ আছে; গুরুতর চাটুকার ভিন্ন প্রায় প্রভুর প্রিয়পাত্র ও আশু নিজপদের উন্নতি করিতে পারেন না।

দাসদিগের মধ্যে কেবল বিচারপতিরা নহেন, উচ্চতর পদস্থ লোক মাত্রেই মনে করেন যে, "আমি অতিশয় বোদ্ধা; আমার সদৃশ উপযুক্ত লোক দুষ্প্রাপ্য," কিন্তু জানেন না যে, অনুসন্ধান করিলে মধু-মক্ষিকার শ্রেণীর ন্যায় তাঁহার তুল্য বহু লোক যথায় তথায় মিলিতে পারে; সেই পদস্থ লোক, তাঁহার শিরোমণি তুল্য উপযুক্ত অধীনকে বুদ্ধি দান করিতে লজ্জা বোধ করেন না। ভূসী-সদৃশ অধীন অধমেরা তাঁহার মতের পোষকতা ও উত্তেজনা করাতে এতাদৃশ পদস্থ ব্যক্তির গুণগরিমা ও অহঙ্কার হিমালয় পর্ব্বতের শিখরদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া ঊর্দ্ধগামী হয়।

কর্ম্মচারী দাসদিগের মধ্যে যাঁহার উপর সাহেব সদয়, তিনি অদ্বিতীয় উপযুক্ত লোক; তিনি সকল বাঙ্গালির বুদ্ধিদাতা; তিনি তাহাদিগের বিবাদ বিসম্বাদের নিষ্পত্তিকারক; কিন্তু তাঁহাদিগের অনেকের বিদ্যাবুদ্ধি এত অসাধারণ যে, রামহরি আপন নাসা দংশন করিয়াছে, এ পর্য্যন্তও তাঁহারা কেহ কেহ প্রত্যয় করিয়া থাকেন।

দাসত্ব কার্য্যভুক্ত লোকদিগের মধ্যে আদালত, পুলিশ ও রেল-ওয়ের কর্ম্মচারীরা, নিতান্ত সৌজন্য ও হিতাচারশূন্য; শুনা যায় ইহাঁদিগের আস্ফালন ও উপসর্গ ভয়াবহ, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ইহাঁদিগের শ্রীকরে আমরা কদাচিৎ নিপতিত হই নাই।

এক্ষণকার বিচারপতি দাস মহাশয়েরা অনেকেই এমন বিচক্ষণ

যে, বিচারাসনচ্যুত করিয়া তুলনা করিলে বোধ হয় এমন কি তাঁহারা জেলা উকীলের মুহুরীরও অপেক্ষা সর্ব্বাংশে অযোগ্য; সেই বিচার-পতিদিগের অসীম ক্লেশ সংঘটনার অদ্যাপি অবসান হয় নাই। মুন্সেফ সব্ জজ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট অদ্য হুগলীতে কার্য্য করিতেছেন, কল্য তাঁহাকে নিরপরাধে পদ্মা নদীর দুর্জ্জয় তরঙ্গমালা উত্তীর্ণ হইয়া রাজসাহী যাইতে হইল; অদ্য মতিহারীতে আছেন, কল্য কক্সবাজার যাইতে হইল; অদ্য মুঙ্গেরে কল্য রঙ্গপুর যাইতে হইল। কাহারও বনিতা পথিমধ্যে সন্তান প্রসব করিলেন, বিপদের সীমা নাই।

কোন মহাশয়, স্বয়ং কি তাঁহার শিশু সন্তান অস্বাস্থ্যকর কুস্থানে উৎকট রোগগ্রস্ত হইলেন, চিকিৎসাভাবে কালকবলিতও হইলেন; কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! কার্য্যক্রমে কাহাকে দস্যুমণ্ডলীর মধ্যদেশে জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া অবস্থিতি করিতে হয়; কি দুঃসাহসিক কার্য্য! কোন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর সহিত বহুকাল সন্দর্শন হয় না, কি দুঃসহ দুঃখের বিষয়!

কোন বিচারপতি উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের গ্রাস ও ঝঞ্ঝাবায়ুর উপদ্রব সহ্য করিতে না পারিয়া, বিচার স্থান হইতে প্রাণ রক্ষার্থে স্থানান্তর গমন দোষে নিম্ন শ্রেণীস্থ হইলেন। রবিবার কার্য্যস্থলে না থাকা প্রমাণে সামান্য পরিচারকের ন্যায় কাহাকে বেতন কর্ত্তনের দণ্ডাধীন হইতে হইল।

ইহাঁদিগের এক জন্মের মধ্যে শত-জন্মের জনন-মরণ নিবন্ধন যন্ত্রণা ঘটিয়া থাকে; এক জন্মের মধ্যে বারম্বার দেহান্ত হয় না, কিন্তু মরণের অন্যবিধ সমস্ত নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়; মরণের লক্ষণ এই যে—"স্বদেশ স্বজন চিরবন্ধুর সহিত বিরহসংঘটন, ইচ্ছা হইলে তাঁহাদিগের সন্দর্শন লাভ হয় না।" স্থান পরিবর্ত্তন নিয়মের দ্বারা তাঁহাদিগের সর্ব্বদাই ইহা ঘটিয়া থাকে।

যাহাই হউক তাঁহারা মরণ সদৃশ যন্ত্রণা, কিছুকাল সহ্য করিয়া যথেষ্ট সম্পত্তি সঞ্চয় ও জীবনের শেষভাগ সচ্ছন্দে অতিবাহিত করিতে পারেন না। বিচারপতির পদে ত কাহাকে সচ্ছল হইতে দেখি নাই। বহুকাল কার্য্য করিলে শেষদশায় নিতান্ত লঘুতা স্বীকার করিয়া তাঁহারা ভিক্ষাস্বরূপ রাজদ্বারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পেন্সন পাইয়া থাকেন।

ইহাঁদিগের কার্য্য দ্বারা অধর্ম্মের যেরূপ পুষ্টিবর্দ্ধন হয়, তাহা কি বলিব? বিবেচনাশক্তির অভাবে সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের ভ্রম প্রকাশ পায়; সেই ভ্রম দ্বারা যদ্যপি সম্পূর্ণ না হউক, তৎকর্তৃক লোকের আংশিক অপকার ও দণ্ড ঘটিয়া থাকে।

গ্রন্থকর্ত্তা য়্যাডিসন কহিয়াছেন, "যে, যেরূপ ধীশক্তি সম্পন্ন সে সেইরূপ কার্য্য নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইবে" সামান্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি চিকিৎসাকার্য্য, যাজক ও বিচার-কার্য্য বিধানে প্রবৃত্ত হইবে না। কিন্তু অতি হীনবুদ্ধি লোকও অধুনা প্রধান লোকের আনুকূল্যে বিচারাসনে বসিয়া বহুতর আবালবৃদ্ধ বনিতার মুণ্ডপাত করিতে থাকেন। এই বিচার পতিরা প্রমাণের অনুগত হইয়া বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয়েন; প্রত্যয়ের অনুগামী হইয়া নিষ্পত্তি করিতে পারেন না; যেহেতু তাঁহাদিগের যৎসামান্য দিগ্‌দৃষ্টি, প্রমাণকে খণ্ডন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যয়ের অনুগামী হইতে দেয় না।

কেরাণী মহাশয়দিগের এক প্রকার নিরূপিত আলোচনা আছে। তাঁহাদিগের আয় যেরূপ পরিমিত, বুদ্ধিশক্তিও সেইরূপ পরিমিত। তাঁহারা অতিরেক কোন বিষয়ে বুদ্ধি চালনা করিতে পান না। তাঁহাদিগের ধৈর্য্যকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করি। তাঁহারা বেলা দশটার সময় হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই লেজরের মিল, সেই অঙ্কপাত,

সেই সঙ্কলন ব্যবকলন প্রভৃতি কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। উক্তরূপ চিন্তা দ্বারা তাঁহাদিগের জ্ঞানের কেমন জড়তা জন্মাইয়া যায় যে, তাঁহারা অন্য কোন বিষয়ের সারদর্শী হইতে পারেন না, ইহা অনেক আলোচনা দ্বারা এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে; তথাচ দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে একটী আখ্যায়িকা উত্থাপন করিতেছি। রঙ্গপুর জেলার একজন দেশীয় বিচারপতির অধিক নিস্পত্তি, সদর অদালতের বিচারে পুনঃ পুনঃ অন্যথা হইলে, সদর জজেরা রঙ্গপুরের জজকে তাহার কারণ তদন্ত করিতে লেখেন। তিনি বহুদিন তদ্বিষয়ের বহুতর তদন্ত করণান্তে লিখিলেন যে,—এখানকার দেশীয় বিচারপতি, লোক সত্যনিষ্ঠ, পক্ষপাতশূন্য, উৎকোচাদি গ্রহণ করেন না, তদন্ত করিয়া জানিলাম। দোষের মধ্যে ইনি ইতঃপূর্ব্বে বহুদিন কেরাণীগিরি করিয়াছিলেন, তাহাতেই ইহাঁর বুদ্ধি জড়ীভূত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহাঁর নিকট সূক্ষ্ম বিচারের প্রত্যাশা করা যায় না। সদর জজেরা পূর্ব্বাপর কেরাণীগণের বুদ্ধি বিচারের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলেন; তদর্থে তাঁহারা রঙ্গপুর জজের এই বিবরণ, বিনা আপত্তিতে অনুমোদন করিলেন।

কোন কোন কেরাণীর পরিশ্রমার্জ্জিত অর্থ দ্বারা অনেক পরিবার স্বজনের প্রাণ রক্ষা পায়, সেই হেতু তাঁহাদিগকে ভূয়সী প্রশংসা করা উচিত; কিন্তু তাঁহারা কেহ কেহ পদগর্ব্বিত হইয়া বিবিধ প্রকার ভ্রুকুটি ও উপসর্গ প্রদর্শন করেন, সেইটী তাঁহাদিগের বিশেষ রোগ।

আমি একদা ককরেল সাহেবের আত্মার নিকট শুনিয়াছি লেফ্-টেনেণ্ট গবর্ণর ক্যাম্বেল সাহেব সবডেপুটী নামক এক সম্প্রদায় কর্ম্ম-চারীর সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহাদিগের কার্য্য; সাধ্য, প্রথা, পদ্ধতি সকলই অদ্ভুত, যাঁহারা লম্ফ ত্যাগ দ্রুতপদে ধাবমান, সন্তরণ, অশ্ব ও বৃক্ষে আরোহণ, প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ইত্যাকার বিপুল কষ্টকর কার্য্য করিতে

পারেন ও যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া জানেন, কেবল তাঁহারাই এই পদ লাভের যোগ্য পাত্র। এই স্থানে রামগোপাল বাবু বিশ্রামের ইচ্ছা করিলেন।

প্রিন্স—কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতুমি ভাষায় বঙ্গের দাসত্ব সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা হয়; সিংহ কোন কার্য্যার্থে বর্ব্বর স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। এক্ষণে তাহাকে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

তখন প্রিন্সের মানস পূর্ণ করিতে রামগোপাল বাবু একখানি পত্র লিখিয়া সিংহের নিকট পাঠাইলেন, সিংহ পত্র পাঠ দুই ঘণ্টার মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া আপন ভাষাতে দাসত্বের বিবরণ কহিতে আরম্ভ করিলেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহের আত্মার উক্তি।—মহোদয়! চাকুরে মহলে বন্দের পর, যা দেখে এলেম, আজ্ঞা হলে বলি,—

বন্দের পর, স্কুল, আফিস, কাছারি খুলেছে, চাকুরেরা বড় ব্যস্ত, জেলা বজেলা থেকে কেউ গাড়ি কেউ পাল্কী কেউ পান্সি চেপে, কেউ পায় চলে, কল্কেতা মুখে হুগলী মুখে, আলিপুর পানে চলেচেন; দশটার ভেতর কাজে বস্‌তে হবে বলে, রেলওয়ের যাত্রীরা না খেয়ে হাঁটা দেচেন, অনেকে বাড়ীতে স্ত্রীর কাছে বলে আসবার সময় পান নাই, ধোপায় কাপড় যোগাতে পারে নাই, তাই সাদা, ময়লা আড়-ময়লা দু তিন রকমের কাপড়ে স্যুট মিলিয়েছেন। গাড়িতে অগুন্তি জাতের কাছে বসে পান খেতে খেতে চলেচেন। কোন কোন কাবিল মনিবের কাছে সরফরাজি জানাবার জন্যে আফিসের দরজা খুল্‌তে না খুল্‌তে দরজায় দরোয়ানের খাটিয়াতে বসে আছেন; এঁরা অনেকেই মিয়াজীদের কাছ থেকে দুই একখান রুটী কিনে খান; পেটের জন্যে বড় ব্যস্ত নন। উকীলের বাড়ীর কেরাণ্ণীরা ডেস্কের সুমুকে বসে দিশ্ ইণ্ডেঞ্চর মেড ইন্ দি ইয়ার অফ ক্রাইষ্ট ইত্যাদি রকমের বয়ান ও

সওদাগরের বাড়ীর কেরাণীরা ইন্‌ভাইশ অফ্‌ থ্রি থাউজেন ব্যাগ্‌স অফ্‌ মুগি রাইস লিখতে সুরু ক’রেছেন, গবর্ণমেণ্ট আফিসের কেরাণীরা সাশীর ধারে কলমই কাট্‌চেন। আর কোন কোন উমেদার, গুবুরে রঙের মুরুব্বিদের কাছে লম্বা সেলাম করে খাড়া রয়েছেন, তাঁরা বিলিতি ইংরেজের ঢঙে তাঁহাদিগকে বল্‌ছেন,—টো-মি সার্টিপিকেট আনতে পারে? টবে আসবে।

কোন মহাপুরুষের লাকো-টাকার জমীদারী আছে, তিনি চাকরী কল্লে ইজ্জত বাড়বে, এই ভেবে ইংরেজদিগের দ্বারে দ্বারে খোসামুদি করে বেড়াচ্চেন।

অনেক চাকরে সেরেপ মনিবের লাভের জন্যে কতই সয়তানি কচ্চেন। আদালতের আমলারা আজ ব্রাদারে মাদারে পেছারে জওজে ওয়াফেজ সরেনাও আর আর কয়েকটা বেজেতে কথা লিখে আপনাদের নাএকির হদ্দ দেখাচ্চেন। বাঙ্গালী হাকিমেরা মুরব্বী সাহেবদেরকে সেলাম দিতে যাবেন, তাই চাপকানের ওপর জোব্বা চাপিয়ে ব্যারিষ্টারদিগকে লজ্জা দিচ্চেন। গাড়ী পালকী চড়বের খরচের জো নাই, মোজা পেণ্টুলন ধূলায় ধূসর করে কোন কোন আফিসর আপনার মোরাতিবে জানাচ্চেন। কেউ হয় তো সাহেব বাড়ীর সিঁড়ির ঘরের নিচেতে একটু বসবার জায়গা পেয়েছেন, তাঁরও মদগর্ব্বের সীমা নাই, আর শিক্ষা ডিপার্টমেণ্টের কোন অহঙ্কেরে কেরাণী, চৌরঙ্গীর অফিসে ট্যাঁ ট্যাঁ কচ্চেন। তিনি আপনাকে ঠিক সৃষ্টিকর্ত্তা ভেবে বসে আছেন। পর্ম্মিটে ও ট্রেজরিতে কেউ নম্বর কেউ তারিখ কেউ এগজামিনের দাগ দে একজন কেরাণীর কাজে দশ বারজন দিন কাটাচ্চেন। রেজষ্টরি আফিসের কেরাণীরে দলিলের বজ্‌নিস নকল তুলছেন। বড় আদালতের উকীলদের বিল সরকারেরা দাওয়াই

সুরু করেচেন। কাল রঙের অনেক বাঙ্গালীরে মিস কালা রঙের আল-পাকা চাপকান প'রে আপিশে বেরুচ্চেন, দেকে অনেকে মনে কচ্চেন, এঁরা কেশে ডেঙ্গায় গোর দিতে চলেচেন। আজকাল কলমবন্দ আম্লাদের মান ভারি! কি ব'লবো, তাঁবেদার জাৎ ব'লে গর্লাএক ইংরেজেরাও উপযুক্ত বাঙ্গালী আম্লাকেও প্রায় খানসামার মত তোয়াজ কচ্চেন। মৃত্তিকা কোঁশ্ ভায়ারা, সুযোগ পেলে পাঁচশ টাকা মাইনের কার্য্যদক্ষ বাঙ্গালিকে ষ্টুপিড ব'লে থাকেন। কোন কোন বাড়ীর ফেরোত কলমবন্দ আজ কেদারার গায়ে চাদর রেকে আফিশে আস্বার চিহ্ন দেকৃয়ে বাসায় গে, কনোয়ে চাপাচ্চেন। বড় বড় চাক্রেরা আপিসের ছোট ছোট তাঁবেদারদের ওপর হুচোক রাঙা করে প্রভুত্ব গিরির ফৈজোত্ কচ্চেন ও হক্ কুলো দাবি দিচ্চেন। কোন কোন কেরাণী বাড়ীর ফেরত আজ্ পাড়্দার কাপোড় ও শান্তি-পুরে পোসাকি উড়ুনি বদ্লাবার সময় পান নাই সেই কাপড়েই আফিশে এসেচেন। কিন্তু প্রধানপক্ষ সাহেবদের কাছে ঐ পোসাকে যেতে যড়সড় হচ্চেন। পাড়া গাঁয়ের আম্লাদের কারু কারু গায় আতর বা ওডিকলমের গন্ধ ও ঠোঁটে পানের কস ইত্যাদি বিলাসের চিহ্ন দ্যাকা যাচ্চে। কুড়ি টাকার কেরাণীদের পাকেটে রেশমের রুমাল ও হাতে শিলআংটী আজ বাহার দিচ্চে, কোন কোন বাবু পল্লীগ্রামে থেকে আস্তে পথে ধামাখানেক জলপান চিব্য়ে এসেচেন। আজ্ক-দিনের পর, দু-তিন দিনের মাইনের পয়সায় মেঠাই গিল্চেন। গৃহ-শূন্য যাঁদের হয়েচে, তাঁরা আজ্ পাটনা, মুঙ্গীর, কাশী, কানপুর, আগ্রা, তাজবিবীর গোর, লক্ষৌর খস্রুবাগ দেকে কোল্কেতায় জম্চেন। আপিশ বন্দে তাঁদের বিশেষ আরাম্ বোদ হয় নাই, সর্ব্ব-দাই বোজাচ্চেন আমাদের আপিশ খোলা থাকা আর বন্দ থাকা উভয়ই সমান; অন্ধ জাগরে, না কিবা রাত্রি কিবা দিন!

হাইকোর্টের সামলা অওলাদিগের আদালত খোলে নাই, তাঁহারা মক্কেলেদের কাছে ওজুহাত, প্লেণ্ট, এলোকেটার, বার্ড বাই লিমিটেশন এই রকম গোটাকতক শব্দ শোনাচ্চেন। হাতে একটীও মোকর্দ্দমা না থাকিলেও এঁরা দশটা বাজলেই জজের সুমুকে ঘণ্টার গড়ুরের মত খাড়া হন, আপিলে মোকর্দ্দমা নিশ্চয় ফিরাবেন, এই আশা দিয়া মক্কেলকে টুইয়ে দ্যান। মোক্তারের খোসামুদি করেন, জজের মুখনাড়া খান, আদালত থেকে বেরিয়ে এসে আপনার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্রোফেসনের পোরিচয় দ্যান। জেলা আদালতের রোখো উকীলেরা গাছতলায় বসে "আমি আসামীকে চিনি," লিখিয়া কেবল সনক্তের কাজে—সাদের জীবন কাটাচ্চেন।

নতুন চীনেবাজারে খুব্‌রী খুব্‌রী ঘরে কাপ্তিনি আপিশ ওয়ালারা, ডাইনের চাতরের মত আপিশ সাজ্‌য়ে বসে আচেন। একধারে ছোট একটা টেপায়ে বা টেবিলে ব্রাণ্ডি বিয়ারের গ্লাস শোভা পাচ্চে। লাল মুকো কাপ্তেন এসে বসেচেন, হেড সর্‌কার—যাঁকে বিনয়ে মুচ্ছুদ্দি বলা যায়, তিনি ভাঙা ইংরিজীতে বেধড়ক ইংরিজি জুড়ে দেচেন। আপিশের সুমুকে ধর্ম্মতলা টেরিটি বাজারের কসাইরা হল্লা কচ্চে। কেউ কেউ মুর্‌গীর ঝুড়ি প্যাঁজের বোজা ও আলুর চুব্‌ড়ি নাব্‌য়েছে। প্রধান সরকার ও তাঁবেদারেরা খুব সকালে সন্ধ্যাবন্দনা কিছুই না ক'রে তোপের আগে ভাত গিলে বেরয়েচেন। দুআনা জিনিসের দেড়্‌টাকা দাম লিক্‌চেন। মাজে মাজে ধরা পড়ে ঘুসো ঘাসাটাও খাচ্চেন। জিনিস পত্র যোগানওয়ালাদের সঙ্গে হিসাবের ভারি গোলযোগ কচ্চেন। ছোট আদালতের ওয়ারিন্ পর্য্যন্ত নাহ'লে অনেক হিসাব সহজে চুক্‌চেনা। সর্‌কারেরা আপিশের নাম করে দোকান থেকে জিনিস নিয়ে ও কাপ্তেনের নাম ক'রে আফিশ থেকে টাকা নিয়ে যখন তখন পালাচ্চে। কাপ্তিনি আপিশ ওয়ালারা

দশটা এগারোটা রাত্রে আপিশ বন্দ ক'রে যান। রাত্রি বেশি হয় তখন আর লালদীঘির ধারে গাড়ী পাওয়া যায় না। সকলেই পায় চলে বাটী জান, কেউ কেউ, পাছে টাইম লাশ অর্থাৎ মিছে বিলম্ব হয় সেই ভয়ে পেচ্ছাব কত্তে কত্তেও চলে থাকেন।

হৌসের বিশলক্ষপতি মুচ্ছুদ্দিরা, হাতে বাঁদাপাক্ড়ী বেঁদে বসে আছেন। এঁদের চাদ্দিকে দালালেরা চ'াল সোরা ও কুসুমফুলের নম্‌নো ধ'রেচেন। রেড়ো দালালেরা শেললাক ল্যাক্‌ডাই চাদরের খুঁটে বেঁদে এসেচেন। হিন্দুস্থানীরা চিনি সোরা কাঁচা পাকা সোয়া-গার নম্‌নো এনেচেন। গাধাবোটের দেড়ে মাজিরে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে, আম্‌দানি রপ্তানির বোট দেবে বলে উমেদারি কচ্চে। মাজে মাজে সর্‌কারদের সঙ্গে কথান্তর হয়ে তাদিগকে ব্যাটা ব্যাটা ব'লে সম্বোধন কচ্চে। বিলসাদা সরকারেরা সমস্ত দিন দোকানে কাল কাট্‌য়ে দশহাজার টাকার বিলের মধ্যে একশ টাকা আদায় করে এনে, তপিল্‌দারের তেক্কার লাভ কচ্চে। মুহুরীরা খাতার সাড়ে তিনশ আইটেম্‌ ঠিক দিতে মাথার ঘি গলাচ্চেন। কোন কোন হৌসের তিসি সর্‌ষে তিলের ধুলাতে পাড়ার শত শত লোকের কাশরোগ জন্মাচ্চে। মুটে বস্তাবন্দ মার্কওয়ালা, তৌল্‌দার, সর্‌কার গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান পোর্‌মিটে কালেক্‌টর সাহেবের দেড়শত আম্‌লাকে উপাসনা করে, এক একটী কর্ম্ম শেষ হচ্চে। কিন্তু গঙ্গার জোয়ার ভাঁটার গতিকে সে সকল কাজ ঠিক সময়ে হচ্চে না। কোন কোন হৌসের কাজে সকাল বেলায় এলাহি কাণ্ড উপস্থিত। বোধ হয় এক বাড়ীতে একশ হুগ্‌গোচ্ছব হলেও য়্যাতো গোল হয় না। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি অসময়ে শতেক ফর্‌মাশ আঞ্জাম কত্তে হয়।

প্রিন্স—(সহাস্যে) এ সকল আমার জানা আছে তবু "অমৃতং বালভাবিতং" তোমার মুখে ভাল শুনালে।

ডাক্তার।

কিশোরীচাঁদের আত্মার উক্তি—ডাক্তারেরা নিতান্ত মন্দ লোক নয়। সকলেই এক স্থানে এক জনের নিকট এক রূপ উপদেশ পাইয়া থাকেন কিন্তু আশ্চর্য্য এই চিকিৎসা বিষয়ে প্রায় দুই জনের মত এক হয় না। ইহাঁরা প্রত্যেকেই সমব্যবসায়ী হইতে শ্রেষ্ঠ এই বিবেচনা সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কোন রোগীর পীড়া নিশ্চয় করিতে না পারিলে অন্য ডাক্তারের সহিত একমতে চিকিৎসা করা ইহাঁদিগের পক্ষে দারুণ অসম্ভ্রম; কতক গুলিন ভারতীয় রোগের পক্ষে তাঁহাদিগের ডাক্তারি পুস্তকে উপশম দায়ক বিশেষ ঔষধ নাই। ইহা তাঁহারা সবিশেষ জানিয়াও তদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা জানা আছে সেই অনুসারেই চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কি নৃশংস! ইহাঁরা উক্ত রোগের চিকিৎসা বিষয়ে অপারক এবং দেশীয় কবিরাজেরাই (সেই—রোগের) প্রকৃত চিকিৎসক, ইহা তাঁহারা কাহার নিকট ভ্রমক্রমেও স্বীকার পান না। রোগী, তাঁহাদিগের চিকিৎসায় বিনষ্ট হয় হউক, তথাপি তাঁহারা আপনাদিগের ক্ষমতার ন্যূনতা স্বীকার পাইয়া বৈদ্য চিকিৎসকের আদেশ প্রদান করেন না। ইহাঁরা প্রায় অর্থ উপার্জ্জনে চক্ষুলজ্জা বিবর্জ্জিত; এই মহাপুরুষদিগের অর্থ-গ্রহণের করাল চেষ্টা হইতে দীন হীন জনেও পরিত্রাণ পায় না। মহাত্মারা সামান্য পীড়াকে উৎকট বলিয়া বর্ণনা করেন; এবং তাহা আরোগ্য করিয়া আপনাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। যেমন হিংস্র জন্তু বিনাশ হেতু অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে জন্তুর পরিবর্ত্তে নরহত্যাও ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ এই মহাশয়েরা অনেকে বাহ্য লক্ষণ দৃষ্টে রোগ নির্ণয়

করিতে না পারিয়া যে ঔষধ দেন তদ্দ্বারা রোগ নষ্ট না হইয়া অতি সহজে রোগী নষ্ট হয়।

ইহাঁদিগের পুনঃ পুনঃ চরণবিন্যাসের আতিশয্যে পথে তৃণ জন্মাইতে পারে না, কিন্তু রোগী আহ্বান করিলেই উৎকৃষ্ট রূপ অশ্বযান চান্। মনুষ্যের গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিয়া ইহাঁদিগের দয়া-বৃত্তি অন্তর্হিত, সুতরাং পীড়িত ব্যক্তি, মরুক বা বাঁচুক টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট থাকেন। কোন মহাত্মার ভিজিট চারি কাহারও দশ, কাহারও ষোল টাকা; কি গুণে যে তাঁহারা এতাদৃশ মহামূল্য পাইবার পাত্র ভাবিয়া স্থির করা যায় না। যদি বলেন, প্রাণের দায়ে মনুষ্যকে উক্ত মূল্য প্রদানে বাধ্য হইতে হয়। সে কথা অস্বীকার করিতে পারি না,—স্থান বিশেষে প্রাণের দায়ে কোন উপকার না পাইয়াও যথা সর্ব্বস্ব প্রদান করিতে বাধ্য হইতে হয়, যেমন নির্জ্জন-প্রান্তরস্থঅস্ত্রধারী দস্যু, পথিককে বলিয়া থাকে "তোর নিকট যাহা আছে, আমাকে অর্পণ কর, নতুবা এই অস্ত্রাঘাতে প্রাণান্ত করিব।" পথিক কি করে, উপায় নাই, ভয়াবহ বাক্য শ্রবণে চাঁদমুখে যথাসর্ব্বস্ব তাহার হস্তে প্রদান করিয়া প্রস্থান করে, বোধ করি, ইহাও সেইরূপ।

ডাক্তরেরা সকলেই প্রত্যুৎপন্নমতি; রঞ্জকে অগ্নি দিলে যেমন বন্দুকে তৎক্ষণাৎ শব্দ হয়, ডাক্তরজিরা, সেই রূপ পীড়িত ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করিয়াই নিমেষ মধ্যে তাহার ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া যান। এত সঙ্ক্ষিপ্ত কালের মধ্যে কি অলৌকিক সঙ্কেতে ঐ দুরূহ ব্যাপার নির্ব্বাহ করেন, কেহই জানেন না। বিলাতবাসীদিগকে যেরূপ অপরিমেয় ঔষধ সেবন করান হইয়া থাকে, অন্নজীবী বাঙ্গালিকে সেই পরিমাণে ঔষধ সেবন করাইয়া হিতে বিপরীত ঘটাইয়া থাকেন। আসন্ন মৃত্যু প্রায় ডাক্তার বাবুরা অনুমান করিতে পারেন না। রোগীর নিকট প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যাইতে হয়, তাঁহাদের ইহা বোধ নাই।

ইহাঁদিগের কালাচাপ্‌কান, চার্‌কা প্যান্‌টুলন্‌ ও জলপানের খুঁচী মাথায় দেখিয়াই রোগী কালান্তকানুচর জ্ঞানে ভয়ে শঙ্কিত হয়। সকলে সময়ে আসিতে পারেন না ; কাল বিলম্ব জন্য রোগীর রোগ বৃদ্ধি পায়। কেহ কেহ অজ্ঞ কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত রাখেন, কম্পাউ-ণ্ডারের ঔষধ বিমিশ্রিত করিবার দোষে ও ডাক্তার দিগের কমিশন্‌ গ্রাহী ঔষধালয়ে মান্ধাতার আমলের ঔষধের দোষে, রোগী সুস্থ হইতে পারে না। ইহাঁদিগের মধ্যে দুই চারিজন উদার-স্বভাব ডাক্তার আছেন। তাঁহারা প্রাতে বিনা মূল্যে দীন দুঃখীর চিকিৎসা করিয়া থাকেন, এবং মৃতব্যক্তির স্বজন শ্মশান বা গোরস্থান হইতে প্রত্যাগমন না করিলে ভিজিটের বিল পাঠান না। ইহাঁরা রোগ নির্দ্দিষ্ট করিতে না পারিয়া বারংবার ঔষধের পরিবর্ত্তে ঔষধ প্রয়োগ করত রোগ পরীক্ষা করিয়া দেখেন। যেমন পারসীনবিশ মুন্সীরা লেখা শিখাইবার জন্য তাঁহার ছাত্রদিগকে হরফ মক্স করিবার নিমিত্ত একখণ্ড কাষ্ঠ দেন, (তাহার নাম তক্তিয়া মক্স ; ছাত্র পুনঃ পুনঃ তাহার উপরে লিখিয়া হস্ত বশ করেন) সেইরূপ ডাক্তারেরা রোগ না জানিয়া রকম রকম ঔষধ দিয়া রোগীকে তক্তিয়া মক্সের মত বানাইয়া আপন ব্যবসা অভ্যাস করিয়া থাকেন।

ইহাঁরা লার্নেড প্রোফেসনের অনুবর্ত্তী বলিয়া দুর্জ্জয় অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া থাকেন, ঐ যৎকিঞ্চিৎ ডাক্তারি পর্য্যন্ত ইহাঁদিগের বিদ্যা; —অন্য কথার প্রসঙ্গ হইলে বদন-ব্যাদান করিয়া থাকেন। শুকদেব-তুল্য কোন ব্যক্তির অঙ্গে ক্ষত দেখিলে বলিয়া উঠেন,—এ তোমার পারার ক্ষত, কুসংসর্গে ইহা জন্মিয়াছে। তাঁহাদিগের রোগ নির্ণয় বিবরণ অনেকেই অবগত আছেন, তথাচ দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতে বাধ্য হইলাম।

কিছুদিন গত হইল সভাবাজারনিবাসী আমাদিগের একজন

পরমাত্মীয় ধার্ম্মিকের উরুদেশে একটী ব্রণঘটিত ক্ষত হইয়াছিল। তাঁহাকে জনৈক মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালি ডাক্তার ঐ কলেজের হাসপিটলে লইয়া যাইলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইংরাজ ডাক্তারেরা একত্রিত হইয়া কন্সল্‌ট দ্বারা কহিলেন, তোমার জানুদেশ পর্য্যন্ত ছেদন করিতে হইবে। নতুবা এই ক্ষত বিস্তৃত হইয়া তোমার মৃত্যু উপস্থিত করিবেক। রোগী কহিলেন বরং মৃত্যু শ্রেয়; তথাপি আমি জানুদেশ ছেদন করিতে পারিব না।

অনন্তর তিনি গৃহে পুনরাগমন করিয়া অল্পদিন হলওয়ের মলম ব্যবহার করাতে রোগ শান্তি হইল। পুনরপি তিনি ঐ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাঁহারা সকলে দেখিয়া কহিলেন, তুমি সংপ্রতি আরাম হইয়াছ বটে, কিন্তু পুনশ্চ তোমার ঐ পীড়া হইবে। অদ্য সাত বৎসর অতীত হইল তাঁহার সেই জানুদেশে একটী ব্রণও দেখা যায় নাই। রোগ নির্ণয় করিবার কি অদ্ভুত শক্তি!

আমড়াতলা নিবাসী কোন বাবু ধাতুঘটিত জ্বর ও প্রস্রাবের দোষ ঘটনায় দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। তাঁহার ফ্যামেলি ইউরোপীয় ডাক্তার, আর দুই তিনজন দক্ষ বাঙ্গালি ডাক্তার যত পারিলেন, তাঁহার উপর ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। ঐ বাবুর নিজের ঔষধালয় থাকাতে একদণ্ডের নিমিত্ত ঔষধ আনাইতে কাল বিলম্ব হয় নাই। অবশেষে প্যান্টুলনওয়ালারা কহিলেন, বাবু তোমার মৃত্যু আসন্ন হইয়াছে, ধনসম্পত্তি যথেষ্ট আছে, উইল করিবার সময় উপস্থিত; আমরা ঔষধ ক্রমাগত দিলাম, কোন প্রতিকার হইল না। এই বলিয়া তাঁহারা বিদায় হইলে, তাঁহার প্রতিবাসী রায় কবিরাজ, মধ্যাহ্নে আসিয়া সাক্ষাৎ করণান্তে কহিলেন,—বাবু শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে ডাক্তারেরা আপনার জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক

আমি আপনাকে কিছু ঔষধ সেবন করাইতে চাই। বাবু কহিলেন, হানি কি। কবিরাজ কহিলেন, ডাক্তারেরা শুনিলে আমার ঔষধ সেবন করিতে দিবেন না। বাবু কহিলেন, আপনার ঔষধ গোপনে ব্যবহার করিব। বৈদ্যের ঔষধ গোপনে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবুরা বোতল বোতল ঔষধ আনিয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি তাহা ব্যবহার না করিয়া সঞ্চিত রাখিলেন। বৈদ্যের ঔষধে অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরাম হইয়া মাপের ফিতা বাহির করিয়া, ডাক্তারদিগের চিকিৎসা বিদ্যার দৌড় মাপিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই একটী বিবরণ বলিয়া নিরস্ত হইলাম। প্রয়োজন হইলে ডাক্তারি বিচক্ষণতার শত শত প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিব।

আর একটী ডিফার্ম্মিটি রিমুভ করিবার ইতি-বৃত্তান্ত মেডিকেল কালেজের ছাত্রদিগের এবং প্রায় সকল ডাক্তার বাবুদের গোচর থাকায় তদ্বিবরণ এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম না।

অনুরাগ-তত্ত্ব।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আত্মার উক্তি।—পূর্ব্বে কতকগুলি বিষয়ে বঙ্গসমাজের যে পরিমাণে অনুরাগ ছিল, এক্ষণে সে সকল বিষয়ে অনুরাগের অনেক আতিশয্য হইয়াছে। তাহা যৎকিঞ্চিৎ মহাশয়কে অবগত করিতেছি।

প্রথমতঃ সাহেবানুরাগের বৃত্তান্ত এই,—কোন সাহেবানুরাগী পুত্রকে উপদেশ দিয়া থাকেন, দেখ চারু! তুমি প্রণম্য বাঙ্গালিকে প্রণাম কর আর না কর, তাহাতে কিছু হানি নাই, তাহাতে কিছু

আসে যায় না। কিন্তু সাহেব বা সাহেবাকার টুপিওয়ালা-সেলাম্যকে, সেলাম করিতে যেন কখন ত্রুটি না হয়। সাহেবানুরাগীরা যৎসামান্য কেরাণী ও জাহাজি খালাসি সাহেবদিগকে রাজা ও প্রভু মনে করেন, তাঁহাদিগের ধারণা, সাহেবমাত্রেই রূপে গুণে অতুল ; সাহেবের নিন্দা শুনিলে তাঁহারা জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগে উদ্যত হয়েন। সাহেবের চরণে পুনঃ পুনঃ মস্তক ঘর্ষণ করিয়া নিকেশ হওয়াও গৌরবের বিষয় বিবেচনা করেন।

সাহেবত্ব অনুরাগ।—একদিন চারু সাহেবত্ব অনুরাগীকে কহিয়াছিল, মহাশয়! এ-একতালা এঁদোঘরে ছেঁড়া কাপড়ের পরদা ঝুলাইয়া অনবরত স্ক্যাভেঞ্জারের গাড়ীর দুর্গন্ধ ভোগ অপেক্ষা সেই তরঙ্গিণীতীরবর্ত্তী বায়ুহিল্লোলসংশোধিত নিবাসে বাস করিলে ভাল হয় না?

উত্তর হইল—তুমি বুঝ না, সেখানে নিগার্‌দের সঙ্গে বাস করা ভাল নহে। বরঞ্চ চট্টগ্রাম, চন্দননগর, চুণোগলির সকল সাহেবদের অনুসারে চলিতে আমার উল্লাস হয়। কিন্তু কুবের সদৃশ বাঙ্গালির ভাবে চলিতে আমার দারুণ লজ্জা হয়। এই সাহেবানুরাগীদের বাস্ত বৃক্ষের উত্তম ফল ও পুষ্প, সর্ব্বাগ্রে সাহেবদিগের বাটীতে উপহার দেওয়া হইয়া থাকে।

কাহারও যানানুরাগ এত প্রবল যে, যান এবং অশ্ব ক্রয় কার্য্যে তাঁহার উপার্জ্জিত ধন নিঃশেষিত করিয়া ফেলেন এবং অশ্বের যে গাত্রাবরণ-দিয়া থাকেন তত্তুল্য উৎকৃষ্ট বস্ত্র তাঁহার পিতা শীত নিবারণার্থে পান কি না সন্দেহ।

খাদ্যানুরাগীরা কর্ত্তব্য কার্য্য রহিত করিয়া সমস্ত মাসের উপার্জ্জন সন্দেশাদি খাদ্য ক্রয়েই নিঃশেষ করিয়া থাকেন। জানি না আত্মা-

বিহীন নির্জীব সন্দেশাদি কিরূপে তাঁহার পক্ষে পরকালে সাক্ষ্য দিতে দণ্ডায়মান হইবে ।

কেশানুরাগের প্রভাবে নব্যদিগের বহির্গমনে অন্যূন এক ঘণ্টাকাল বিলম্ব হয়। মস্তকের কেশের কিয়দংশ অহি-ফণার ন্যায় উর্দ্ধাভিমুখে, কিয়দংশ বামভাগে, কিয়দংশ দক্ষিণভাগে বিরাজিত থাকে; আর যে তাহা কিরূপ বিজাতীয় ভাবে বিন্যস্ত হয়, তাহা বর্ণন করা আমার ন্যায় জ্ঞানহীন লোকের সাধ্য নহে। কিন্তু উচ্চতর ভদ্রপরিবারস্থ যুবাদিগের তাদৃশ কেশানুরাগ নাই।

তত্ত্বানুরাগীরা, তত্ত্ব তত্ত্ব করিয়া উন্মত্ত। বধূর তত্ত্ব, জামাতার তত্ত্ব, শ্বশ্রূর তত্ত্ব এই সকল বাহুল্যরূপে নিষ্পন্ন করিতে পারিলেই তাঁহাদিগের মনুষ্যত্ব, খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্থের সার্থকতা হইল। পিতা, মাতা, স্বজন, পরিজনের অভাব মোচন না হউক, পুত্রের শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন না হউক, ঋণ পরিশোধ না হউক, দাস দাসীগণ বেতন না পাউক, রোগের চিকিৎসা না হউক, স্ত্রীপুত্র পর প্রত্যাশাপন্ন হউক, তাহাতে লক্ষ্যপাত নাই, কিন্তু ভূমি সম্পত্তি তৈজস অলঙ্কার বন্ধক দিয়াও বৈবাহিক ও বৈবাহিক-বনিতার সন্তোষ সাধনার্থ আড়ম্বর বিশিষ্ট তত্ত্ব করিতে না পারিলে তাঁহাদিগের মানবজন্মের সার্থকতাই সম্পাদিত হইল না। তত্ত্বকার্য্য সুনিষ্পন্ন ও প্রশংসনীয় হইলে তাঁহারা চরিতার্থ হয়েন, কিন্তু সেই সর্ব্বস্বাপহারক তত্ত্বের কিছুই ফল দেখিতে পাই না, তদ্দ্বারা কেবল ভূতভোজন হইয়া থাকে।

দম্ভানুরাগ।—শুনিয়াছি, দম্ভের সাক্ষাৎ ঔরস পুত্র স্বরূপ পাঁচটী ব্যক্তির আজ কাল সাতিশয় প্রাদুর্ভাব। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম, শাবক সমেত ভাইপোর খুড়া, দ্বিতীয়টী গোঁপধারী অধ্যাপক, তৃতীয়টী চটিধারী ডাক্তার, চতুর্থ টী এঁদো-একতালার বঙ্গীপুত্র, পঞ্চমটী কাঁটালতলার কানাই। এই দাম্ভিক পঞ্চকের প্রত্যেকের ধারণা যে, তাঁহা-

দিগের তুল্য বিচক্ষণ লোক বঙ্গভূমিতে, শুদ্ধ বঙ্গভূমিতে কেন সমস্ত ভূমণ্ডলে বিদ্যমান নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি যে বিষয়ে পণ্ডিত তাঁহার মনের ধারণা এই যে, তিনি যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত, তিনি যাহা শুনিয়াছেন, কি পড়িয়াছেন, তাহাই নিগূঢ়, তিনি যাহা তর্ক করেন, তাহাই অখণ্ডনীয়, তাঁহার রুচিতে যাহা ভাল লাগে, তাহাই উপাদেয়। তিনি যাহা ঘৃণা করেন, তাহাই নিন্দিত, তিনি যাহা লেখেন, তাহাই অভ্রান্ত ও তাহাই অমৃতধারা।

যাহা হউক ইত্যাকার সিদ্ধান্ত করা, নিতান্ত বাদসাই বর্ব্বরের কার্য্য। কেন যে দন্তদেব তাঁহাদিগের উপর এতদূর অনুরাগী হইলেন, আবশ্যক হইলে তাহার বিবরণ যথাযথ বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব। উপরি উক্ত মহাত্মাদিগকে দন্ত সম্বন্ধে এক শ্রেণীভুক্ত করিলাম, কিন্তু গুণ সম্বন্ধে উঁহাদিগের পরস্পরে অতিশয় ইতর বিশেষ আছে।

পটলডাঙ্গা, হুগলী, ঢাকা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি বিখ্যাত গবর্ণমেণ্ট কলেজের উত্তীর্ণ যে সকল ক্ষেপণীচালক অর্থাৎ দাঁড়টানা ছাত্র আছেন, তাঁহারা অতি সামান্য তর্ক-তরঙ্গেই তরণী ডুবাইয়া ফেলেন; তথাচ উক্ত কলেজের ছাত্র বলিয়া তাঁহাদিগের অহঙ্কারে রস টস্ টস্ শব্দে নিপতিত হইতে থাকে। সেইটি সহ্য করা যায় না। কম্পিটিসন্ একজামিনেসন অর্থাৎ প্রতিযোগী পরীক্ষার প্রথা প্রচলন না হইলে কেবল তাঁহারাই চিরকাল সরস্বতীর বরপুত্র নামে বিখ্যাত থাকিতেন। যেরূপ হাইকোর্টে দেশীয় বিচারপতি না হইলে দেশীয় লোকেরাও চিরদিন অনুপযুক্ত থাকিয়া যাইতেন, সেইরূপ অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষিতেরা চিরকাল অনুপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইতেন।

অভিযোগ অথবা মোকদ্দমানুরাগ।—কতকগুলি অভিযোগানুরাগী অধুনা বঙ্গে বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা অভিযোগ সংশ্রব ব্যতীত প্রাণ ধারণ করিতে পারেন না। কখন প্রজার নামে, কখন

প্রতিবাসীর নামে, কখন স্বজন পরিবারের নামে অভিযোগ উত্থাপন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করেন। এইরূপ অভিযোগকাণ্ডে তাঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হয়েন ; জয়যুক্ত হইলে যৎসামান্য লাভ হয়। তথাচ অভি-যোগানুরাগীর অভিযোগ উপস্থিত না থাকিলে তিনি এই সংসার শূন্যময় দেখেন। সংসারের প্রতি তাঁহার ঔদাস্য জন্মে, আপন দেহকে ভারভূত জ্ঞান হইতে থাকে, তিনি সময়কে কঠোর যন্ত্রণা উৎপাদক বিবেচনা করেন। উদরে অন্ন পরিপাক হয় না, নানাবিধ রোগ ও চিন্তা আসিয়া তাঁহার শরীরকে জর্জ্জরিত করিতে থাকে। তিনি বলেন,—মোকদ্দমা-মামলা না করিলে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ উপদেশ অবহেলা নিবন্ধন যেরূপ চিত্তবিকার জন্মে, সেইরূপ চিত্তবিকার তাঁহার অন্তরকেও যার পর নাই আকুল করিয়া তুলে। কোন এক মোকদ্দমানু-রাগীর পরম বন্ধু তাঁহাকে অকারণ অভিযোগ উপস্থিত করণে নিষেধ করাতে, তিনি উত্তর করিলেন,—আপনি জ্ঞাত নহেন, আমি আর পুনঃ পুনঃ সংসারের জনন-মরণ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব না। সং-প্রতি ভূতভাবন ভগবান, কোন রজনীতে আমার নিদ্রাবস্থায় প্রত্যা-দেশ করিয়াছেন যে,—"তোমাকে জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে আদেশ করিয়া-ছিলাম যে, তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়া আত্মীয় অন্তরঙ্গ প্রতিবেসী ও নিজ পরিবার সকলের নামে অভিযোগ উত্থাপন করিবে, অন্যথা হইলে, তোমাকে পুনশ্চ সত্বর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে।" আমি পুনশ্চ আর জঠর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব না। সেই হেতু সংসারের প্রায় সকল লোকের নামে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছি, কেবল সহধর্ম্মিণী বনিতা ও কনিষ্ঠ পুত্রটীর নামে কোন অভিযোগ করা হয় নাই। বনিতার নামে সত্বরেই নালীশ উপস্থিত করিব ; কনিষ্ঠ পুত্রটীর বয়ঃপ্রাপ্তির বিলম্ব আছে। অধুনা তাহার নামে কোন মামলা উপস্থিত করা বে-আইনী, তাহাতেই চিন্তানলে আমার শরীর শুষ্ক ও হৃদয় তাপিত

হইতেছে। কি জানি, তাহার নামে অভিযোগ করিবার পূর্ব্বে দেহান্ত হইলে ভগবানের প্রত্যাদেশ অনুসারে আমাকে পুনশ্চ জরায়ু-শয্যায় শয়ন করিতে হইবে। এই চিন্তায় যেন আমার শ্বাস অবরোধ করিতেছে।

বাবুত্বানুরাগ।—আধুনিক বাবুত্বের বিবরণ, নিবেদন কালে হাস্যার্ণব বেগবান হইতেছে। যখন দারুণ অপ্রতুল নিবন্ধন স্ত্রী পুত্রের অন্নাচ্ছাদন হইতেছে না, তখনও চারি টাকা মূল্যের ইংরাজী পাদুকা চাহি। নিকটস্থ কার্য্যালয়ে গমনাগমনের গাড়ি পাল্কীভাড়া ও শনিবার নাটকাভিনয় দর্শন লালসা পরিতৃপ্তের ব্যয়ও চাহি। ইহাঁদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা, বাবুত্ব জানিতেন না। অতিরেক সুখ-সেব্য বস্তুতে লালসা ছিল না। আপনাদিগের অর্জ্জিত অর্থে আবাসভূমি ও অট্টালিকা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার বাবুরা, ইংরাজদিগের ন্যায় অনেক টাকা বাটী ভাড়া দেন। মিতাচরণ-দ্বারা কর্ম্মস্থানে একখানি বাটী করিবার ক্ষমতা হয় না। যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহা সেই কার্য্যস্থলে নিঃশেষিত হয়। ভূমি সম্পত্তির পরিচয় দিতে হইলে সেই পিতৃপুরুষের ভূমিসম্পত্তির নামোল্লেখ করিতে হয়। এক্ষণকার উচ্চতর বাবুদের সকলই বাবুয়ানায় যায়; অথচ আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহারা যাবজ্জীবনের মধ্যে স্মরণের উপযুক্ত কোন কার্য্য করিয়াছেন, এমত দেখা যায় না। সামান্য উপার্জ্জকদিগেরও বাবুত্ব অতি প্রশস্ত; নিঃস্ব কেরাণী ও উকীল বাবুদের দুইটী হিন্দু ভৃত্য, একজন পাচক, একজন সরকার গাড়ীর সইস কোচম্যান, নিত্য ক্ষৌরকার্য্যের নাপিত ইত্যাদি আপনার প্রতি শত প্রকার প্রতিদিনের ব্যয়; দরিদ্রকে দান, অভুক্তকে অন্ন ও আতুরের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিতে এখনকার বাবুদিগের প্রায় দেখা যায় না। বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় চালাইবার দান অনুরোধক্রমে স্বাক্ষর করিয়া কি কৌশলে না দিতে হয়,

বাবুরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বতঃ পরতঃ তাহার চেষ্টা পান ও সে দান রহিত করণান্তে নিশ্চিন্ত হয়েন। ইহাঁরা প্রায় একমহল বাটীতে বাসা করিয়া থাকেন, সঙ্গে অন্য কোন পরিবার থাকিতে পান না। ইহাঁদিগের স্ত্রী সর্ব্বস্ব; কোন আলাপী কি আত্মীয় লোক সাক্ষাৎ করিতে যাইলে সেই এক মহল বাটীর দ্বারদেশ ধারণ করিয়া সংক্ষেপে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। নিরুপায় আত্মীয় ভবানীপুর হইতে বেলা দশটার সময় বাগ্‌বাজারে আসিয়াছে। তৃষ্ণায় কণ্ঠ ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে। এক্ষণে কোথায় গিয়া বিশ্রাম করে! চিন্তায় নিস্পন্দ, অবশেষে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিল।

কনিষ্ঠাঙ্গুলের অগ্রভাগ চর্ব্বণ বা লেহন করা, দন্ত বা অধরোষ্ঠ দ্বারা লেখনী ধারণ করা, উভয়পার্শ্বস্থ পকেটে হস্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া দণ্ডায়মান থাকা উচ্চতর বাবুত্বের লক্ষণ!! তপন-তাপে সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত; মস্তকের মস্তিষ্ক শুষ্ক হইতেছে তথাপি স্ব-হস্তে ছত্র ধারণ করা হয় না।

জাতীয় ভাবানুরাগ।—স্বদেশানুরাগী সুধীর মহাশয়গণের যত্নে জাতীয়ভাবের উন্নতি সাধনার্থে, জাতীয় সভা, জাতীয় বিদ্যালয়, জাতীয় সম্বাদ পত্র, জাতীয় মেলা, ইত্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে। সেই সকলের নাম জাতীয়; কিন্তু অদ্যাবধি তত্তাবতের কার্য্যের অনেকাংশে জাতীয় ভাব নিবিষ্ট হইবার কাল বিলম্ব আছে। জাতীয় সভায় কেবল জাতীয় ভাষার প্রবন্ধ পাঠ হইয়া থাকে। কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয়ে ভিন্ন জাতীয় অর্থাৎ ইংরাজী ভাষার আলোচনা হইয়া থাকে। তদর্থে কেহ কেহ প্রস্তাব করেন ঐ বিদ্যালয়ে কেবল দেশীয় ভাষার আলোচনা হয়।

বিদেশীয় রীতিপদ্ধতির প্রতি কোন কোন জাতীয় ভাবানুরাগীদিগের এতদূর বিদ্বেষ যে তাঁহারা ঐ বিদ্যালয়ের বেঞ্চ স্থানান্তরিত করিয়া কুশাসনে বসিয়া বালকদিগকে পড়িতে বলেন ও শঙ্খধ্বনি করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ ও ভঙ্গ হয়। বিদ্যালয়ে সাইন বোর্ড

না থাকে। তৈলাক্ত সিন্দুর দ্বারা তাহার প্রাচীরে অথবা একটী ধ্বজপটে কি প্রস্তর ফলকে লেখা থাকে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এই বিদ্যালয় করিতেছি ও জাতীয় সম্বাদ পত্র, জাতীয় ভাষায় বিরচিত হয়। আর কেহ কেহ প্রস্তাব করেন জাতীয় মেলার স্থানে দেশীয় উৎকৃষ্ট পদার্থ অর্থাৎ ঢাকাই মলমল, ঢাকাই অলঙ্কার, মির্জ্জাপুরের ছুলিচা, কাশ্মীরী শাল, বারাণসী বস্ত্র, মুর্শিদাবাদের পট্টবস্ত্র, তসরালা ও শ্রীরামপুরের তসর এই সকল আইসে। ঔদরিকেরা বলেন, বাঙ্গালার নানাবিধ সূক্ষ্ম সুগন্ধি তণ্ডুল, জনায়ের রসকরা, ধনেখালির খইচুর, সিলহট্টের কমলা নেবু, সুন্দর বনের মধু, ও অকালজাত-ফল সমুদায় মেলায় আনা হয়।

মেলার বিবরণ পত্রে যথাশ্রুত বঙ্গভাষা লেখকদিগকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার অপকার করা না হয়। উৎকৃষ্ট লেখকদিগকে যথোপযুক্ত অনুরাগ করা হয়।

হিন্দুস্থানীয় স্ত্রীলোকদিগের যৎকুৎসিত ধিং ধিং নৃত্য ও বাউলের বিজাতীয় সঙ্গীত রহিত হয়। কবি, সংকীর্ত্তন, রামপ্রসাদী পদ ও কথকতার আলোচনা হয়। স্থূলতঃ কি কি উপায়ে জাতীয়ভাব রক্ষা পায় ও নিন্দিত বিজাতীয়ভাব দূরীভূত হয়, সুযোগ্য বঙ্গলেখক কর্ত্তৃক তাহার প্রবন্ধ নিচয়, বিরচিত হইয়া মেলা স্থানে পাঠ হয়। কেবল অসংখ্য স্বজাতি একত্র হইয়া এদিক্ ও ওদিক্ ছুটা ছুটী, রৈ রৈ নিনাদ ও হুম্ দাম্ বোমা বাজি শব্দায়মান করিলে জাতীয় মেলার অভিসন্ধি সফল হইতে পারে না। যাহা হউক ভরসা হয় ক্রমশঃ মেলার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা মুমূর্ষু জাতীয়-ভাবকে পুনরুদ্দীপন করিতে সক্ষম হইবেন। সংপ্রতি কি করিলে জাতীয় ভাবের রক্ষা হয়, কাহাকে জাতীয় ভাব বলে অধ্যক্ষেরা অদ্যাপি তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

সাহেব।

ইউরোপীয়ানেরা ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া ঘোর বাবু হইয়া পড়েন। তাঁহারা সকলেই মনে করেন, বাঙ্গালীরা সর্ব্বাংশে নীচ। কিন্তু হিমপ্রধান-দেশে বসতি বলিয়া তাঁহাদিগের অনেকেই স্থূলবুদ্ধি। বাঙ্গালীরা যেরূপ ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা করিতে পারে, তাঁহারা ভারতীয় ভাষা সেরূপ শিখিতে পারেন না। ইহাঁরা অনেকেই "কৌচুলি, আমারবি, তেমারবি, পেটিয়ে, লুকাইয়াছিল আড়ালেতে গাছের" ও দুই একটা ইতর দুর্ব্বাক্য দেশীয় ফিরাঙ্গি ও যবন পরিচারকদিগের নিকট বহু কালে ও বহু কষ্টে শিখিয়া থাকেন। আপনাদিগকে সুশ্রী মনে করেন, কিন্তু বাঙ্গালীর ন্যায় তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট গঠন নহে।

বিবিরা নিজ নিজ স্বাভাবিক স্বরে কথা বার্ত্তা কহেন না। তাঁহারা সকলেই এক প্রকার সরু সাধা স্বরে কথা কহেন। তাহা নিতান্ত কর্কশ বোধ হয়। হইবেই ত, কেন না অস্বাভাবিক কোন বস্তুই ভাল নহে।

ইউরোপীয়ানদিগের স্বভাব, ব্যবহার অন্য যে কোন জাতির সহিত অনৈক্য হয় তাঁহাদিগকে ইহাঁরা স্যাভেজ বলেন। তাঁহাদিগের স্বভাব, ব্যবহার যে অনুকরণ করে, তাহাকে তাঁহারা সভ্য বলেন। কোন পরিচিত ব্যক্তিকে বঙ্গদেশীয় লোকেরা কোথায় যাইতেছেন জিজ্ঞাসিলে আত্মীয়তা প্রকাশ করা হয়। ইংরাজদিগকে ঐরূপ জিজ্ঞাসিলে তাঁহারা কি একটা কুটীল অর্থ করিয়া রুষ্ট হয়েন। ইহাঁদিগের স্বজনের মধ্যে কেবল আপনার স্ত্রী; অন্য দূরে থাকুক, পুত্রও কেহ নহে।

একবার একজন ইংরাজ সৈনিক পুরুষ, তাঁহার মাতার নিমিত্ত

বিলাতে খরচ পাঠাইবার জন্য যখন পত্র লিখিতেছিলেন, কোন সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব তখন তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া পত্রের মর্ম্মার্থ অবগতান্তে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং মনে মনে কহিলেন যে, এ ব্যক্তি কি মহৎ! ইনি মাতার জন্য আপন পরিশ্রমের ধন পাঠাইতেছেন। সাহেব জানিতেন না, ভারতের অতি নিঃস্ব হেয় ব্যক্তিও ঐরূপ করিয়া থাকে। পরে সৈন্যাধ্যক্ষ সংবাদপত্রে সৈনিক পুরুষের ঐ পত্রের মর্ম্মার্থ ঘোষণা করিয়া দিলেন, এবং অনুরোধ করিলেন যে, সে ব্যক্তি অতি মহৎ, তাহার ন্যায় অন্যান্য ইংরাজেরা মহৎ হইয়া যেন অনাথিনী মাতার খরচ পাঠাইয়া দেন। ঐ ঘোষণা পত্র যে যে ভারতবাসীর দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের হাসিয়া হাসিয়া উভয় পার্শ্বে বেদনা জন্মিয়াছিল।

আবার কি অদ্ভুত ইংরাজি দয়া। যে ঘোড়া বহুকালাবধি ইংরাজ প্রভুর কার্য্য করিয়া আসিতেছে, কালে সে অকর্ম্মণ্য কি প্রাচীন হইলে স্বহস্তে গুলি করিয়া তাহাকে সংহার ও আহারার্থে প্রতি দিন অসংখ্য পশু পক্ষী বধ করা হয়, অথচ পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা-নিবারিণী সভার অর্থাৎ Prevention to the cruelty to animals বিষয়ে তিন্নি পোষকতা করিয়া থাকেন। ক্ষতযুক্ত পশুকে শকটে যোজনা ও চারি জনের অধিক তাহাতে আরোহণ করিতে দেন না।

রাগান্ধ হইলে মুখমণ্ডলে প্রহার করা ইংরাজি সভ্যতা।

ইংরাজের অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা ও বলকে আমরা যথেষ্ট প্রশংসা করি।

বঙ্গবাসীদিগকে এই মহাপুরুষেরা কি কারণ অসভ্য বলেন, কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছে না। কেহ কেহ অনুমান করেন, তাঁহারা অপক্ক মাংস ভক্ষণ করেন, বঙ্গবাসীরা তাহা করেন না, ইহাঁরা মাংস পাক করিয়া ভোজন করেন? ইংরাজেরা আপন বিবিকে

পর-পুরুষের সহিত নির্জ্জন গমন ও ভ্রমণ করিতে দেন, আমরা তাহা দিই না। তাঁহারা মল মূত্র ত্যাগান্তে জল ব্যবহার না করিয়া কাগজ ব্যবহার করেন, আমরা তাহা করি না। তাঁহারা মৃত-দেহ দুর্গন্ধযুক্ত ও প্রোথিত করেন, আমরা তাহা দগ্ধ করি। তাঁহাদিগের সহোদর ভ্রাতা ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে পথের ভিখারী দেখিয়াও তাঁহাদের কোমল হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় না, আমরা উহাতে নিতান্ত দয়ার্দ্রচিত্তে যথাসাধ্য সাহায্য করি। তাঁহারা পিতা মাতার সহিত পার্থক্য ভাবাপন্ন হয়েন, আমরা একত্র থাকি। তাঁহারা Not at home, very busy শব্দ দ্বারা অনেকের সহিত সন্দর্শন ও কথোপকথন কষ্টের নিবারণ করেন, আমরা তাহা করি না। তাঁহারা স্ববংশীয় স্ত্রীকে এমন কি পিতৃব্য কন্যাকে পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারেন, আমরা তাহা পারি না। তাঁহারা পত্নীস্বসাকে বিবাহ করিতে পারেন না, আমরা তাহা পারি। বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের স্ত্রীপুরুষের সহবাসের প্রথা আছে, আমাদিগের তাহা নাই। তাঁহাদিগের স্ত্রীজাতি নির্লজ্জ, আমাদিগের তাহা নহে। ইনি আমার ভ্রাতা, ইনি আমার পুত্র, ইনি আমার কন্যা, ইত্যাদি সম্পর্ক নিবন্ধন যে দৃঢ় ভরসা আমাদিগের মধ্যে ছিল, তাহা ঐ সভ্যতম ইংরাজদিগের আদর্শেই এককালে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। এই সমস্ত কারণেই কি তাঁহারা সভ্যজাতি? আর আমরা অসভ্যজাতি? উল্লিখিত সমুদায় কার্য্য যদ্যপি তাঁহাদিগের সভ্যতার প্রতি কারণ হয়, তবে তাঁহারা তাঁহাদিগের সভ্যতা লইয়া থাকুন, ঐরূপ সভ্যতাতে আমাদিগের প্রয়োজন নাই। ঐ সমস্ত সভ্যতাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া আমরা বিদায় লইতে চাহি।

আদিম কলিকাতাবাসী।

প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা পল্লীগ্রাম হইতে কলিকাতায় আবির্ভূত হইয়াছেন। যাঁহারা পল্লী হইতে না আসিয়া স্মরণাতীত পূর্ব্বকাল হইতে কলিকাতায় বাস করিতেছেন, ইহাঁরা অপ্রসিদ্ধ লোক। ইহাঁরা মনে মনে বিবেচনা করেন, আদিমকাল হইতে কলিকাতাবাসী হইলেই প্রধান লোক বুঝায়। সেই হেতু অনেকেই এক্ষণে ঐরূপ কলিকাতাবাসী প্রকাশ করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ হইবার আশা করেন, কিন্তু আলোচনা করিয়া দেখিলে আদিম কলিকাতাবাসীরা তাহা নহে। এই নগরবাসীরা নানা প্রকার উপাদেয় পদার্থ ভোগ বিবর্জ্জিত থাকিয়া মনে করেন, তাঁহারা নগরে কি অনুপম স্বচ্ছন্দই ভোগ করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের রসনা ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র, ইহা হৃদয়ঙ্গম নাই। সুস্বাদু দুগ্ধ, নানাবিধ সদ্যোলব্ধ ফল মূল, মৎস্য, মধু, মাংস, অবদ্ধ বায়ু, মনোহর লতা-বিতান, পক্ষিগণের অমৃতময় স্বর, অনাবৃত হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্রের রমণীয়তা, তাঁহাদিগের যাবজ্জীবনের মধ্যে দুই একবার ভক্ষণ ও সেবন হওয়া দুষ্কর।

সেই আদিম কলিকাতাবাসীদিগের ভাষা ও তাহার অর্থ সঙ্কলন।

ভাষা	অর্থ
নোংরা	ম্লেচ্ছ।
বত্ত	ব্রত।
টাকাশ-পাঁচ	পাঁচ শ টাকা।

কেঁকাল	কাঁকাল।
ক্যাওরা	কাওরা।
ক্যাঁটাল	কাঁঠাল।
ট্যাকা	টাকা।
ঢোকে	প্রবেশ করে।
আমাদের ঘরে	আমাদিগের।
কালী ঠাকুর	কালী ঠাক্‌রণ।
দুগ্‌গা ঠাকুর	দুর্গা ঠাক্‌রণ।
দকিন	দক্ষিণ।
গেনু	যাইলাম।
খেনু	খাইলাম।
দিনু	দিলাম।
নিনু	লইয়াছিলাম।
ছেরকাল	চিরকাল।
পকুর	পুকুর।
পদ্দীম	প্রদীপ।
বামুন	ব্রাহ্মণ।
চাঁড়িয্যে	চাটুয্যে।
হাঁসি	হাসি।
এনাদের	ইহাঁদের।
ওনাদের	উহাঁদের।
শেঁকারি	শাঁকারি।
নোনোদ	ননদ।
চৌঁত্রিশ	চৌত্রিশ।
চাল্লিশ	চল্লিশ।

গ্যাঁড়া হ্যান	খর্ব্বাকার।
কোব্‌রেজ	কবিরাজ।
গ্যাঁজা	গাঁজা।
ইকুন	উকুন।
মালিচন্নন	মাল্য চন্দন।
বের করা	বাহির করা।
ক্যাঁকড়া	কাঁকড়া।
বাসাতা	বাতাসা।
বাসাত	বাতাস।
সম্‌বার	সোমবার।
কিরেট	কৃপণ।
কোঞ্জুস	কৃপণ।
ফোঁটা	ফোটা।
সোন্দোর	সুন্দর।
প্রাচিত্তি	প্রায়শ্চিত্ত।
ভাগ্‌না	ভাগিনেয়।
পুঁতি	পুথি।
পরিবার *	স্ত্রী।
আশদ গাছ	অশ্বত্থ গাছ।
দেবলা	দেবালয়।
দেদার	পুনঃ পুনঃ
অস্থুদ	অশৌচ।

* পত্নী, জায়া. ভার্য্যা, স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী, বনিতা, দারা, ইত্যাদি স্বত্বে কোন্ মহা-পুরুষ পরিবার শব্দ দিলেন ? পরিবার শব্দে কেবল স্ত্রী নহে স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতির সমষ্টি।

ব্যক্তিবৃন্দের সমাগম স্থান।

সংপ্রতি প্রায় অধিকাংশ মনুষ্য নিতান্ত অভিমানের বশবর্ত্তী। কোন সমাগম স্থলে প্রবেশমাত্র, প্রায় ইহাঁদিগের অনেকের মনে ভিন্ন ভিন্ন রূপ আত্মাভিমান উপস্থিত হয়; তাঁহারা কেহ কোন অংশে আপনাকে উৎকৃষ্ট ভাবেন। কোন ধনী আপনার অর্থাভিমানে স্ফীত হইয়া সমাগম স্থলে উদয় হয়েন। কিন্তু সামান্য লোকের ধনে, যেরূপ সাধারণের উপকার হইয়াছে, তাঁহার ধনে কথন তাহা হয় নাই। সুতরাং তাঁহার সে ধনাভিমানকে কেহই গ্রাহ্য করে না। কেহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদের অভিমানের সহিত তথায় প্রবেশ করেন। কেহ সেই অকিঞ্চিৎকর পরিচ্ছদের নিমিত্ত তাঁহাকে সম্মান করে না। কোন ব্যক্তি নিজে যাহা হউন, বিখ্যাত লোকের সন্তান, মান্য ব্যক্তির জামাতা, সম্ভ্রান্ত লোকের ভাগিনেয় বা দৌহিত্র এই অভিমানের সহিত তথায় প্রবেশ করেন। কিন্তু কেহ তাঁহার সে অভিমানের অনুমোদন করে না। স্বয়ং বিশেষ কার্য্য না করিলে কেহ কাহাকে মান্য করে না। বিখ্যাত পুরুষের সন্তান বলিয়া অভিমান করার অর্থ কি? মনুষ্য মাত্রেই ত সেই বিশ্ব পূজ্য প্রজাপতির সন্তান। যিনি হীন বর্ণের কার্য্য দ্বারা কালাতিপাত করিয়া থাকেন, তিনিও বর্ণাভিমানের সহিত উপস্থিত হয়েন। কেহ কেহ পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্য লইয়া উদয় হয়েন; কিন্তু যাঁহারা স্বাভাবিক প্রখর বুদ্ধিবলে, এই বিশাল পৃথ্বীপত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সেরূপ বিদ্বানকে উৎকৃষ্ট ভাবেন না। কেহ কেহ উচ্চতর দাসত্বের অভিমানের সহিত প্রবেশ করেন, বাস্তবিক তিনি দাস ভিন্ন আর কিছুই নহেন। সেই কথা মনে হইলে কেহ

তাঁহার অভিমানানুযায়ী মান্য মনোমধ্যে আনয়ন করেন না। কেহ কেহ কৌলীন্যাভিমানের সহিত উদয় হয়েন। এক্ষণকার নিষ্ঠাবৃত্তি-বিবর্জ্জিত কুলীনকে কেহ অন্তঃকরণের সহিত শ্রদ্ধা করে না। বিশিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু লোকের সহিত আলাপ পরিচয় আছে সেই অভিমানের সহিত অনেকে তথায় আগমন করেন, সে অভিমানের কোন কার্য্য কারণ নাই বলিয়া সকলেই অগ্রাহ্য করেন। কেহ কেহ যৌবনাবস্থার অভিমান বলবৎ করিয়া, কেহ বা প্রাচীনাবস্থার পরিপক্কতাভিমান উপলক্ষ করিয়া উদয় হইয়া থাকেন। তথায় যুবারা, বৃদ্ধদিগকে নির্ব্বোধ অনুমান করিয়া তাচ্ছিল্য করেন এবং প্রাচীনেরাও যুবাদিগকে জ্ঞানশূন্য জানিয়া অবহেলা করিয়া থাকেন। রাজা, রায় বাহাদুর ইত্যাদি উপাধিযুক্ত মহাপুরুষেরা সমাগমস্থলে অভিমানের বিজাতীয় গুরুভার লইয়া প্রবেশ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের অন্যের হিতার্থে কোন কার্য্য করিতে ক্ষমতা নাই। সুতরাং তাঁহারা গ্রাম্যদেবতা ও ভিক্ষুকদিগের প্রতিষ্ঠিত দেবতার ন্যায় যথায় তথায় গড়াগড়ি যান। কেহ তাঁহাদিগকে পাদ্য, অর্ঘ্য দ্বারা পূজা প্রদান করেন না।

অতি পুরাকালে গায়ক বাদকের নাম উল্লেখ করিলে, সরস্বতী, মহাদেব, নারদ প্রভৃতি পরম জ্ঞানিগণের কথা স্মরণ হইয়া লোকের অচলা ভক্তি জন্মিত। এক্ষণে গায়ক বাদক বলিলে প্রায় মনে হইতে থাকে, ইহাঁরা অবশ্যই বিদ্যাশূন্য ইয়ার হট্টলোক হইবেন। এই গায়ক বাদকেরা সমাগম স্থলে যে কতদূর অভিমানের সহিত প্রবেশ করেন, তাহার ইয়ত্তা করা দুরূহ ব্যাপার। তাঁহারা মনে করেন, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তাঁহারা যেরূপ সম্মান ও সোহাগের পদার্থ, তেমন আর কেহ নাই।

কেহ কেহ দশ বিঘা বাস্তভূমি, উদ্যানের সুমিষ্ট আম্র বৃক্ষ, চণ্ডীমণ্ডপে কাঁঠাল কাষ্ঠের সারবান থামের অভিমান আন্দোলন করিতে

করিতে সমাগম স্থলে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু কেহ তাঁহার সে অভিমানের পদানত হয় না। স্থূলতঃ সম্মান লাভের উপযুক্ত কার্য্য না করিয়া সম্মানের জন্য লালায়িত হইলে সম্মান লাভ হয় না। জানি না, আধুনিক সম্মানলোভীরা কেন মিথ্যা সম্মানের আশা করেন? কেহ কেহ সম্বাদপত্রের সম্পাদক বলিয়া কেহ বা গ্রন্থকার বলিয়া অভিমানের সহিত আইসেন। তাঁহারা প্রায় অনেকেই ছাই ভস্ম গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রস্তুত করেন এবং সম্মান চান।

একটা চন্দ্রাতপ, একখান ছাগবলির খড়্গা, একটা মৃগয়ার উপযুক্ত বন্দুক, একটা দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ, একটা আকবর বাদসাহের নামাঙ্কিত মোহর ইত্যাদি দ্রব্যের দুই একটী কোন কোন পুরাতন লোকের বাটীতে আছে, সেই হেতু দর্পে তাঁহাদিগের চরণ, পৃথিবী স্পর্শ করে না। কেহ কেহ পুরাতন ঘৃত, তেঁতুল, রসসিন্দুর, বহুদিনের মুক্তাপত্র ইত্যাদির অধিকারী বলিয়া সদর্পে সমাগম স্থলে প্রবিষ্ট হয়েন।

প্রিন্স।—এক্ষণকার অনেক ব্যক্তির অভিমানের উপকরণ সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা সাতিশয় কৌতুকাবহ।

অনন্তর এই সকল উল্লেখ করিয়া বাবু প্রসন্নকুমারের আত্মা বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

স্ত্রী-তত্ত্ব।

এইরূপ নানা-প্রসঙ্গ উত্থিত হইতেছে, ইত্যবসরে সেই স্বর্গীয়-স্রোতস্বতী-কূলে এক তরুণী আসিয়া উপস্থিত হইল। উহা হইতে দুইটী পরম-রূপসী রমণী অবতরণ করিলেন। তাঁহাদিগের পবিত্র প্রশান্তভাব সকলকে মোহিত ও অঙ্গ-সৌরভে উপবন আমোদিত

করিল। কল্পতরু তলস্থিত মহাপুরুষগণের আত্মা তাঁহাদিগের প্রতি বিশুদ্ধ চিত্তে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রমণীদ্বয় বিশ্রামার্থ তৎপ্রদেশের অনতিদূরে এক মরকতময় আসনে উপবেশন করিলেন। তখন তত্রস্থ সকলের নিদেশানুসারে তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহাদিগকে সরল সম্বোধন ও বিনীত স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, আপনাদিগের মুখকমলের অলৌকিক শ্রীদর্শনে, আমরা আপনাদিগকে দেবকন্যা অনুমান করিতেছি। এ সুকুমার দেবশরীরে ক্লেশ সহ্য করিয়া কোথা হইতে আগমন করিলেন? কোথায় কি উদ্দেশে শুভাগমন হইয়াছিল; উভয়ের নাম কি? অকাপট্যে সমস্ত প্রকাশিলে আমরা পরমাপ্যায়িত হই। প্রথমা কহিলেন, আমার নাম প্রমদা, আমার এই সঙ্গিনীর নাম প্রিয়বাদিনী। আমরা উভয়ে সৃষ্টিকর্ত্তা কমলযোনির নিবাসে থাকি, বিঘ্ন বিপদের শান্তি করিতে মধ্যে মধ্যে মর্ত্যলোকে গমন করি, সম্প্রতি আমাদিগের তথায় যাইবার কারণ এই,—কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে এক আবেদন পত্র বিধাতার নিকট আইসে, তাহাতে নরগণ বর্ণনা করিয়াছেন, বঙ্গের স্ত্রীজাতি এক্ষণে অবশ্য-কর্ত্তব্য-প্রতিপালনে বিমুখ হইয়াছেন। স্ত্রীলোকেরাই সংসার বন্ধনের মূলীভূত, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যের কি ব্যতিক্রম হইয়াছে, তত্তাবতের তত্ত্বাবধান করিতে কমলযোনি আমাদিগকে বঙ্গভূমিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমরা সেই সমস্ত তদন্ত করিয়া আসিলাম। ইহা শ্রবণ করিয়া, সভাস্থ সকলেই প্রিন্সের নিকট নিবেদন করিলেন, ইহাঁরা আধুনিক বঙ্গ-মহিলাদিগের ইতিবৃত্তান্ত সবিশেষ কহিতে পারিবেন, অতএব সে পক্ষে যত্ন করা অত্যাবশ্যক; তদনুসারে প্রিন্স যত্ন করাতে প্রিয়বাদিনী, বঙ্গরমণীগণের যথাযথ বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

আমরা দেখিয়া আসিলাম বঙ্গদেশের অনেক স্ত্রী, এক্ষণে স্নেহ ও ভক্তিশূন্য; গৃহকার্য্য, রন্ধনকার্য্য ও সন্তান প্রতিপালনে নিতান্ত অপটু;

ইহাঁরা পক্ষপাত, পরনিন্দা ও কুটুম্বজনের সহিত কলহে বিশেষ নিপুণ; ইহাঁদিগের লজ্জা ও নীতিজ্ঞানের মূলে নাটক ও নভেল লেখকেরা পুনঃ পুনঃ কুঠারাঘাত করিতেছেন। বঙ্গদেশের স্ত্রীদিগের ধর্ম্মতরুর স্কন্ধদেশের আয়তন বৃহৎ, নতুবা এত দিনে ঐ কুঠারাঘাতে নিপতিত হইত। এই স্ত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমতী, তাঁহারা পতিকুলাবলম্বিনী।

এক্ষণে বঙ্গের নারীরা স্বামীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে না পারিলে সন্তুষ্ট হয়েন না। পূর্ব্বে প্রাচীনা স্ত্রীরা তীর্থস্থানে যাইতেন, যুবতীরা অসূর্য্যম্পশ্যা ছিলেন। কিন্তু এক্ষণকার যুবতীরা না গমন করেন এমন স্থানই নাই। ইহাঁরা পূর্ব্বকালের ন্যায় ভগিনীপতিদিগের প্রতি সাংঘাতিক পরিহাস করেন না। যাতৃ, ননন্দৃ ও ভ্রাতৃ-জায়ার সহিত পূর্ব্ববৎ মনোন্তরের কার্য্য করিয়া থাকেন। অসার স্বামীর কর্ণে এ, ও, তাঁ বলিয়া অন্য পরিজনের প্রতি দ্বেষ জন্মাইয়া দেন। ইহাঁরা বিদ্যাশিক্ষা উপলক্ষে কেবল নভেল নাটক প্রভৃতি সামান্য পুস্তক পড়িয়া জ্ঞানোন্নতির পরিবর্ত্তে দুর্ম্মতি, কদাচার ও কুসংস্কারের বৃদ্ধি করিতেছেন। রমণীর নাম অবলা ও সরলা ছিল, এক্ষণকার স্ত্রীরা মুখরা ও কুটীলা হইয়াছেন। ইহাঁরা পরিবারের মধ্যে কেবল স্বামী, পুত্র, কন্যাদিগকে আপন বলিয়া জানেন। কেহ কেহ মাতা ও ভ্রাতাকে কি জামাতাকে প্রতিবেশীর ন্যায় ঘনিষ্ঠ দেখেন, অপরের প্রতি তাঁহাদিগের দয়া দাক্ষিণ্য কিছুই নাই।

একত্র সহবাস জন্য নিঃসম্বন্ধীয় লোককে আপদগ্রস্ত ও সন্তাপিত দেখিলে তখনকার স্ত্রীলোকের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইত, সে সময় আর নাই। পিসী, মাসী, ভগিনী, যাতৃ, ননন্দৃ, ভ্রাতৃ-জায়া সকলে এক্ষণকার স্ত্রীলোকের সমক্ষে পীড়িতা হইতেছে, লোকান্তর হইতেছে; চাক্ষুষ দেখিলেও তাঁহাদিগের কিছুমাত্র করুণার উদয় হয় না। তুল্য

সম্বন্ধ স্বজনের প্রতি ইতরবিশেষ ও পক্ষপাত করা ইহাঁদিগের নূতন একটী স্বভাব হইয়াছে, ইহা নিতান্ত নীচ কার্য্য। যে হেতু ঐ পক্ষপাতিত্ব পাপে যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর স্বর্গারোহণ কালে অধঃপতন হইয়াছিল। আবার জিজ্ঞাসিলে স্পষ্টাক্ষরে বলেন, এরূপ ইতর বিশেষ হইয়া থাকে যে গাভী অধিক দুগ্ধ দেয়, তাহাকে অধিক যত্ন করা যায়। হা! একথা উল্লেখ করিতেও লজ্জা বোধ হয় না। তাঁহারা সকলেই আশা করেন যে সকলে তাঁহাদিগকে ভাল বাসেন, কিন্তু আজ কাল ভাল বাসার কাজ তাঁহারা কিছুই করেন না। ইহাঁরা কোন অলঙ্কারই ব্যবহার করেন না। অথচ স্বামীকে দায়গ্রস্ত করিয়া নানা প্রকার অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া থাকেন। অলঙ্কার সংগ্রহের ফল কি কহিব, তাহা প্রস্তুত উপলক্ষে যত টাকা ব্যয় হয়, অর্দ্ধেকেরও অধিক প্রতারক স্বর্ণকারের ভোগে আসে। স্বামীর ধন এরূপ অনর্থক নষ্ট করিয়াও তাঁহারা সোহাগিনী হইতে চাহেন। আগন্তুককে আদর আহ্বান ও যত্ন করা ইহাঁদিগের ইচ্ছা নয়। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ এত নির্ব্বোধ যে, পতি পুত্রের উপর যেরূপ বিক্রম প্রকাশ চলে, অপরের প্রতিও সেই রূপ প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হয়েন। ইহাঁরা অনেকেই অর্দ্ধেকের অধিক মিথ্যা কথা কহেন এবং নিজের স্বভাব জানেন, সেই জন্য অন্যের কথায় প্রত্যয় করেন না। ইহাঁদিগের খেলা ও হাসির ইচ্ছা কখন পরিপূর্ণ হয় না। ইহাঁরা উড়ে বেহারার ন্যায় শান্ত লোকের প্রতি দৌরাত্ম্য করেন ও অশান্ত লোকের নিকট বিনীত থাকেন। বিনয় করিলে বক্র এবং তাড়নায় সরল হয়েন।

একণের স্ত্রী লোকেরা অতি সুবোধ শোনা গিয়াছিল, কিন্তু তাহার কিছুই দেখিলাম না। সুবুদ্ধির মধ্যে আপনাদিগের সুখবিস্তারের চেষ্টাই অধিক। ইহাঁরা অদ্যাপি পুরুষের সুম্মুখে বিচরণ ও ভোজন করেন না, করিলেই বা দোষ কি, এই আন্দোলন চলিতেছে। পতি

পুত্র গুরুজন সত্ত্বেও ইহাঁরা জামাতা ও বধূ মনোনীত করিয়া কন্যা পুত্রের বিবাহ দিবার কর্ত্রী হইয়াছেন। ইহাঁরা অনেকে সংসার চালাইবার সমস্ত মাসের ব্যয় স্বামীর নিকট হইতে বুঝিয়া লইয়া সংস্থান জন্য সকল পরিবার ও পরিচারকদিগকে অন্নকষ্ট দেন। আপনারা যতই রূপ গুণ মাধুর্য্য বিবর্জ্জিতা হউন, অপর নারীর যৎকিঞ্চিৎ রূপ গুণ মাধুর্য্যের ব্যতিক্রম দেখিলেই তাহার প্রতি কটাক্ষ করিতে ত্রুটি করেন না।

এক্ষণকার স্ত্রীলোকেরা, সৌদামিনী বসু, কৃষ্ণকামিনী দত্ত, শরৎ-সুন্দরী মুখোপাধ্যায় এইরূপে আপনাদিগের নাম লিখিয়া থাকেন। শুনিলে ঐরূপ নাম স্ত্রী কি পুরুষের এমন কোন মতে বুঝা যায় না। সৌদামিনী বসু শুনিলেই সহসা বোধ হয় যে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়বিধ জাতির গুণ, ধর্ম্ম, ও মূর্ত্তি বিশিষ্ট এক প্রকার অলৌকিক জন্তু; সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতে থাকে, ইহাঁদিগের বাস স্থান পিঞ্জর ও খাদ্য তৃণ পত্রাদি হইতে পারে।

ইহাঁরা রোগ গোপন রাখেন, তাহা উৎকট না হইলে প্রকাশ করেন না। দ্বেষ হিংসা সম্বন্ধে কেবল আপনার সপত্নীর প্রতি ইহাঁ-দিগের সপত্নী ভাব নহে, প্রায় স্ত্রীলোক মাত্রেরই প্রতি ইহাঁদিগের সপত্নী ভাব। ইহাঁরা যৎসামান্য কারণে ক্রন্দন করেন। প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরা তত্তৎ নবীনাবস্থার মনের গতি এককালে বিস্মৃত হওয়াতে নবীনারা আপনাদিগের বয়সের উপযুক্ত সন্তোষজনক কার্য্য করিলে তাঁহারা নিতান্ত তীব্র ভাব প্রকাশ করেন। স্ত্রীলোকেরা যখন যাহার সমক্ষে থাকেন, তখন তাঁহারই আপনার জন বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু অসাক্ষাতে ইহাঁদিগের মনের ভাব অন্যরূপ; স্ত্রীদিগের অর্থ প্রায় নিঃসম্পর্কীয় লোকের ভোগজাত হয়।

স্ত্রীলোকেরা কতকগুলি গাঁদৈ ঘাটে একত্রিত হইলে অনেক পুরুষের

কথা উত্থাপন করিয়া, তাঁহারা কে উত্তম, কে অধম, তৎসম্বন্ধে একটা মীমাংসা না করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন না। ইহাঁদিগের মধ্যে ঘোর পাপীয়সীরা অনায়াসে পতিকে নিন্দা ও অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে। পরিবারস্থ পুরুষ পক্ষ সকলের আহার হইবার অগ্রে তখনকার স্ত্রীলোকেরা জলবিন্দু গ্রহণ করিতেন না। এক্ষণে যার পর নাই স্বামীর আহারের পূর্ব্বেও অনেক স্ত্রী উদর শীতল করিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে থাকেন।

স্ত্রীজাতি নিতান্ত দুঃখভাগিনী, ইহাঁরা যে পুত্রাদিকে স্তন্যপান করান, যাহাকে প্রাণপণ-যত্নে লালন পালন করেন, হায়! কালক্রমে তাঁহাদিগকে সেই পুত্রাদির ভ্রূকুটির অনুবর্ত্তিনী হইতে হয়। ভদ্র বংশজ রমণীরা, পুরুষ পরিবারের পরিচর্য্যায় দিনযাপন করেন। পুরুষদিগের প্রাণ রক্ষার প্রতি লোকে যতদূর যত্ন পান, নারীদিগের রক্ষার্থে কেহ ততদূর যত্ন করেন না। হিন্দু স্ত্রী যে দুঃখ সহ্য ও সম্বরণ করেন, তাহার শতাংশের একাংশও সহ্য করিতে হইলে পুরুষেরা উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন।

হিন্দু গৃহস্থের গৃহিণীরা নানাবিধ পরিচারকের কার্য্য করেন, তথাপি নিষ্ঠুর স্বামীরা তাঁহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট নহেন। অনেকানেক মহাপুরুষ আপনার আমোদ প্রমোদ সুখ সম্ভোগেই নিয়ত রত থাকেন। পূজনীয়া জননী, কি সহধর্ম্মিনী বনিতার ক্লেশ নিবারণ করা দূরে থাকুক, মাসান্তরেও একবার তাঁহাদিগের দুঃখের কথা স্মরণ পথে আনেন না।

"ব্যঞ্জন অধিক লবণাক্ত হইয়াছে, দুগ্ধ ঘনীভূত করা হয় নাই, অন্ন উষ্ণ নাই, আলোকাধার পরিষ্কার হয় নাই, মশারিতে মশা প্রবেশ করিয়াছে, পানীয় জল শীতল হয় নাই," ইত্যাদি উপলক্ষ করিয়া অনেক পুরুষ অন্তঃপুরবাসিনীদিগের প্রতি কর্কশবাক্য ও বিকৃত বিজাতীয় বদনভঙ্গী দ্বারা অশেষ প্রকার বিভীষিকা দেখান। স্ত্রীরা যেন

পাষাণময়ী; সমস্ত দিন সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া তাঁহাদিগের শ্রম অথবা আলস্য হয়, ইহা নিষ্ঠুর পুরুষদিগের মনে সংস্কার নাই। জননীর পীড়া হইয়াছে, পিতা মরণাপন্ন, পিত্রালয়ে যাইয়া তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করা কন্যার অবশ্য কর্ত্তব্য; অনেক মহাপুরুষ স্বামী হাকিমি ফলাইয়া স্ত্রীকে পিত্রালয়ে যাইতে দেন না। স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত উপদ্রব করাতে অনেক পুরুষ পরে তাহার প্রতিফল ভোগ করেন, তথাপি তাঁহাদিগের চৈতন্য জন্মে না। স্ত্রীদিগের ইতিবৃত্তান্ত কমল-যোনির নিকট এই রূপ সবিস্তর কহিব, তিনি তাহার প্রতিবিধান করিবেন।

বর্ব্বর-স্থান।

অতঃপর কালীপ্রসন্ন সিংহ কিশোরীচাঁদকে সযত্নে বর্ব্বর-স্থানে লইয়া চলিলেন।

কিশোরীচাঁদ বর্ব্বর-স্থানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, স্কন্ধে গুরুভার দ্রব্য, কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাইতেছেন। বহুমূল্য মুক্তা ভস্ম করিয়া তাম্বূলের জন্য চূর্ণ প্রস্তুত হইতেছে। কেহ কেহ পা'ড় ছিঁড়িয়া ঢাকাই বস্ত্র পরিয়াছে, কারণ পা'ড়ের কাঠিন্য কটিদেশ সহ্য করিতে পারে নাই। এক স্থানে কুটুম্ব-ভবনে তত্ত্ব যাইবে, তদর্থে স্তূপাকার মূল্যবান বস্ত্র ও খাদ্য আসিয়াছে। এক এক জন পিতৃতুল্য মান্য লোকের সম্মুখে ধূম পান করিতেছে। কেহ কেহ অকারণে দিবাবসানে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছে। কেহ কেহ অল্পবুদ্ধি স্ত্রীর সহিত সংসার নির্ব্বাহের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা স্থির

করিতেছে। কেহ বা কলকণ্ঠ পক্ষী সমূহ গৃহপিঞ্জরে বদ্ধ রাখিয়া তাহার স্বরে শ্রবণ রঞ্জন করিতে বৃথা চেষ্টা পাইতেছে, যে হেতু তাহারা বনের স্বরে গৃহে ডাকিতেছে না। পরিশোধ করিবার কোন উপায় নাই জানিয়াও, কেহ কেহ অলঙ্কার বিক্রয় না করিয়া বন্ধক দিতে চলিতেছে। কেহ কেহ ভোগ বিবর্জ্জিত হইয়া কঠিন পরিশ্রমার্জ্জিত ধন পরের ভোগের জন্য সঞ্চয় করিতেছে। কেহ কেহ উকীলের করাল হস্তে পড়িবার উদ্যোগে আছে। কেহ কেহ বা মিথ্যা ভয় ও চিন্তার অনুগত হইয়া ক্লেশে কাল যাপন করিতেছে। কেহ অপরীক্ষিত নিয়মাবলম্বন, অজ্ঞাত ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন ও দেহের প্রতি নানা প্রকার স্বাধীনতা ব্যবহার দ্বারা রুগ্ন হইতেছে। কোন ব্যক্তি অনায়ত্ত ও পরকীয় স্থানে পরের সহিত দ্বন্দ্ব কলহ করিয়া অবমানিত হইতেছে। কেহ বা যাকে তাকে প্রত্যয় করিয়া বিষম বিপদে পড়িতেছে।

অবস্থানুযায়ী ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ না করিয়া কোন স্থানে কেহ কেহ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা পত্তন দিয়া অসম্পূর্ণাবস্থায় রাখিয়াছে। অর্থাভাবে কেহ ছাদ, কেহ বা দ্বার ও বাতায়ন প্রভৃতি নির্ম্মাণ এবং চূর্ণ বালুকার কার্য্য শেষ করিতে পারে নাই, ব্যবহারের যোগ্যও হয় নাই, স্থানে স্থানে অশ্বথ বট বৃক্ষ মূল-সঞ্চার করিতেছে, ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, অথচ কোন প্রকোষ্ঠে, বাতায়নে কাচ বসিতেছে, প্রাচীর নানা বর্ণে রঞ্জিত হইতেছে।

কেহ কেহ পিতার কায়ক্লেশের উপার্জ্জিত সঞ্চিতধনে জন্তু, যান ক্রয়, অলভ্য বাণিজ্য ও গো-কুল-যণ্ড সদৃশ সহচরদিগের উদরপূর্ত্তি করিয়া হতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। কেহ কেহ অনর্থক অর্থ ব্যয় করিয়া রাজস্ব দিতে অপারক হওয়াতে পৈতৃক সম্পত্তি অপচয় করিতেছেন। তাঁহাদিগের অনেকের বর্ণজ্ঞান নাই, ইংরাজি সংবাদপত্রের বিপরীত

দিক নয়নাগ্রে ধরিয়া পাঠ করা ছলে প্রকাণ্ড শকটারোহণে গমন করিতেছেন।

কেহ কেহ দিগন্তব্যাপী এক এক উদ্যান বহু সহস্র মুদ্রা দিয়া ক্রয় করিয়াছেন, তাহাতে শত শত উদ্যানপাল কার্য্য করিতেছে, দেশ দেশান্তর হইতে ফল ফুলের বৃক্ষ আনাইয়া তাহাতে সংস্থাপিত করা হইয়াছে। মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী যাহা জন্মিতেছে, তাহা উদ্যান-পালেরা গোপনে আত্মসাৎ করিতেছে, কেবল দুই একটা পুষ্পগুচ্ছ, দুই একটা অপক্ক কদলী তাহারা বাবুর বাটীতে আনিতেছে। বাবু তাহা পাইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া দর্শনান্তে যৎপরো-নাস্তি সন্তুষ্ট হইতেছেন।

কেহ কেহ প্রতিবেশী অথবা স্বজন পরিবারের সহিত কলহ জনিত ক্রোধ চরিতার্থ হেতু আপন গৃহের তৈজস পত্র ভাঙ্গিয়া ও বস্ত্রাদি ছিন্ন করিয়া স্তূপাকার করিতেছে। কোন স্থানে অনেকে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া কার্য্যের প্রার্থনায় কায়মনের সহিত ক্ষমতাবিহীন পদাভি-ষিক্ত লোকের উপাসনা করিতেছে। অকিঞ্চিৎকর সুখসেব্য মুষ্টিযোগ ঔষধে অল্পকালে রোগমুক্ত হইবেন, আশা করিয়া অনেকে অল্পকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইতেছেন।

আর এক ক্ষুদ্র বাবু দিবাভাগে বাইনাচ ভাল লাগে না, অথচ দিবা ভিন্ন তাঁহার নাচ দেখিবার সাবকাশ না থাকায়, তিন চারিটা চন্দ্রাতপ উপর্য্যুপরি তুলিয়া দিবাকে যামিনীতুল্যা তামসী করিয়া প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকা সংস্থাপন পূর্ব্বক নৃত্য দর্শন করিতেছেন, তিনিই সত্বর জোয়ার আনাইবার জন্য নাবিকের উপর বিষম ধুম্‌ধাম্ করিয়াছিলেন। তিনিই ফর্দ্দের পরপৃষ্ঠায় যে ইজা শব্দ লেখা থাকে, তাহার অর্থ কি না জানিয়া তাঁহার অধিকার সম্বন্ধীয় প্রজার খাজস্ব বক্রির ফর্দ্দ দৃষ্টে ইজাকে হাজির করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

আর এক জন বাবুর নিকট তাঁহার কর্ম্মচারী আসিয়া কহিল,—ধর্ম্ম অবতার! মৃত কর্ত্তামহাশয়ের শ্রাদ্ধদ্রব্য সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, একবার আসিয়া দৃষ্টিপাত করুন। ধর্ম্মাবতার হস্তে শ্রাদ্ধের তালিকা লইয়া আগমন করিলেন। সমস্ত দ্রব্যাদি মিলাইয়া লইলেন, অবশেষে দক্ষিণা ছ-টাকা লেখা ছিল, তাহা দেখিয়া কর্ম্মচারীকে কহিলেন,—ওহে! দক্ষিণা ক্রয় করিতে বিস্মৃত হইয়াছ? দেখ, যেন দক্ষিণা মূল্যময় না করিতে হয়!

কোন স্থানে গোলায় আগুণ লাগার দিবসের রিপোর্ট, তাহার দুই মাস পরে বিচারপতিরা শুনিবার সাবকাশ পাইয়া আজ্ঞা-লিপিতে অধীনকে লিখিতেছেন,—অগ্নি নিভাইয়া দিবে।

কোন বিলাতীয় বণিক্‌কে তাঁহার বঙ্গবাসী কর্ম্মচারী বুঝাইয়া দিতেছেন, আমদানীর তাঁবা রৌদ্রে শুখাইয়া ভার লাঘব হইয়াছে।

এক স্থানে একখান পতিত বোল্‌তার চাকের চতুর্দ্দিগে বেষ্টন করিয়া শত শত লোক দণ্ডায়মান, উহা কি বস্তু কেহই স্থির করিতে পারিতেছে না। বর্ব্বরদিগের মধ্যে লালবিচক্র নামে এক প্রাচীন তাহা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া কহিলেন,——

"লালবিচক্র সবকুচ জানে আর না জানে কই।
পুরাণচাঁদ গেরপড়া হায় ওছমে ধরা হায় উই।"

বাদী চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে টাকা দিয়াছিল শুনিয়া, ব[illegible]র স্থানের কোন বিচারপতি সাক্ষ্য হেতু চণ্ডীমণ্ডপকে হাজির করণার্থে হুকুম দিলেন,—"চণ্ডীমণ্ডপকো বোলাও।"

এক জন বিদেশে কর্ম্ম করিতেন। [illegible] সাত বৎসর পরে এক এক বার বাটীতে আসিতেন। ইতঃপূ[illegible] যে সময়ে বাটীতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বনিতার গর্ভ-লক্ষণ দেখিয়া যান এবং স্ত্রীকে অনুমতি করিয়া যান, গর্ভে সন্তান হইলে যেন তাহার রামজয় নাম

রাখা হয়। উক্ত গৃহস্থ এক্ষণে পাঁচ বৎসর পরে বাটীতে আসিয়াছেন; তাঁহার বনিতার সেই গর্ভে যে সন্তানাদি কিছুই হয় নাই, তাহার তত্ত্ব তল্লাস কিছুই না লইয়া বাটীতে আসিয়া আমার রামজয় কোথায় রামজয় কোথায় এই অন্বেষণেই ব্যস্ত হইলেন। পরে রামজয়কে দেখিতে না পাইয়া রামজয় রামজয় বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা করা অসাধ্য হইয়া উঠিল।

বর্ব্বর স্থানের এক মহাত্মা অতি প্রত্যূষাবধি স্নানের ঘাটে বসিয়া আছেন। পূর্ব্ব রাত্রে চৌরে তাঁহার গৃহ হইতে দ্রব্য লইয়া ম্লেচ্ছ স্থান দিয়া প্রস্থান করিয়াছিল, সে শুদ্ধ হইবার জন্য সেই ঘাটে স্নান করিতে আসিলেই সেই সুযোগে তিনি তাহাকে ধৃত করিবেন।

কোন স্থানে রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্ম যাজকেরা উচ্চৈঃস্বরে স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন ও অপরকে সেই ধর্ম্মাক্রান্ত করিতে যত্ন পাইতেছেন।

সুস্বাদ লাউ জন্মিবে এই আশা করিয়া তাহার বীজ কেহ কেহ দুগ্ধে ভিজাইয়া রোপণ করিতেছে।

আত্মরক্ষার ক্ষমতা নাই এমন ব্যক্তিরা স্ত্রী দিগকে স্বাধীনত্ব দিবার আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত আছেন।

কেহ কেহ কার্য্য সুলভ জন্য পূর্ব্বদিন গাভীকে অম্ল পান করাইয়া দিতেছেন, যে হেতু পর দিবস দোহন করিলে এক কালেই দধি নির্গত হইবে।

কোন কৃষকের একান্ত বাসনা ছিল যে, সে সময় পাইলে ও বিষয়াপন্ন হইলে সোণার কাস্তে গড়াইয়া তাহাতে ধান্যচ্ছেদন করিবে, এক্ষণে সেই সময় পাইয়া [illegible] এক সোণার কাস্তে হস্তে করিয়া ধান্যচ্ছেদনার্থে চলিয়াছে।

এই স্থানে এক জন প্রাচীন বর্ব্বর তাহার চতুর্দ্দিগে কতকগুলি

যুবাকে আহ্বান করিয়া কহিতেছেন—ওহে যুবাগণ! তোমরা কিছুই দেখিলে না, কিছুই শুনিলে না, আমি লোকান্তর গত হইলে তোমাদিগের যে কি দশা হইবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। এই বেলা মনোনিবেশ করিয়া শ্রবণ কর, সকলে স্মরণ রাখিও।——

কন্দর্প এক গৌরবর্ণ রূপবান্ পুরুষ ছিলেন; দ্রৌপদীর স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ ছিল। কর্ণ ভীষ্মদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র, শ্রীরামচন্দ্র হিড়িম্বা রাক্ষসীকে সংহার করিয়াছেন। লক্ষ্মণ ও বভ্রুবাহনে ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। বঙ্গবাসীরা ইংরাজদিগের নিকট নাটকাভিনয় শিক্ষা পাইয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের শাপে গঙ্গা দ্রবময়ী হয়েন। ভগবতীর গর্ভে কার্ত্তিক গণেশের জন্ম হইয়াছিল। বানর লাঙ্গূলভ্রষ্ট হইয়া নরজাতি হইয়াছে। উত্তরাঞ্চলের ধান্যবৃক্ষে প্রকাণ্ড পরিসর তক্তা প্রস্তুত হয়। সমুদ্রের ভীষণ কল্লোলের শব্দে ভীতা হওয়াতে পুরীতে সুভদ্রা দেবীর হস্তদ্বয় তাঁহার উদরে প্রবেশ করিয়াছে। বিষ্ণু ও মহাদেবে বিবাদ হইয়াছিল, তদুপলক্ষে বিষ্ণুর করনিষ্পীড়নে মহাদেবের নীলকণ্ঠ হইয়াছে। রাবণের শাপে গণেশের গজমুখ হইয়াছে। অধিক কথা তোমরা স্মরণ রাখিতে পারিবে না, সে সকল বলা বৃথা। ভারতের আর কিছু নিগূঢ় জানিবার ইচ্ছা হইলে আধুনিক এক ইংরাজের ভারত-ইতিহাস পাঠ করিবে, তাঁহার নাম আমি গোপনে তোমাদিগকে বলিয়া দিব।

প্রিন্সের আক্ষেপ।

কালীপ্রসন্ন ও কিশোরীচাঁদ স্বর্গ-স্থানে গমন করিলে প্রিন্স দুঃখিত মনে বলিলেন;——

বঙ্গের উন্নতি হইতেছে,—বঙ্গের উন্নতি হইতেছে! এ ঊনবিংশ শতাব্দী,—এ অদ্ভুত উন্নতির সময়। ইত্যাকার চীৎকার বহুদিনাবধি আকাশ ভেদ করিয়া সুরলোকে উত্থিত হইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নতি ইউরোপ খণ্ডে হইতেছে, বঙ্গের সহিত তাহার কোন সংস্রবই দেখিতে পাই না। আপনাদের নিকট বঙ্গের যৎকিঞ্চিৎ উন্নতির পরিচয় পাইলাম, তদ্ভিন্ন সকলই ত তাহার অবনতির চিহ্ন, ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহা উন্নতি বলিয়া মানিতেছেন, তাহা উন্নতি নহে। তাঁহারা বারিভ্রমে মৃগতৃষ্ণিকার অনুসরণ করিতেছেন,—রত্নভ্রমে জ্বলন্ত অঙ্গারে হস্ত প্রদান করিতে যাইতেছেন। বারি নহে, উত্তাপের শিখা,—রত্ন নহে, জ্বলন্ত অঙ্গার, তাঁহা বোধ হইতেছে না।

বিশুদ্ধভাবাপন্ন, বিদ্বান, রাজা রাধাকান্ত, হিন্দুহিতার্থী করুণা-নিধান রামগোপাল, অপ্রতিহত-সাহসযুক্ত হরিশ্চন্দ্র, ধন্বন্তরি তুল্য ডাক্তার দুর্গাচরণ, সদানন্দ আশুতোষ বাবু, উদারস্বভাব দানশীল প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও মতিলাল শীল, পরমজ্ঞানাপন্ন শ্রীরাম, জয়নারায়ণ, কাশীনাথ, গোলোকচন্দ্র, গঙ্গাধর, হলধর প্রভৃতি পণ্ডিতবৃন্দ যখন বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তখন তাহার মঙ্গল, তাহার উন্নতির আশা আর কি আছে! সদাশয় ডেবিড্ হেয়ার সাহেব, সর লরেন্স পীল, ডাক্তার জ্যাকশন, বঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন; কোল-ব্রুক, জোন্স ও উইলসন বঙ্গে বর্ত্তমান নাই; কে বাস্তবিক উন্নতি, কে বঙ্গের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন, কে বিঘ্ন শান্তি করিতে এক্ষণে অগ্রসর হইবেন। শুনিতেছি পীল মর্টন টর্টন ডিকেন্স অভাবে বিচার সংক্রান্ত বিপদ নিবারণের পথ এক প্রকার রোধ হইয়াছে; বঙ্গের উন্নতি হইবার হইলে নিদারুণ নিষ্ঠুর লোকের হস্তে গিয়া অত অর্থ আবদ্ধ হইত না। বঙ্গের বিদ্যোন্নতি হইবার হইলে বঙ্গবাসীরা কেবল ইংরাজীভাষা আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, আর বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি সংক্ষিপ্ত

গ্রন্থাংশ পাঠের নিয়ম বলবৎ হইত না; বঙ্গের মঙ্গল চিহ্ন হইলে পিতা মাতা গুরুজনকে অবহেলা ও তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে নিদারুণ ক্লেশ দিতে লোকের প্রবৃত্তি জন্মিত না; কৃষি বাণিজ্যের প্রতি অনুৎসাহ ও দাসত্বের প্রতি বিষম আগ্রহতা হইত না; কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও সম্বন্ধ সংক্রান্ত প্রণয়ের ক্রমশঃ অভাব ও স্ত্রী-জাতিতে মমতার অপ্রতুল হইত না; গুরুতর সুখ ভোগের লালসা পূর্ব্বাপেক্ষা পরিবর্দ্ধিত হইয়া সর্ব্বদাই অর্থাভাব হইত না। কোথায় বঙ্গদেশের মঙ্গল, কোথায় উন্নতি? শুনিয়াছি বঙ্গ এতদূর দুঃখের স্থান হইয়াছে যে, ত্রিংশত বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ করিতে না করিতে লোক শীর্ণ জীর্ণ ও সংসারের বিঘ্ন বিপত্তিতে বিপন্ন হইয়া মৃত্যু প্রার্থনা করে; উল্লাসের আনন্দের চিহ্ন আধুনিক বঙ্গীয়লোকের মুখমণ্ডলে দেখা যায় না; তাঁহাদের সর্ব্বদাই নিরানন্দ, সর্ব্বদাই ক্ষুব্ধচিত্ত।

কোথায় বঙ্গের গুণগৌরব বঙ্গের যশঃ সৌরভ বিবরণ শুনিয়া হৃদয় প্রফুল্ল হইবে, কোথায় আজ তাহার সন্তানগণের দাসত্বকার্য্য, নীচত্ব স্বীকার, হেয় অনুকরণ কার্য্যে প্রবৃত্তি, তাহাদিগের দেহ, শক্তি, আয়ু, স্বজন স্বজাতির প্রতি প্রকৃত প্রণয়ের হ্রাস ইত্যাদির পরিচয় পাইয়া এমন চিত্তবিনোদন সুরলোকের উদ্যানেও আমার বিপুল মনস্তাপ উদয় হইল, তাঁহাদিগের শরীরে আর্য্যজাতির রুধির সত্ত্বে কৃতজ্ঞতা স্বীকার পিতৃ মাতৃ ভক্তি স্বদেশ স্বজনের প্রতি এক প্রকারে ঔদাস্য জন্মিল, হে বিশ্বেশ্বর! সকলই তোমার ইচ্ছা, যেমন তুমি আমাকে অদ্য কয়েকজন পরম প্রীতিভাজন ব্যক্তির আত্মার সহিত সন্দর্শন করাইয়া চিত্ত পরিতৃপ্ত করিলে, সেইরূপ যদ্যপি আমি ইহাঁদিগের নিকট বাস্তবিক বঙ্গের উন্নতির পরিচয় পাইতাম, তাহা হইলে আমার আনন্দের পরিসীমা থাকিত না, তাদৃশ আনন্দের অধিকারী হইব, আমার এমন সৌভাগ্য নহে; হে পরমাত্মা! একবার তোমার

করুণাপূর্ণ দৃষ্টি অনাথিনী বঙ্গভূমির প্রতি নিক্ষেপ কর, আমরা তাঁহাকে অপ্রমত্ত সরল সুধীর সুসন্তানবৃন্দে পরিবেষ্টিতা, তাঁহাকে সেই প্রৌঢ়াবস্থার বিমল বেশবিন্যাসে বিভূষিতা দেখিয়া পরমানন্দ-নীরে নিমগ্ন হই।

অতঃপর দ্বিতীয় অধিবেশনের দিন স্থির ও পরস্পর উপযুক্ত সদালাপ হইয়া সুরলোকের সভা ভঙ্গ হইল।

S. S, B. S.

—00—

সম্পূর্ণ।